কাঁচরাপাড়া প্রকাশিকা।

বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ গ্রন্থাগার
ক্রমিক সং ৮৩৮
শ্রেণী সং
কলিকাতা।

মাসিক পত্রিকা।

নির্ম্মৎসরাঃ সুকৃতিনঃ খলু যে বিবিচ্য, কর্ণে গুণস্য কণমপ্যবতংসয়ন্তি।
যেষাং মনো ন রমতে পরদোষবাদে, তে কেচিদেব বিরলা ভুবি সঞ্চরন্তি॥

১ম খণ্ড। } ১২৮০ সাল ১লা অগ্রহায়ণ। { ১ম সংখ্যা।

স্তোত্র

ঈশ !—নমিছে তোমার এই অবোধ সন্তান,
জানি মনে তুমি দেব সকল-নিদান।
প্রভো !—জগত কারক তুমি জগত পালক,
কল্পান্তরে শুনি তুমি জগত নাশক।
দেব !—যে দিকে ফিরাই আঁখি তব গুণ সব,
এজগতে যত হেরি তোমারি বিভব।
নাথ !—কোথায় থাকহ তুমি কে জানে নিশ্চয়,
কল্পনায় কত লোক কত মত কয়।
বিভো !—আত্মা রূপে দেহ মাঝে করিছ বিরাজ,
নির্ব্বিকার নিরাকার বিশ্ব-রাজ্য রাজ!
কেহ—বিষ্ণু রূপে তব নাম করিছে কীর্ত্তন,
গোপাল গোবিন্দ কর-ধৃত গোবর্দ্ধন।
যত—শাক্তগণে শক্তি ভাবে করে উপাসনা,
করাল বদনী কালী বিলোল রসনা।
ঈশ !—শৈবের নিকট তুমি শিব ভিন্ন নও,
ভক্তের কল্পিত রূপ নানা মত হও।
দেব !—বৌদ্ধ যারা বুদ্ধ বলি করয়ে ভজন,
যে যে রূপে পুজে তোমা ব্রহ্ম সনাতন।

নাথ !—ব্রাহ্ম নামে সম্প্রদায় তোমারি সেবক,
ইষু ভক্ত অনুরক্ত তব উপাসক।
প্রভো !—ভক্ত জনে তব প্রেমে হতজ্ঞান হয়,
তোমার চরণ-পদ্ম সদা হৃদে লয়।
অহো !—না বুঝে যে দ্বেষ করে ধার্ম্মিক সে নয়,
নিজ ধর্ম্ম সনাতন জ্ঞানহীনে কয়।
পিত!—তবএই সুত হয় জ্ঞান হীন অতি,
কেমনে করিবে স্তব এযে মূঢ়মতি।
নাথ !—তব দত্ত বুদ্ধি মাত্র দীনের ভরসা,
জনকে সুতের দোষ ধরেনা সহসা।
নমঃ—চিন্ময় চৈতন্যাকর চরাচর ধর,
নমঃ—অনাদি অনন্ত বিভু দয়ার সাগর।
নমঃ—পতিত পাবন শিব জগত কারণ,
নমঃ—দেব দেব মহাদেব সুখ নিকেতন।
নমঃ—ভুতেশ ভবের ভব ভব-ভয়-হর,
নমঃ—জগত জনক নাথ জগত ঈশ্বর।
নমঃ—উপমা রহিত প্রভু পতিত পাবন,
নমঃ—নিরাকার চরাচর মুর্ত্তি-অগণন।

অবতরণ।

(সংবাদ পত্রের বা সাহিত্য পত্রের সংখ্যা যতই বৃদ্ধি হয়, এই ভারত-ভুমির ততই উন্নতির সোপান; কিন্তু তাহার সম্পাদক পদে অধিরোহণ করা অতি কঠিন ব্যাপার তাহা আমরা জানি বটে, তথাপি আমাদের এ উদ্যম কেন?—মন বুঝে না—মানব মাত্রেই দুরাশার বশ, সেই দুরাশাই অদ্য আমাদের মুখাবরণ মোচন করিতেছে।) কোন কবি বলিয়াছেন—"গমিষ্যাম্যুপ হাস্যতাং" আমাদেরও সেই বচন অগ্রসর।

পাঠক মহাশয়! আপনার সহিত এই আমাদিগের নূতন পরিচয়, অভিবাদন করি। নব পরিচিত ব্যক্তির আদ্যোপান্ত না দেখিয়া

একেবারে বীতশ্রদ্ধ হওয়া সদাশয়ের অকর্ত্তব্য; দেখুন, নব পরিচিতের অনুরোধপরতন্ত্র হইয়া ধৈর্য্য সহকারে দেখুন—আমাদের উচ্চাশালতা অঙ্কুরিত হইয়াই নষ্ট হয় কি না।

(দুরাশা বলে—নব নব কাব্যে, নব নব নাটকে, নূতন নূতন প্রবন্ধে ও নবোপাখ্যানে আপনাদের মনোরঞ্জন করি, অধুনা মাসান্তে দিবসের এক দণ্ড পরিমিত কাল আপনাদিগের সহিত সাক্ষাত করি. কিন্তু সে আশা কি ফলবতী হইবে?)—কে জানে—আপনাদের কৃপাকটাক্ষপাতই সেই আশা-লতার জীবন স্বরূপ, পত্রিকার পাঠক কৃপাব্যতীত আর কি উপায় আছে?

সংবাদপত্রাপেক্ষা কেবল সাহিত্য প্রভৃতির পত্রিকা লিখিতে হইলে অধিক লিপিপটু ও কৃতবিদ্য হওয়া আবশ্যক, আমরা কি তাহার যোগ্যপাত্র? আমাদের মন এখনও তত দূর নির্লর্জ্জ হয় নাই, যে দুরাশার বা অহঙ্কারের বশে উপযুক্ত পাত্র বলিতে স্বীকৃত হইবে। কিন্তু এ নিশ্চয় জানি ভক্তিদত্ত নির্গন্ধি বা সুগন্ধি কুসুম উভয়ই দেবতার সমান গ্রহণীয়। আমাদের এই কাব্যকুসুমও পাঠক মহোদয়দিগের নিকট ভক্তিদত্ত, তাহাতেই যদি বিরক্ত না হয়েন।

ভবতিঃ বিজ্ঞতম ক্রমশো জনঃ—লোকে যেমন ক্রমশঃ বিজ্ঞতম হয়েন, দৃঢ়াধ্যবসায়সম্পন্ন ব্যক্তিও তেমতি ক্রমশঃ স্বকার্য্যে কথঞ্চিত পটুতা দেখাইতে পারেন। যখন যে পত্রিকার জন্ম হয় তখন যে তাহা উন্নতি সোপানে আরোহণ করিবে, কি অচিরস্থায়ী হইবে তাহা কে বিবেচনা করিতে পারে? যে পত্রিকা উন্নতি সোপান অধিরোহণ করিয়াছে, তাহার সম্পাদকেরা আমাদের অপেক্ষা অনেকাংশে বিদ্যা বুদ্ধি সম্পন্ন বটেন, কিন্তু তাঁহারাও নিশঙ্ক হৃদয়ে কখনই জনসমাজে দর্শন দেন নাই, ঐকান্তিকতা ও পাঠকবর্গের অনুকম্পাই তাঁহাদের উন্নতি লাভের মুখ্য কারণ। আমরাও যত্ন করিতে অণুমাত্র ত্রুটি করিব না, দেখি শেষে না হয় "যত্নে কৃতে যদি ন সিদ্ধতি কোঽত্র দোষঃ"—এই বচনে নির্ভর করিব।

যে কাঁচরাপাড়া মৃত মহাত্মা ঈশ্বর চন্দ্র গুপ্তের গর্ভধারিণী, তাহার সন্তানদিগকে এরূপ দেখিলে অনেকে দুঃখিত হইতে পারেন বটে, কিন্তু ইহা নিশ্চয় জানিবেন এক উদ্যানস্থ সকল বৃক্ষ সমান হয় না। তবে সেই

বৃক্ষের ফল পরিপক্ক হইতে দেওয়া উচিত, অগ্রেই ঘৃণা করা সহৃদয় মাত্রেরই নিতান্ত নিতী বিরুদ্ধ। আপনারা যদি আমাদের কদর্য্য রচনায় হর্ষিত না হয়েন, তবে এই নবপরিচিতের অনুরোধে মাসান্তে অবকাশ সময়ে এক দণ্ড কাল পাঠ করিয়া হাস্য করিবেন সেও আমাদের পরম লাভ; আমাদের তাহাতে দুঃখ নাই, কোন কবি বলিয়াছেন—

"ব্যঙ্গ করি যদি কেহ লজ্জাহীন বলে,
না হয় মিশিব আমি তাহাদের দলে।"

এই আমাদের অবতরণিকা—এই আমাদের প্রার্থনা।

পরিশেষে আমাদের অগ্রজ সম্পাদক মহাশয়দিগের নিকট প্রার্থনা, তাঁহারা যেন কনিষ্ঠ বলিয়া স্নেহ করেন, কনিষ্ঠের যাহাতে উন্নতি হয় তদ্বিষয়ে সাধু প্রকৃতি মাত্রেরই যত্নবান্ হওয়া কর্ত্তব্য।

কুসুমিকা।

প্রণয়ে কি না হয়?

প্রথম পরিচ্ছেদ।

সংবাদ——এই কি আমার শেষ প্রণয়?

কল্পনাময়ী প্রাচীন কবি-লেখনীই অধুনা বঙ্গ কবিকুলের প্রধান সহচারিণী। দেশাচার প্রথার কুসংস্কারে আবদ্ধ ও সাহসহীন বঙ্গ সন্তানগণ আর যে প্রকৃতির বিমলছবি সন্দর্শন করিয়া তাহা চিত্র করিতে যত্নবান্ হইবে সে আশা নাই। পাঠক মহাশয়! কখন নিলোর্ম্মিমালি জলধি বেষ্ঠিত নানা ক্ষুদ্র ও বৃহৎ বৃক্ষ বিরাজিত দ্বীপ সন্দর্শন করিয়াছেন? যদ্যপি আপনি বঙ্গ সন্তান হন, যদ্যপি আপনি হিন্দু ধর্ম্ম রক্ষায় যত্নবান্ থাকেন, তবে সে দর্শন আপনার পক্ষে একান্ত দুর্লভ। কিন্তু নব বস্তু সন্দর্শন লিপ্সু-মনের নিয়তই তাহা দেখিতে ইচ্ছা হয়।

আসুন পাঠক, আমাদের সঙ্গে আসুন, একবার ভূমধ্য সাগরের দ্বিপপুঞ্জের নিকট লইয়া যাই! কৈ পাঠক, আপনি যে তাহাতে নিরুত্তর হইয়া রহিলেন? সমুদ্র যাত্রায় জাতিপাতাশঙ্কা আপনাকে নিবারণ করিতেছে? আর আপনার সে আশঙ্কা নাই, আপনার দলে অনেক লোক হইবে, আর কিছু দিন পরে আপনারই দল পুষ্ট হইবে। ঐ দেখুন, ভূমধ্য সাগরের দ্বিপপুঞ্জের মধ্যে ইথাকা দ্বিপটী কি রমণীয়! নিবিড় নীল নীরদ নিভ উত্তাল তরঙ্গ সুশোভিত লবণাম্বু রাশি পরিখার ন্যায় চতুর্দ্দিক বেষ্টন করিয়া রহিয়াছে, সমুদ্র তট বালুময়, স্থানে স্থানে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বৃক্ষ, সূর্য্যদেবও অস্ত শিখরের অন্তরাল হইতে স্বকর দ্বারা পাদপের নিকট বিদায় গ্রহণ করিতেছেন। প্রদোষ উপস্থিত; ঝাঁকে ঝাঁকে পক্ষিগণ স্বস্বনীড়ে প্রত্যাবর্ত্তন হইতেছে; বাসন্তি সমীরণ সন্ধ্যাকুসুমের সৌরভ অপহরণ করিয়া যেন ভয়প্রযুক্ত ধীরে ধীরে সঞ্চরণ করিতেছে। চৈত্র মাস গত প্রায়। পাঠক মহাশয়! এ সময়ে আপনার কি ঐ ক্ষুদ্র পর্ব্বতটির অধিত্যকায় পরিভ্রমণ করিতে অভিলাষ হয়? দেখুন কি মনোহর ও রমণীয় স্থান, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রস্রবণের স্বচ্ছ-স্ফটিক-সন্নিভ জল বায়ুযোগে ঈষৎ কম্পিত হইতেছে, অষ্টমীর অষ্ট কলা চন্দ্রমা পূর্ব্বদিকে উদয় হইয়া সূর্য্যদেবের ভীষণ কর শ্রবণে যেন দয়াদ্র হইয়া প্রজাকুলের রক্ষণোদ্দেশে অমৃতকণা বিতরণ করিতেছেন। বায়ু সহযোগ-কম্পিত পল্লব তরুগণ যেন তাঁহাকেই অভিবাদন করিতেছে। এখানে পুত্র-শোক-সন্তপ্তা রমণীর হৃদয়ও সুস্থির হয়। পাঠক মহাশয়, আপনি যদি ভাবুক হয়েন তবে আপনার এই এক ভ্রমণের স্থল; আপনি যদি চিররোগী হয়েন, তবে এই আপনার স্বাস্থ্য রক্ষার স্থান; আপনি যদি প্রকৃতির শোভা সন্দর্শন লিপ্সু হয়েন, তবে এই আপনার নয়নানন্দপ্রদ বস্তু। ঐ শুনুন পর্ব্বত গুহাভ্যন্তরস্থ পশুর ভয়ঙ্কর শব্দ শ্রবণ গোচর হইতেছে। কেন পাঠক আপনার মুখ মলিন হইল? অস্ফুট গদগদস্বরে কি বলিতেছেন? "আমি বন্য পশু বিরাজিত রমণীয় দ্বিপে যাইব না, দুরন্ত প্রাণের ভয় আমাকে বারণ করিতেছে"। বঙ্গ সন্তান হইলে এই আপনার মনের ভাব; আমরা তো এক খনির বটে, আমাদের নিকট আর কতক্ষণ গোপন রাখিবেন? হা মাতঃ বীর প্রসূ রত্ন-ভূমি! আপনার কি বীর প্রসবতা শক্তি একেবারে অন্তহৃত হইয়াছে? আর কি কখন আমরা সাহসের মুখ দেখিব? আর

কি কখন আমরা সমর ক্ষেত্রে অসি ধারণ করিয়া স্বাধীনতা-রত্ন রক্ষা করিব।

পাঠক মহাশয়! আপনার মনের ভাব বুঝিয়াছি, এখন আর কাজ নাই, আসুন একবার দ্বিপটির চতুর্দ্দিকে পরিভ্রমণ করি। আপনার ভয় নাই, ও হিংস্র পশুর স্বর নয়, গৃহ-পালিত ভয়ানক কুক্কুরগণ ধ্বনি করিতেছে, শৈলের প্রতিধ্বনিতেই গম্ভীর মেঘ গর্জ্জনবৎ। এ দ্বিপটি জনপরিপূর্ণ। উপত্যকার মধ্যে একটী শিল্প রাজি বিরাজিত প্রস্তর বিনির্ম্মিত হর্ম্ম; চারিদিকে সঅস্ত্রে সৈন্যগণ সতর্কতার সহিত প্রহরীর কার্য্য সম্পাদন করিতেছে; আগ্নেয়াস্ত্র সকল চতুর্দ্দিকে সুসজ্জিত। অতি ভয়ানক স্থান, হঠাৎ কাহার সাধ্য প্রবেশ করে! প্রথম দ্বার পার হইলে সম্মুখের সোপান দ্বারা দ্বিতলে যাও যায়, তথায় একটী সুসজ্জিত গৃহে গবাক্ষের সন্নিকটে গজদন্ত বিনির্ম্মিত এক খানি আসনে একটী যুবাপুরুষ হস্তস্থিত যষ্ঠি চিবুকে অর্পণ করিয়া উপবিষ্ট আছেন, মধ্যদেশ হইতে রত্ন বিনির্ম্মিত কোষাচ্ছাদিত অসি ভূতল স্পর্শ করিতেছে।

যুবক! কি ভাবিতেছেন?—কে জানে বীর পুরুষের জয়ই এক মাত্র চিন্তার বস্তু! ইহারও কি সেই চিন্তা? তাহাই বা কেমন করিয়া বলি? ইহার তো মনে কোন স্থানেই অজয়ের সম্ভাবনা নাই? ঐ দেখুন পাঠক, মুখে নিরশ্বাস চিহ্ন প্রকাশমান! শুনুন অস্ফুট গদগদ স্বরে কি বলিতেছেন— "মন" তুমি এতো ভাবিতেছ কেন? আমি কি চিরকালই প্রিয়ার আন্তরিক কষ্টের কারণ হইব? আমায় কি চিরকালই অসি হস্তে করিয়া সমর ক্ষেত্রে পরিভ্রমণ করিতে হইবে?"

হঠাৎ সম্মুখের দ্বার খুলিল। একজন সমরবেশধারী অপেক্ষাকৃত উন্নতি-পদাভিষিক্ত চিহ্ন-ভূষিত যুবা পুরুষ গৃহাভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়া আসনস্থ যুবককে অভিবাদন করিলেন।

"সংবাদ কি?" এই প্রশ্নটী গম্ভীর শব্দে উচ্চারিত হইল আগন্তুক উত্তর করিলেন— "গ্রীক দেশীয় দূতের নিকট হইতে কতক গুলিন পত্র পাওয়া গিয়াছে, তাহার দ্বারা সুপষ্ট অনুমতি হয়, আমাদের সম্পদ বা বিপদ অতি নিকট, যাহাই হউক, পত্রে যাহা লিখিত আছে সকলই নিবেদন করিতেছি"।

আসনস্থ যুবকের মুখে অল্প ক্রোধের চিহ্ন প্রকাশিত হইল, তিনি সগম্ভীরে বলিলেন—আর নয়, নিস্তব্ধ হও—পত্র—আগন্তুক কুণ্ঠিত ভাবে তাঁহাকে কতকগুলিন পত্র প্রদান করিলেন। যুবক পত্র পাঠ সম্পন্ন করিয়া যেন কিছু উদ্বিগ্নচেতা হইলেন, কিন্তু তাঁহার স্বভাবসিদ্ধ গুণে আগন্তুক তাহা অণুমাত্র উপলব্ধি করিতে পারিলেন না! তাঁহার চিবুক পুনরায় যষ্ঠির উপর স্থাপিত হইল, কিন্তু পরক্ষণেই এক খানি পত্র লিখিয়া আগন্তুককে কহিলেন—"সমর কোথায়"? "আজ্ঞা, তরীতেই আছেন।" এই উত্তর পাইয়া আগন্তুকের করে লিখিত পত্র খানি সমর্পণ করিয়া বলিলেন—"এই পত্র খানি সমর সিংহের হস্তে দিবে, ও তোমরা স্বস্ব কার্য্যে নিযুক্ত থাকগে, আমি অদ্য রাত্রেই যাত্রা করিব, আদেশমত সময়ের মধ্যে যেন সকল উদ্যোগ করা থাকে।" আগন্তুক—"আপনিও যাইবেন?" "হাঁ আমি অদ্য রাত্রেই যাত্রা করিব, আমার যুদ্ধ সজ্জা প্রস্তুত রেখ, তোমরা যথা সময়ে বংশি-ধ্বনি করিও, আর আমার অস্ত্রগুলি পরিস্কার করিতে অনুমতি করিও, দেখ যেন যাত্রা কালীন সময়সূচক শব্দ করা হয়—" যুবকের মুখ হইতে এই কয়েকটী কথা নিঃসৃত হইল। আগন্তুক আরো কিছু জিজ্ঞাসা করিতে ইচ্ছুক ছিলেন, কিন্তু যুবকের মুখভঙ্গি সন্দর্শনে—"যথা অনুমতি" এই কথা বলিয়াই নতশিরে বিদায় গ্রহণ করিলেন।

যুবক অতি গম্ভীর প্রকৃতির লোক ছিলেন, ও তাঁহার অভিপ্রায় ফলে প্রকাশ পাইত। তাঁহার দলস্থ দুর্দ্দমনীয় লোক ও তাঁহার নামে ভয়ে কম্পিত হইত।

পাঠক মহাশয়! ইহাঁর পরিচয় জানিতে কি আপনার অভিলাষ হয়? এক এক জনের প্রকৃতি পরের সহিত আলাপ করিতে বাসনা করে, এক এক জন পরের সহিত আলাপ করিতে অনিচ্ছুক। আপনি যদি দ্বিতীয় প্রকৃতির লোক হয়েন, তবে আপনার পরিচয় জানিবার অভিলাষ নাও হইতে পারে; কিন্তু এই আখ্যায়িকার সহিত যাহার প্রথমাবধি শেষ পর্য্যন্ত সম্বন্ধ তাহার পরিচয় জানা অতি কর্ত্তব্য, তাঁহার পরিচয় না জানিলে আমাদের সকল পরিশ্রম বৃথা।

পুর্ব্বকালে ইথাকা দ্বিপে রাজপুত্র জাতীয় কতকগুলি বীরের আবাস ছিল, ইনি তাহাদিগের অধীশ্বর। মহারাষ্ট্রীয়দিগের উপদ্রবে যেমত এককালে অনেক স্থান উত্তপ্ত হইয়াছিল, তৎকালে ইহাদিগের উৎপাতেও

অনেক স্থান উচ্ছন্ন যায়। সে সময়ে এমত এক দিনও ছিল না, যে ইহাদিগের দ্বারা কোন না কোন দেশ ব্যতিব্যস্ত না হইত। ইনি সমর-দক্ষতায় শিবাজীর সদৃশ লোক ছিলেন। এরূপ পুরুষের কি রূপ আকার হয় অনেকেই অনুমান করিতে পারেন বটে; কিন্তু এক এক বীরপুরুষের অবয়ব নিতান্ত শান্ত চিহ্ন শূন্য, ইহাঁর সে রূপ ছিল না। ইহার গঠন নাতি-দীর্ঘ নাতি-খর্ব্ব; বর্ণ গোলাপফুলের সদৃশ বটে, কিন্তু কপোলদেশ নিরন্তর রৌদ্র তাপে ঈষৎ কৃষ্ণাভায় বিভূষিত। তাঁহার মুখের আকৃতি ক্ষণে ক্ষণে বিভিন্ন ভাব ধারণ করিত। কখন অহঙ্কারের, কখন ক্রোধের, কখন চিন্তার, কখন বা প্রেমের চিহ্ন উপলব্ধি হইত। তিনি অধীনদিগের নিকট এমনি তেজীয়ান্ ছিলেন, যে তাঁহার মুখের দিকে কেহই দৃষ্টিপাত করিতে পারিত না। তাঁহার দৃষ্টি উজ্জ্বল ও সমুন্নত, নয়ন সুদীর্ঘ, আরক্ত ও সমবিন্যস্ত পক্ষরাজি সুশোভিত। ভ্রূদ্বয় চক্ষুর নিরতিশয় শোভা ব্যঞ্জক, নাসিকা দেখিলে বোধ হয় তদ্দ্বারাই মুখের এত শোভা! কর্ণ বীরবালায় ভূষিত। মস্তকে উষ্ণীষ, তাহাতে এক খণ্ড প্রশস্ত, উজ্জ্বল ও বহুমূল্য হীরক সংস্থাপিত ও এক ছড়া গজমতি দ্বারা বেষ্টিত। বীরোচিত বহুমূল্য সজ্জা তাঁহার শরীরকে আচ্ছাদন করিয়াছিল। অবয়ব অধিক স্থূলও ছিল না, অধিক কৃশও ছিল না, কিন্তু কোন স্থানের অস্থি দেখা যায় না। ত্বক্ অকুঞ্চিত, কিন্তু উদরের ত্বক্ কথঞ্চিৎ লোল থাকায় তিনটি বলি ও নিরন্তর চিন্তাসক্ত হেতু চক্ষু কোণস্থ চর্ম্ম কথঞ্চিৎ কুঞ্চিত ছিল। বাহুদ্বয় আজানুলম্বিত নয় বটে, কিন্তু অপেক্ষাকৃত দীর্ঘ আর দুই অঙ্গুলি দীর্ঘ হইলে জানুস্পর্শ করিত। উরু সুগোল; ইহা বলিলেই যথেষ্ঠ হইবে কোন অঙ্গ কোন অঙ্গকে পরাজয় করিতে পারে নাই। ইহার নাম রণজয় সিংহ; বয়স ৩০।৩১ বৎসর।

যুবক সেই এক ভাবেই উপবেশন করিয়া আছেন, হঠাৎ গবাক্ষে দৃষ্টিপাত করিলেন; দেখিলেন—তাঁহার আজ্ঞাবাহক অনুচর দ্রুতপদ অশ্বারোহণে দৃষ্টিপথ অতিক্রম করিল। তিনি পুনর্ব্বার পত্র কয়েকখানির আদ্যোপান্ত পাঠ করিয়া অধোবদন হইয়া সেই যষ্ঠির উপর চিবুক অর্পণ করিয়া পূর্ব্বভাব ধারণ করিলেন।

তাঁহার মুখে বিস্ময়, ভয়, সাহস, চিন্তা, ক্রোধ ও দুঃখ ক্রমান্বয়ে ক্রীড়া

করিতে লাগিল। "এ পত্র কি যথার্থ বাদী—হইতেও পারে, আমার কি দুঃসাহস! হঠাৎ শত্রু মধ্যে অল্প সংখ্যক সৈন্য লইয়া উপস্থিত হইব!" ক্রমশঃ সবিচ্ছেদে এই কয়েকটি কথা উচ্চারণ করিলেন। আবার এক ভাব; মুখে সাহঙ্কার সাহসের চিহ্ন বর্ত্তমান। সগম্ভীরে অস্ফুটস্বরে কি বলিতে লাগিলেন—সেই স্বর ক্রমশঃ উচ্চভাব ধারণ করিল। "আমিতো চিরকাল বাঞ্ছা করি—অল্প সৈন্য লইয়া বহু সংখ্যক শত্রুর সহিত সমরে প্রবৃত্ত হইব, তাহাতো কতবার করিয়া জয়লাভও করিয়াছি, আমার কি ক্ষণ-বিনশ্বর দেহের নাশাশঙ্কা? না—আমার অনুচরবর্গ কি বিদেশে প্রাণত্যাগ করিবে? তাহারা কি প্রভু বিহীন হইয়া পলাইতেও সমর্থ হইবে না?—এতো অমঙ্গল চিন্তাই বা করি কেন?—যে যুক্তি স্থির করিয়াছি, তাহাতে তো অচিরাৎ জয়ের সম্ভাবনা।"

পাঠক মহাশয়! একবার যুবকের মুখাবলোকন করুন; তাঁহার হৃদয়তন্ত্রী কাঁপিতেছে, মুখে নিরাশ্বাস চিহ্ন প্রকাশমান। চক্ষু আক্রন্দনোন্মুখ। একি ভাব,—আপনি কি বুঝিয়াছেন? যদি আপনি সেই দুঃখে কখন নিমগ্ন হইয়া থাকেন, যদি আপনি সে ভাবের ভাবুক হয়েন, তবেই যুবকের মনের ভাব সহজে বুঝিতে পারিবেন। এতো সাহসী পুরুষের কেবল সমর চিন্তার ভাব নয়। যদি কখন আপনি প্রাণ প্রতিমা সহধর্ম্মিণীকে দেশে রাখিয়া বিদেশে কর্ম্ম করিতে গিয়া থাকেন, যদি কখন তাঁহার সহবাসেচ্ছায় বহুকাল পরে আসিয়া প্রভুর ত্বরিত আহ্বান বার্ত্তা পাইয়া থাকেন, তবেই এ ভাবের ভাবুক হইবেন।

"আমি কি সমর চিন্তায় এতো কাতর? না—প্রিয়তমার মুখের কমনীয় কান্তিই আমার ক্লেশের কারণ। মন!—সমুদ্র যাত্রাপেক্ষা প্রিয়ার সহবাসই কি তোমার অভিমত? আমি অনুচরবর্গের রক্ষা নিমিত্ত যত্নবান্ হইব না?—অবশ্যই হইব। কিন্তু প্রিয়ার নিকট বিদায় লইয়া আসা উচিত, হয় তো এই বিদায়ই আমার শেষ বিদায়। মনে ছিল—এক্ষণে স্বয়ং সমুদ্র যাত্রা না করিয়া কিছু দিন প্রিয়ার অভিলষিত কার্য্য সম্পন্ন করিব। সময় এক্ষণে তাহার প্রতিবন্ধক। আর অধিক বিলম্ব করা উচিত নয়, একবার প্রিয়ার নিকটে যাই।"

যুবক উঠিলেন, ও স্বীয় কক্ষস্থ তরবারির প্রতি লক্ষ করিয়া কহিলেন—

" অসি !—তুমিই আমারপরম মিত্র—তুমিই আমার পরম শত্রু—যদি আমি তোমার বশীভূত না,হইতাম, তবে কি একষ্ট ভোগ করিতে হইত ? প্রেয়সী এক্ষণে কি ভাবিতেছেন ?—কে জানে ?—হয় তো আমার আগমন বার্ত্তা শ্রবণে নিরতিশয় আহ্লাদিতা আছেন। না—তাঁহার ও আমার এক মন। তিনিও আমার ন্যায় অস্থির "। আর অপেক্ষা করিলেন না, গৃহের দ্বার অতিক্রম করিলেন। শেষে এই কথাটি শুনা গেল— " এই কি আমার শেষ প্রণয় ?"

ক্রমশঃ।

কাঁচরাপাড়া।

কাঁচরাপাড়া একটি প্রসিদ্ধ গণ্ড গ্রাম,বাসস্থানের যাহা থাকিতে হয় তাহার কিছুই অভাব ছিল না, স্রোতস্বতী গঙ্গা কটিদেশে মেখলার ন্যায় শোভা পাইতেন, প্রসিদ্ধ প্রাচীন চিকৎসকগণের আকর, পণ্ডিত শ্রেষ্ঠ নিমচাঁদ শীরোমনি প্রভৃতির গর্ভধারিণী, কবিবর ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের জন্মভূমি, কিন্তু হায়।—

"চক্রবৎ পরিবর্ত্তন্তে দুঃখানিচ সুখানিচ।"

কালক্রমে আমাদের জন্ম ভূমির কি শোচনীয় দশাই উপস্থিত। যে পল্লী এক কালে স্বাস্থ্য রক্ষার প্রধান স্থান বলিয়া গণনীয় ছিল এখন তাহা দুরন্ত জ্বরে নরশূন্য প্রায় হইয়া উঠিয়াছে। চারিদিকে ভয়াল বন, হিংস্র শস্যনাশক বন্য শূকর দেশ অধিকার করিয়াছে, দস্যু ও তস্করের সংখ্যা দিন দিন বৃদ্ধি হইতেছে, সুসন্তান সকল দেশ পরিত্যাগ করিয়া স্থানান্তরে বাস করিতেছেন, আবার সময় গুণে যাঁহারা কৃতবিদ্য অর্থোপার্জ্জন ক্ষম হন, যাঁহাদের দ্বারা পুনঃ উন্নতির সম্ভাবনা, তাঁহারাই জন্ম ভূমির মায়ায় চির বিসর্জন দিতেছেন।

যে অনৈক্যতা ভারতবর্ষকে পরাধীনতা শৃঙ্খলে বদ্ধ করিয়াছে, সেই অনৈক্যতাই আমাদের দেশের অধঃপাতের কারণ। পরশ্রী কাতরতা, অহঙ্কার ও পিসুনতা প্রভৃতির দ্বারা সকলের মন কলুষিত, সুতরাং সুখ গ্রাম হইতে একেবারে অন্তর্হিত হইয়াছে। আবার সময়ে সকলি ঘটে। ভাগিরথীও স্বসখীর মায়ায় বিসর্জ্জন দিয়া বহুদূরে অবস্থিতি করিতেছেন,চিকিৎসকের মধ্যে যাঁহারা

প্রসিদ্ধ, তাঁহারা প্রায়ই অন্যত্রে বাস করেন, যাঁহারা কবিত্ব শক্তিতে কথঞ্চিত ভূষিত, তাঁহারা উৎসাহ সলিলাভাবে মলিন হইয়া আছেন। অধিক কি যে কাঁচরাপাড়া এককালে কাঞ্চনপল্লী নাম ধারণ করিয়া তদর্থেয় স্বার্থকতা সম্পাদন করিয়াছিল, সেই কাঁচরাপাড়া একেবারে স্বনাম হারাইয়াছে ; কিন্তু এখনও কাঁচরাপাড়া রত্ন শূন্য হয় নাই, এখনও ইঁহার এক এক সন্তান বঙ্গ মুখোজ্জ্বলকারী, কেবল অনৈক্যতা ও জন্মভূমির প্রতি হিংসানিবন্ধন ইহা আর যে কখন উন্নতি সোপানে আরোহণ করিবে অনুভব হয় না।

" জননী জন্মভূমিশ্চ সর্গাদপি গরীয়সী " এই কবিতার আর অধুনা গৌরব নাই। কত ব্যক্তি স্বীয় জননীর নিরন্তর অশ্রু পতনের কারণ হইতেছেন, জন্মভূমির প্রতি কিছু মাত্র স্নেহ নাই, দেশের হিতসাধনে যত্ন নাই, বরং পরশ্রীতে কাতরই দেখিতে পাওয়া যায়।

হে ভ্রাতঃ কাঁচরাপাড়া বাসিগণ! একবার স্বজন্ম ভূমির দুরবস্থা দর্শন করিয়া আমাদের সহিত বিলাপ করুন, দুরাচারিণী অনৈক্যতার হস্ত হইতে রক্ষা লাভ করুন, ভ্রাতৃভাব শব্দের রস গ্রহণ করুন, দেখুন ভ্রাতৃভাব পরিণামে কত সুখকর বস্তু হইয়া উঠে ; এই ভ্রাতৃভাব বিরাজমান্ থাকাতেই আমাদের মাতৃ ভূমির এতো উন্নতি হইয়াছিল। আপনারা যদি অনৈক্যতাকে দূর করেন, তবে তৎসহায় পরশ্রীকাতরতা, অহঙ্কার প্রভৃতি আপনা আপনিই পলায়ন করিবে।

পরিমিত ব্যয়।

আমাদের দেশের যতই কাল গত হইতেছে, ততই কৃতবিদ্যের ও পরিমিত ব্যয়ীর সংখ্যা বৃদ্ধি হইতেছে। পূর্ব্বকালের কত অপরিমিত ব্যয়েয় কথাই শুনা যায়,—কেহ কুকুরের বিবাহে টাকার শ্রাদ্ধ করিয়াছেন, কেহ গাত্র বস্ত্র পর্য্যন্ত দান করিয়া নিজে ফকির হইয়াছেন, কেহ অসংখ্য মুদ্রা ব্যয় করিয়া ইন্দ্রিয় সুখ সাধন করিয়াছেন, কেহ প্রতি বৎসর পূজার সময় দাতৃত্বের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিয়া পৈত্রিক ধন পর্য্যন্ত নষ্ট করিয়াছেন, এখন কি আর সে সকল অপরিমিত ব্যয় আছে ?

কাহাকে পরিমিত কাহাকেই বা অপরিমিত বলে, তাহার বিচার করা কঠিন। সামান্যতঃ সাধ্যাতীত ব্যয়ের নামই অপরিমিত ব্যয়। কিন্তু গর্হিত

কার্য্যে এক পয়সা ব্যয়কেও লোকে অপরিমিত ব্যয় বলিয়া থাকে। ইন্দ্রিয় সুখ সাধনার্থ ব্যয় প্রভৃতি কতকগুলি কার্য্য সাধারণতঃ গর্হিত কার্য্য বলিয়া উক্ত আছে। আর আজ কাল হিন্দুধর্ম্মের বিপর্য্যয়ের হেতু, কলির মাহাত্ম্যেই হউক কিম্বা যে কোন কারণেই হউক, শ্রাদ্ধ পূজা প্রভৃতির ব্যয়কেও অনেকে গর্হিত ব্যয় বলিয়া থাকেন। এই সংস্কার দিন দিন বর্দ্ধিত হওয়ায় প্রতি-বৎসরই পূজার সংখ্যার ন্যূনতা দৃষ্টিগোচর হইতেছে।

আমাদের মতে কতকগুলি ব্যয় কখনই নিন্দনীয় নহে। তামসিক ব্যয় কতক মন্দ বটে, কিন্তু সাত্ত্বিক ব্যয় কখনই গর্হিত নয়। দান সকল শাস্ত্রেই কর্ত্তব্য বলিয়া উক্ত আছে। আপন উদর পুরণ কে না করিয়া থাকে? পশু পক্ষীতেও আপন২ উদর পূর্ণ করে, কিন্তু ধন থাকিতে যে না ব্যয় করে সে কখনই মনুষ্য পদ বাচ্যের যোগ্য নহে।

কালে কালে কতই দৃষ্টি গোচর হইবে; সে দিন এক জন ধনির মুখে শুনিলাম এক পয়সায় বৃথা একখানি সংবাদপত্র ক্রয় করিয়া কি হইবে, সে পয়সায় বাজার খরচ করিলে কার্য্য হইতে পারে; ইহার নাম কি পরিমিত ব্যয়?

জানকী হরণ কাব্য * ।

"পবিত্র মত্রাতনুতে জগদ্ যুগে, শ্রুতা রসক্ষালণ এব যৎ কথা।
কথং নসামদ্গির মা বিলামপি, স্বসেবিনীমেব পবিত্রয়িষ্যতি।"

প্রথম সর্গ।

মহামুনি আদি কবি বাল্মীকি যতনে,
রচিলেন যাহা হায় জানকী হরণে!
তাহা রচিবারে আজি আমার মনন।
আশা যথা বিধু আশে উদ্বাহু বামন।
যদ্যপি সাধন আশা না হয় যতনে,
তাহে দুঃখ নাহি গণে কভু নরগণে!
যদি উপহাসে জনে তাহে কিবা ভয়,
দিগম্বর মহেশের স্তব মধ্যে হয়।

---

* আগামীতে পয়ার দুই কলমে মুদ্রিত হইবে।

সুচারু কবিতা ভবে দুর্ল্লভ রতন,
তাহা রচিবারে শক্তি লভে সাধু জন;
আমি মূঢ় না বুঝিয়া ধরেছি লেখনী,
আপনারে এসংসারে লজ্জাহীন গণি।
অভ্যাসেতে বিদ্যাদেবী প্রসন্না নিয়ত, *
সেই বাক্যে মম এই দীর্ঘ আশা যত,
ক্রমশঃ উন্নতি লোক পারে লভিবারে,
এই মধু চক্র তাই মন রচিবারে।
ভরসা আছয়ে মনে পূর্ব্ব কবি চয়,
বিরচিত কবিতা-কুসুম রসময়;
মধুমক্ষিকার বৃত্তি করিয়া ধারণ,
তাহা হতে নানা রস করিব চয়ন।
তাই নমি কবি গুরু বাল্মীকি চরণে,
বৃদ্ধ মুনি আদি কবি বিখ্যাত ভুবনে;
তাঁর পদ রজঃ মম মস্তক ভূষণ,
যাঁর রামায়ণ যশঃ ব্যাপিত ভুবন।
আর যত কবিকুল কে করে গণনা,
সৃষ্টি কর্ত্তা রূপে তাঁরা এক এক জনা,
যাঁহার প্রসাদে, সেই মাতা সরস্বতী,
বন্দিতে মানসে এবে করিনু যুকতি।
যাঁর কৃপাকণা বলে শ্রীহর্ষ ভারবি,
মাঘ কালিদাস আদি খ্যাত মহা কবি,
মৃত হয়ে যশো বলে সজীব পৃথ্বীতে,
সর্ব্বহর কাল যারে না পারে নাশিতে।
মাতঃ অনুমানি তব হেরি ও বরণ,
নিস্কলঙ্ক বিধু লাজে ধরিল চরণ,
নখ সহ তুলনায় মানিলেক হার,
তাই স্বর্গে আদেশিলা বাস ভূমি তার।

---

* "বিদ্যামভ্যসনেনৈব প্রসাদয়তি মহতি।"

মহত নিকটে জানি করিলে বিনয়,
অবশ্যই তার আশু উচ্চ পদ হয়,
ভগবান নিকটেতে বলি দৈত্যপতি,
বিনয়ে লভিল দ্বারী শ্রীপতি যেমতি।
তব রূপ বর্ণিবারে কি মম শকতি।
নাহি দোষ তাহে তুমি বাম মম প্রতি।
তব কৃপা গুণে মম যদি পূরে আশ,
তবে জানি সন্তানেরে করুণা প্রকাশ।
সন্তানেরে তব স্নেহ সমান কেমন,
জানিবারে মম নব পরীক্ষা এখন,
এই আশা যদি নাই হইবে পূরণ,
দয়াময়ী নাম তব অনৃত বচন,
যেই ভাবে রত্নাকর কালিদাসোপরে,
তব কৃপা দৃষ্টি পড়ে ছিল দয়া ভরে,
সেই কৃপা দৃষ্টি কণা মাগে মূঢ় জন,
না দিলে হইবে তব কলঙ্ক রটন।
কহিবে জগতে সবে কৃপাহীনা বাণী,
রত্নাকর কালি দাসে কৃপা বৃথা মানি,
ক্ষুদ্র কাব্য রচিবারে করিল মনন,
স্মরিল মাতারে নাহি হইল পূরণ।

বল মাতঃ! দুষ্ট-বুদ্ধি-মন্থরা বচনে,
কৈকেয়ী ছলিয়া-যবে স্ত্রীবশ রাজনে,
সলক্ষ্মণ সীতা রামে পাঠাইলা বন,
সুমন্ত্র রথেতে লয়ে করিলা গমন।
রাখিয়া বিজন বনে নৃপের আদেশে,
সুধীর সারথি যবে নৃপে তাহা ভাষে,
শুনিয়া কি করিলেন দশরথ রাজ?
এই স্থলে দেহ সেই করুণার সাজ।

একেতো অযোদ্ধ্যাপুরি অপরূপ শোভা,
সুচারু কারু রচিত জন মন-লোভা,
তাহে নানা সাজে আজি করিয়া সাজন,
কেন বল নাহি হয় মানস রঞ্জন?
ওই যে কৌষেয় ধ্বজ রতনে খচিত,
বায়ু যোগে উড়িতেছে পুরী-চারিভিত,
কেন আজি ওই শোভা নয়নে হেরিয়া।
প্রজাকুল কাঁন্দিতেছে নৃপেরে নিন্দিয়া?
মঙ্গলের সাজ যত অমঙ্গলময়,
চাহিলে তাহার দিকে হয় দুখোদয়,
সন্নিপাত বিকারীর সুস্নিগ্ধ শরীর,
হেরিলে যেমত মাত্র চক্ষে বহে নীর।
আর নাহি অযোদ্ধা-বাসীর সেই ভাব,
সকলে স্মরিছে চারু শ্রীরাম স্বভাব,
সুজনের গুণে বদ্ধ জগত যে হয়,
এভাব ভাবিলে তাহা হইবে নিশ্চয়।
অযোধ্যা নগরবাসী মলিন বদন,
নিরব অচল সবে সজল নয়ন,
আর্ত্তনাদে ক্ষণে ক্ষণে ধিক্ নৃপে ধিক্,
এই ভবে কেবা পাপী ইঁহার অধিক।
রঘুবংশ ভুজঙ্গিনী কৈকেয়ী দুর্ম্মতি,
বিনা দোষে রামে করে এতেক দুর্গতি।
হেন নারী বশ নৃপ নাহি বিবেচনা,
মুগ্ধ বৃদ্ধকালে হেরি তরুণ যৌবনা।
হা রাম লক্ষ্মণ সীতে! অবরোধে ধ্বনি,
করে যত পুরবাসী পিকধ্বনি ধ্বনী,
হায়রে শুনিলে সেই করুণ বচন!
কাহার উপল মন করে না রোদন?

ভীষণ আরবি পুনঃ হইল রোদনে,
সবে বলে এল রথ রামে দিয়া বনে,
আরেরে নৃশংস নৃপ ধিক্ তোর প্রাণে,
রঘুবর রামে বনে দিলা কোন জ্ঞানে।
হইলেও দোষি পুত্র বন বিসর্জ্জন,
কখন করিতে নারে সাধু নরগণ,
স্ত্রী-বশ দুর্ম্মতি নৃপ নির্দ্দোষ সন্তানে,
দিলা বন, রাজ নীতি কিছু নাহি মানে।
সুমন্ত্র সারথি যবে রামে দিয়া বন,
নগরে প্রবেশে ধীরে লইয়া স্যন্দন,
যুগল নয়নে বারি ঝরে অবিরত,
সুদীর্ঘ নিঃশ্বাস বহে, ভূমে শীর নত।
নৃপ হর্ম্মদ্বারে রথ আইল ক্রমশঃ,
নামিতে সারথি অঙ্গ হইল অবশ,
মূর্চ্ছিত হইয়া ভূমে পড়েন তখন,
ব্যস্ত ভাবে ধায় যত দ্বারবানগণ।
মুখেতে করিল সবে সলিল সিঞ্চন,
জ্ঞান লাভ করি চলে সারথি তখন,
প্রবেশিতে অবরোধে যত পরিজন,
হাহাকার করি সবে করিল রোদন,
হা রাম লক্ষ্মণ সীতে এই মাত্র ধ্বনি!
সবে বলে পাপী মধ্যে নৃপে শ্রেষ্ঠগণি।
কৌশল্যা মহিষী যেন পাগলিনী মত,
সজল নয়নে চাহে যেন চিত্রগত।
সুমন্ত্র রামেরে বল রাখিলে কোথায়?
কোন্ প্রাণে ভাসাইলা সলিলে আমায়,
স্ত্রী-বশ নৃপতি আজ্ঞা করিতে পালন,
নারীবধ ভয় নাহি করিলে গণন?

ক্রমশঃ।

কাঁচরাপাড়া প্রকাশিকা।

মাসিক পত্রিকা।

"নির্ম্মৎসরাঃ সুকৃতিনঃ খলু যে বিবিচ্য, কর্ণে গুণস্য কণমপ্যবতংসয়ন্তি।
যেষাং মনো ন রমতে পরদোষবাদে, তে কেচিদেব বিরলা ভুবি সঞ্চরন্তি॥"

১ম খণ্ড। | ১২৮০ সাল পৌষ। | ২য় সংখ্যা।

কুসুমিকা।

প্রণয়ে কি না হয়।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

তবে ——বিদায়!

প্রণয় সকলের প্রতিই সমান অধিকার করিতে পারে। রণজয়ী সমরশীল পুরুষও প্রণয়ের বশীভূত। যিনি প্রণয়ী, তিনিই প্রণয়ের যথার্থ মর্ম্ম অবগত আছেন। আমাদের প্রধান নায়ক রণজয় সিংহও সেই প্রণয়ের বশীভূত; সৈনিক পুরুষের হৃদয় পাষাণ হইতে কঠিন হইলেও প্রণয় কালীন নবনীত-বৎ কোমল ভাব ধারণ করে। রণজয় সিংহ পূর্ব্ব গৃহ হইতে নির্গত হই-লেন। দ্বারে দ্বারপালগন নত মস্তকে দণ্ডায়মান হইল। একটী সুসর্জ্জিত অশ্বে আরোহণ করিয়া ক্রমশঃ পশ্চিমদিকের প্রশস্ত পথ দিয়া যাইতে লাগি-লেন। যদিচ পার্ব্বতীয় পথ সকল অসম, কিন্তু এ পথটি সে রূপ নহে; ইহা প্রশস্ত, পরিস্কৃত ও দ্বিপার্শ্বে পল্লববিশিষ্ট বৃক্ষপংক্তি বিরাজিত ও ক্রমশঃ অপেক্ষাকৃত উচ্চ, অনতিদুরেই একটী সুদৃশ্য হর্ম্ম, সেটি পূর্ব্বটির অপেক্ষা সুন্দর এবং পূর্ব্বের ন্যায় প্রহরি বেষ্টিত। চারিদিকে কুসুমতরু সুশোভিত উপবন। স্থানটি অতি রমণীয়! বাটীটি যত নিকটবর্ত্তী হইল, রণজয়ের মুখ

ততই ম্লানভাবাপন্ন হইতে লাগিল। ক্রমশঃ অশ্ব দ্বারদেশে উপস্থিত হইলে যুবক লম্ফ প্রদান করিয়া নিম্নে অবরোহন করিলেন; দ্বারস্থ সকলে সসম্ভ্রমে উঠিয়া অভিবাদন করিল, যুবক প্রথম প্রশস্ত প্রকোষ্ঠ পার হইয়া দ্বিতীয় প্রকোষ্ঠে পদার্পণ করিলেই একটি করুণারসোদ্দীপক বামা-গীত শুনিয়া দাঁড়াইলেন, বোধ হয় তাঁহার গতিরোধ হইল। গীতটি ক্রমশঃ তাঁহার নিশ্বাসের প্রবলতা ও নয়নের সজলতা সম্পাদন করিল। তিনি ক্ষণেক অচলের ন্যায় থাকিয়া সেই সুললিত গীতকারিণী রমণীর গৃহে প্রবেশ করিলেন। কামিনী বহুমূল্য শয্যা-ব্যাপ্ত আসনে উপবেশন করিয়া রহিয়াছেন,—কপোলে ন্যস্ত হস্ত!—বোধ হইতেছিল যেন শোক, দুঃখ ও চিন্তা তাঁহাকে এক কালে আশ্রয় করিয়াছে! যদিও রমণীর চক্ষু অনবরত অশ্রুপাতে অল্প ফুলিয়াছে, আরক্তিম বদন কলুষিত; কিন্তু ইহাতে কি তাঁহার মুখের কমনীয় কান্তির হ্রাস হইয়াছে?

সকল গ্রন্থকর্ত্তাই নায়ক নায়িকা বর্ণনে স্বলেখনীকে পরিশ্রান্ত ও মস্তিষ্কের আলোড়ন করেন; কিন্তু আমরা কি তাঁহাদিগের প্রদর্শিত পথ অতিক্রম করিব?—কখনই নহে!—তবে আমাদিগের মস্তিষ্ক সঞ্চালন করিতে হইবে না, কারণ নায়িকা স্বভাব-সুন্দরী!!!

"ভিন্নরুচির্হিলোকঃ"—সকলেরই রুচি ভিন্ন ভিন্ন। কিন্তু সকল গ্রন্থকর্ত্তাই স্বনায়িকাকে জগতমনোহারিণী করিবার চেষ্টা পান, তাহাতে কৃতকার্য্য হন কি না হন, তাহা উক্ত কবিতাংশে প্রকাশ পাইতেছে, সুতরাং আমাদিগের নায়িকার মন্দ গঠন ভাঙ্গিয়া ভাল করিতে চাহি না, যাথার্থ্যের প্রতিই লক্ষ্য!—তাহাতে যাহার মনোহারিণী হন বা না হন!

রমণীটির বর্ণ দুধে-আল্তার ন্যায়, কিন্তু সকল স্থল এক রূপ নয়—কপোল, করতল, পদতল, ও অধরোষ্ঠ প্রভৃতিই তাহার প্রমাণ। ইহা সামান্য দৃষ্টিতেই অনুমিত হইবে, তাঁহার সর্ব্বাঙ্গাপেক্ষা কপোল প্রভৃতিতে অলক্তকের অংশ অনেক অধিক। দ্বিকপোলে কতকগুলি কুন্তল অযত্নে সংস্থাপিত। নয়ন আকর্ণ নয় বটে, কিন্তু আমাদের দেশে স্ত্রীলোকেরা যাহাকে "পটোলচেরা" বলিয়া প্রশংসা করে তদপেক্ষা অনেক প্রশস্ত; নয়নের অভ্যন্তরস্থ শিরা সমুহ আরক্ত বর্ণ, পক্ষ্মরাজি সমবিন্যস্ত ও কৃষ্ণবর্ণ, ভ্রুদ্বয় অতি প্রশংসনীয়—ধনুরসোদর, কিন্তু মধ্যস্থল মিলিত নয়, দৃষ্টি সরলতা ব্যঞ্জক, নাসিকা বিলক্ষণ টিকল বলিলেই বর্ণনের শেষ হয়, কিন্তু এক এক 'টিকল নাকে' যে রূপ গাইট

থাকে ইহাতে তাহা নাই; দন্ত পংক্তি মুক্তার অনুকরণ, কিন্তু পরস্পর সমান, গজমতির অনুকরণ, সামান্য মুক্তাপেক্ষা অনেক বড়; ওষ্ঠাধর নব সহকার পত্রের ন্যায়, বোধ হয় সততই হাসিতেছেন, সর্ব্ব শরীরে ঘোর চিন্তা ও দুঃখ চিহ্ন প্রকাশ পাইলেও ওষ্ঠাধর বিকসিত কোকনদের ন্যায় নয়ন প্রীতিপ্রদ; কুন্তল কৃষ্ণবর্ণ ও সুদীর্ঘ, কবরী বন্ধনে কয়েকটি স্বর্ণ পুষ্প, তাতেই কত শোভা। সকল কাব্যকারেই সুন্দরী রমণীকে সুদীর্ঘ বলেন, কিন্তু আমাদিগের নায়িকা সে রূপ নন, স্থূলাঙ্গীও নন, গঠন অস্থিমাংস জড়িত সুগোল, সুকোমল, প্রায় কোন স্থানেরই অস্থি দেখা যায় না। ইহাকে যদি ক্ষীণাঙ্গী বলেন, বলুন; কিন্তু লতার সঙ্গে উপমা দিবেন না। তবে "কুচভরানমিতাঙ্গী" বটে। অস্মদ্দেশীয় স্ত্রীবৃন্দে যাহাকে "থোড় থোড়" গঠন বলে, তাই এই। কটিদেশ অতি ক্ষীণাঙ্গীর ন্যায়, কিন্তু নিতম্ব দেখিলে সেটি ভ্রান্তি বোধ হয়; হস্ত পদ যথার্থ সুডৌল; নাম—কুসুমিকা; বয়স ২০।২১ বৎসর, কিন্তু দেখিতে ষোড়শী অপেক্ষাও ন্যূন বয়স্কা।

রণজয় তাঁহার পশ্চাদ্ভাগে খট্টার নিকট দাঁড়াইলেন; কিন্তু এ পর্য্যন্ত যুবতীর লক্ষ্য নাই। তিনি পুনরায় একটি গীত গাইলেন, এবার স্বর কিছু অস্পষ্ট, শোক-জড়িত, চির-দুঃখ ব্যঞ্জক। যুবক ক্রমশঃ তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত, তথাপি লক্ষ্য নাই। "প্রিয়ে"!—এই সম্বোধনে কুসুমিকার চৈতন্য হইল। তিনি উঠিলেন ও চক্ষু হইতে জলধারা নির্গত হইতে লাগিল।

রণজয় কহিলেন—"প্রিয়ে, কাঁদিতেছ?—তোমার গীতগুলি অতিশয় দুঃখসূচক"। "নাথ"—কুসুমিকার রসনা আর বলিতে পারিল না। ক্ষণেক পরে রণজয়ের মুখে দৃষ্টি-নিক্ষেপ করিয়া একটী সুদীর্ঘ নিঃশ্বাস ত্যাগ করিলেন। পুনরায় জড়িত স্বরে বলিলেন "নাথ,—তোমার বিরহে আমার হর্ষ কোথায়? তুমি কি বিবেচনা কর আমি সুখী? কেবল গীতে আমার আন্তরিক ভাব প্রকাশ পায়, নচেৎ আমি ধৈর্য্যাবরণে আবরিত হইয়া দুঃখ গোপন করি, আপনি নিশ্চয় জানিবেন, আমার চিরদগ্ধ অন্তরে দুঃখের দীপ নিরন্তর জ্বলিতেছে, আপনি কি শান্তি কি পদার্থ জানিবেন না? দেখুন—আপনার এখানে কোন অভাব নাই, অনায়াসে লৌকিক সুখে কাল যাপন করিতে পারেন, তবে কেন নিরন্তর যুদ্ধে নিযুক্ত থাকেন? স্বাধীনতা রত্ন রক্ষা করিতে সযত্ন হওয়া বীরপুরুষের কর্ত্তব্য বটে, কিন্তু বৃথা যুদ্ধে লিপ্ত থাকিয়া

পৃথিবীকে নর-শোণিতে সিক্ত করা কখনই কর্ত্তব্য নয়? নাথ,—আমি আপনাকে উপদেশ দিতেছি না, আমার অন্তর এত দিনের পর চিরসহচর ধৈর্য্যকে পরিত্যাগ করিয়াছে, তাই আমার আজ শেষ নিবেদন। আমার যেমন কপাল! আপনি আন্তরিক ভালবাসিলেও অসহ্য বিরহ-যন্ত্রণা ভোগ করিতে হইতেছে। যিনি আমার নয়নের অন্তর হইলে কষ্টের সীমা থাকে না, যিনি ব্যতীত আমার অন্য আশ্রয় নাই, তিনি নিরন্তর যুদ্ধ-বিগ্রহে রত! আপনার হৃদয় পাষাণাপেক্ষাও কঠিন! কিন্তু আর যে এই অবলা আপনার বিরহ-যন্ত্রণা সহ্য করিবে ইহা একবারও মনে করিবেন না। নাথ'!—রণজয় আর বলিতে দিলেন না, তিনি মুখাকৃতির বিভিন্ন ভাব, চক্ষুর বহির্গমোন্মুখ জল কতক গোপন করিয়া অপেক্ষাকৃত অপরিস্ফুট স্বরে বলিলেন,—"প্রিয়ে, ইহা নিশ্চয় জেন আমার অন্তর যেমন শত্রুবর্গের কাতরোক্তি-বিমিশ্রিত পরিত্রাণ প্রার্থনায় অধিকতর নিষ্ঠুরতা প্রকাশ করে, তেমনি তোমার মলিন বদন দেখিলেই ব্যথিত হয়। ইহা নিশ্চয় জেন তোমার বিরহে আমার অন্তরে এক নিমেষও সুখোদয় হয় না, আমি কি আমার বশীভূত?—কিন্তু এখন বোধ হইতেছে তোমায় বিচ্ছেদ-ক্লেশ আর অধিক দিন সহ্য করিতে হইবে না, তুমি সাহস অবলম্বন কর, আমি এক্ষণে কিছু দিনের জন্য বিদায় লইব।"

পিড়ীত অপত্যের সমাচার-প্রাপ্তা ব্যাকুলহৃদয়া রমণী পুত্র নিধন সম্বাদে যেমন স্তম্ভিত হয়েন, আমাদের কুসুমিকাও সেই বিদায় সংবাদে সেই রূপ হইলেন। তাঁহার মুখমণ্ডলে যে একটু উজ্জ্বলতা লক্ষিত হইয়াছিল তাহা অন্তর্হিত হইল, দেহ থরথর কাঁপিয়া উঠিল, স্বীয় প্রাণেশ্বর হস্ত গ্রহণ করিলে, বাষ্পাকুলবিস্ফারিত-লোচনে রণজয়ের মুখে দৃষ্টিপাত করিলেন, এবং সাতিশয় কষ্টে অস্ফুট গদ্‌গদ স্বরে বলিলেন,—"আমি পূর্ব্বেই বুঝিয়াছি!" রণজয় তাঁহাকে স্বীয় ক্রোড়দেশে বসাইলেন, কুসুমিকার অবশা রসনা পুনরায় বলিতে লাগিল;—"আমার কপাল অতি মন্দ, আমার সুখের-স্বপ্ন দুঃখে শেষ হয়।" তাঁহার নয়ন অজস্র অশ্রু বর্ষণ করিতে লাগিল, কণ্ঠবাষ্প বেগে বদ্ধ হইল ও অনেক কষ্টে বলিলেন,—"আচ্ছা, এখনো যুদ্ধতরি সুসজ্জিত হয় নাই, ক্ষণকাল বিশ্রাম করুন, আমি জন্মের মত কিছু বলিয়া লই।"

"প্রিয়ে, আমায় সাহ্লাদে বিদায় দেও!" তুমি ভীতা হইও না, ইহারা প্রবল শত্রু নহে, আমি ত্বরায় তোমার প্রণয়রত্ন ভোগ করিব। ঐ শুন, যুদ্ধযাত্রার সময়সূচক শব্দ হইতেছে, তোমাকে এক্ষণে একাকিনী থাকিতে হইবে না, তোমার স্বামী নিকটে থাকিবে না বটে, কিন্তু নিরন্তর অনুচরবর্গ তোমাকে রক্ষা করিবে, তোমার ভগ্নী, বাৎসল্য-ভাগিনী-চপলা অনবরত নিকটে থাকিবে, আর তোমার সহচরিগণ ভিন্ন কতকগুলি বৃদ্ধা রমণী রাখিয়া যাইব, যাহারা নিরন্তর নব নব উপন্যাসে তোমার মনোরঞ্জন করিবে। প্রিয়ে! আমি আর অধিক বিলম্ব করিতে পারি না।" কুসুমিকা কর-লতায় জীবনবল্লভের গলদেশ বন্ধন করিয়া অনবরত অশ্রু বর্ষণ করিতে লাগিলেন। তাঁহার জড়স্বভাব-প্রাপ্তা রসনা মধ্যে মধ্যে অস্পষ্ট কি শব্দ করিল কেহই বুঝিতে পারিল না।

পাঠক মহাশয়! দেখুন বীরপুরুষের হৃদয়ও প্রণয়ে দ্রবিভূত হয়। বোধ হয় রণজয় সিংহ আর যুদ্ধে যাইতে পারিলেন না, রণজয় কুসুমিকার মুখে মুখ দিয়া আছেন, কুসুমিকার সকল শরীর অবশ, রণজয়েরও শরীর কতক অবসন্ন! হঠাৎ কামানের শব্দ হইল, এশব্দে অমরসিংহ সমুদ্র-যান হইতে রণজয় সিংহের আদেশমত সময় জানাইলেন,—পুনরায় বংশীধ্বনি! রণজয় চমকাইয়া উঠিলেন! তিনি যে কি করিতেছেন এতক্ষণে তাঁহার জ্ঞান হইল। কুসুমিকাকে চুম্বন করিয়া দৃঢ়বাহু দ্বারা আলিঙ্গন করিলেন। "হৃদয়েশ্বরি! এতো অধৈর্য্য হইও না, বিদায় দাও!" কুসুমিকার বাক্য হৃত হইয়াছে, তাহা মুখ চিহ্নে স্পষ্ট প্রতীয়মান হইল, তিনি কিছু বলিতে ইচ্ছুক, কিন্তু সামর্থ হীন। তাঁহার আলুলায়িত কেশগুচ্ছ রণজয়ের হস্তে স্থাপিত। হঠাৎ বোধ হয়, প্রাণ বায়ু বহির্গত হইয়াছে, কিন্তু অল্পনিশ্বাসেও নয়ন বারিধারায় সে সন্দেহ দূরবর্ত্তী। পুনরায় রণতরীতে ভীষণ আগ্নেয়াস্ত্র-ধ্বনি হইল। রণজয় আর অপেক্ষা করিতে পারিলেন না, তিনি পুনঃ পুনঃ আলিঙ্গন করিয়া সেই খট্টায় কুসুমিকাকে শয়ন করাইলেন, একবার তাঁহার মুখাকৃতি দেখিলেন, এবং মনে করিলেন, এই আমার শেষ দেখা!—ক্রমশঃ তাঁহার স্কন্ধ-স্থাপিত কুসুমিকার অবশ হস্ত অপসারণ করিলেন। পুনরায় যুদ্ধ-পোতের ধ্বনি হইল। রণজয় অস্থির হৃদয়ে প্রেয়সীর মুখচুম্বন করিয়া বাষ্প-সেকে তাঁহার নয়ন জল বৃদ্ধি ও কপোল কলঙ্কিত করিয়া অস্ফুট গদগদস্বরে "তবে—বিদায়" এই বলিয়া প্রস্থান করিলেন।

উচিত বটে নাটক ।

পুরুষ ।	স্ত্রী ।
সুরেশ চট্টোপাধ্যায়—মহেশের প্রথম জামাতা ।	উজ্জ্বলা—সুরেশের মাতা ।
মথুরানাথ চক্রবর্ত্তী—মহেশের দ্বিতীয় জামাতা ।	গোলাপমোহিনী—মহেশের কন্যা ।
মহেশচন্দ্র ঠাকুর——উভয়ের শ্বশুর ।	প্রতিবাসিনী প্রভৃতি ।
গদাধর ঘোষাল——ঘটক ।	
রামচন্দ্র দে, হরিনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, মেজেষ্টার, মোক্তার প্রভৃতি । — মহেশের প্রতিবাসী ।	

প্রথম অঙ্ক ।

প্রথম গর্ভাঙ্ক ।

হরিহরপুর । মহেশের বাটীর চণ্ডী মণ্ডপ ।

মহেশ আসীন ।

মহেশ । (স্বগত) আমার আর কি বিয়া হবে ? বয়স প্রায় পঞ্চাশ বৎসর উত্তীর্ণ হয়েছে ! কে আর এদেখে বিয়া দেবে, এমন সংসারটা একেবারে গেল ! একটা মেয়ে, তারতো স্বামী মরেছে কি বেঁচে আছে তাও জানি না ! এই এবার চল্লিশ বিঘা আমনের চাষ করেছি, তাতো কিছুই জন্মায়নি, ৫০০ শত টাকা যে পণ দি, তারতো সঙ্গতি দেখি না, মেয়েটাকে অল্প বয়সে ২০০শ টাকায় বিক্রয় করেছিলাম, তাই এক মুঠা খেতে পাই ! হা !—অদৃষ্ট !—যাদের টাকা আছে, তাদের কেন দশটা স্ত্রী মরুক না, নিত্যি নূতন বিয়া কর্ব্বে । তাই যদি আর একটা মেয়ে থাকতো, তবু বিয়াটা হবার সম্ভব !

(গদাধর ঘোষালের প্রবেশ) (দেখিয়া)

মহেশ । তা দাদা,আমার এক ভয়, গাঁর লোকে কি বল্‌বে ?

গদা । তাতে আর কি ? কতলোকের ঘরে কত কায হচ্চে, এই যে ব্রাহ্ম হয়ে লোকে সাত জেতের সঙ্গে আহার ব্যবহার করে তরে যাচ্চে ।

মহেশ । দাদা তুমি বল্লেই হয়—দেখ দেখিন, যদি এমত সুযোগ হয়, তবে একটী ব্রাহ্মণের ঘর বজায় থাকে, তাতে কিছু বাটা লাগ্‌লো হানি কি ?

গদা । তার আর কি, আজই আমি ভবাণীপুরের পাত্রিটির সঙ্গে বিয়া দিতে পারি, কিন্তু কিছু বাটা চাই, যাহক তোমার যদিও বয়স তত হয় নাই, কিন্তু দেখ্‌তে বেশী বয়স বোধ হয় কি না ।

মহেশ । দাদা রোগে শোকে তো প্রায় বুড়র মতই হয়েছি ! তা আমি একশ টাকা পর্য্যন্ত খরচ কর্ত্তে পারি ?

গদা । তবে আমি আজই যাই,—না, এখন তো ভাই খরচের সুবিধা দেখ্‌ছি না, বিশেষ আমার আবার কালকের চাউল নাই, তার যোগাড় কর্ত্তে হবে !

মহেশ । তার ভাবনা কি, আমি রাহা খরচ দেব এখন, আর মরাই থেকে কিছু ধান লয়ে গেলেই হবে ! বলি কি, আপ্‌নি স্নান আহার করে এইখান দিয়ে যাবেন, রাহা খরচ দেব এখন, আর মতির মাকে বল্লেবন্, যেন একটা ধামা করে কিছু ধান লয়ে যায় ।

গদা । সেই ভাল—

(তৈল ও গমচা হস্তে গোলাপ মোহিনীর প্রবেশ ও রাখিয়া)

গোলাপ । বাবা বেলা হয়েছে, নাইতে যাও ।

মহেশ । এই যাই,— (উভয়ের তৈল মাখিতে মাখিতে)

মহেশ । একথা যেন প্রকাশ না হয়, গ্রামের আমি কারো মন্দকারী নহি, কিন্তু অনেকেই আমার মন্দকারী ।

গদা । তা আর বল্‌তে হবে কেন ? যত দিন কর্ম্ম সমাধা না হচ্চে, কাকেও জান্‌তে পার্ব্বেনা, কিন্তু তারা তো এক দিন । (প্রস্থান ।)

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক ।

হরিহর পুর ।

মহেশের বাটীর চণ্ডিমণ্ডপ ।

মহেশ আসীন ।

মহেশ । কেও দাদা !—এস ।

গদা । ভাই ! কি ভা বছো !—ভাব্‌বারও কথা,—গৃহশুন্য—

মহেশ। আর দাদা—আমার মরণ হইলেই বাঁচি! এই দুঃখ, বংশটা গেল।

গদা। তা ভাই! আজ কালকার যে বাজার, পাঁচ শত টাকার কমে তো একটী মেয়ে মেলে না। তা তোমার যে অবস্থা তাতে যে আর বিয়াও হয় সুবিধা দেখি না। যদি একটী মেয়ে থাক্‌তো, তবু একটা যোগাড় হত। সে দিন আমি ঐ ভবানীপুরে গিয়াছিলাম, একটী দিব্বি সুন্দরী মেয়ে দেখ্‌লেম; বয়সও প্রায় ১০।১১ হবে, তার একটী ভাই আছে, তার সঙ্গে পরিবর্ত্ত করে সম্বন্ধ কর্ব্বার চেষ্টা কর্চ্চে, আমায়ও বল্লে। তা ভাই,—যদি তোমারি একটী মেয়ে থাক্‌তো তবু চেষ্টা কর্ত্তাম। (গোলাপ মোহিনীর প্রবেশ।)

গোলাপ। বাবা! বেলা হয়েছে, নাইতে যাবেনা?—আমি মাচের ঝোল করেছি,—ভাতের তোল কে নামাবে?

মহেশ। মা!—যাচ্চি,—একটু তেল আর আমার গামছাখানা এনে দেও!

(গোলাপের প্রস্থান।)

গদা। মহেশ, গোলাপের স্বামীর কোন সংবাদ পাও?

মহেশ। না—এই ছবৎসর আর কোন খবর নাই।

গদা। বাটীতেও লেখেনা?

মহেশ। না? তার মা কেবল আছে। বছর দুই হল একবার সন্ধান নিয়াছিলাম—কোন খবর লেখে নাই। আমার বোধ হয় সুরেশ বাঁচে নাই।

গদা। তাই বোধ হয় আচ্ছা বলি, এক কর্ম্ম কল্লে হয় না, গোলাপের তো সেই কবে বিয়ে হয়েছে, কেউ জানে না, আর সে তো তল্লাসও করে না, ওর সঙ্গে পরিবর্ত্ত করে বিবাহ কল্লে হয় না?

মহেশ। বিধবার বিয়াও তো শাস্ত্রে আছে, আর টাকা লয়ে কন্যা সম্প্রদান কল্লে সে বিয়াও মিথ্যা!

গদা। তা হলে কিন্তু আমি এখনি পারি এক শত টাকা আর ব্যয় কল্লিলেই এ কায সিদ্ধ হয়। দেখ্‌তে আস্‌বে। তা বলি কি আমি সঙ্গে করে লয়ে আস্‌ব?

মহেশ। তা আপনি সন্ধ্যা করে আন্‌বেন, অন্য কেউ না টের পায়! মেয়েটিকে বল্‌ব তোমাদের বাড়ি যায়।

গদা। তা যা হয় হবে। এখন চল, স্নানে যাই, তোমার আবার সকাল সকাল খাওয়া চাই। (প্রস্থান।) (ক্রমশঃ)

বড় দিন।

আজ কাল সহরে এত ধুম কেন?—সুরাব্যবসায়ীরা আহ্লাদে আটখানা! "হোটেলওয়ালারা" ব্যতিব্যস্ত!—চারিদিক হইতে মোহিনীকলার আমদানী! আবার কি দুর্গোৎসব?—নতুবা ভারতের সকল স্থানে আহ্লাদের ঢেউ কেন! একি!—পৌষমাসে দুর্গোৎসব?—কালের গতিক নাকি? হতে ও পারে! এখনকার সবই বিপরীত! যাঁরা জাতিভেদ কিছুমাত্র মানেন না, অনায়াসে অভক্ষ্য ভোজন করেন—তাঁহারাই তো হিন্দুদলের চূড়ামণি? না না,—আরে আমাদের ভ্রান্তি! এযে বড় দিন, প্রভু যিশুখ্রীষ্টের জন্ম দিন!—তাই দেখ না সহরের ইংরেজ পল্লী নানা শোভায় শোভিত!—কৈ—আমাদের শ্রীকৃষ্ণের জন্মদিনে তো এত ধুম হয় না? দু একটা বিধবা মাগী কেবল উপোস করে মরে, দু একটা বৈষ্ণব হরিদ্রার গোলা লয়ে আমোদ করে!—এতো ভাল—খালি খাও—উপোস নাই, কোন উৎপাত নাই! তবে এতে বাঙ্গালির উৎসব কেন?—এখন কি আর সহরের বড় মানুষরা হিন্দু আছেন,—কত মজা! বাগানে যাবেন! বেশ্যার বাজার মার্গ কর্ব্বেন!—ফচ্‌কে ছোঁড়াদের তো আরো আমোদ—কমলার রসে মুখমিষ্ট, ছুরছাই-সুতার কর্ব্বে, সুরেশ্বরীর পূজা কর্ব্বে—সেটী বুঝি ওর অঙ্গ!

আচ্ছা—এখনো হিন্দুরমণীরা অনেকেই তো অভক্ষ্য ভোজন করেন না, খ্রীষ্টকে মানেন না, তাঁদের এতে আমোদ কেন? উত্তর—ওহে আমরা যে পরাধীন, ইংলণ্ডীয়দিগের ক্রীত দাস! আমাদের এই একটী অবকাশের দিন, আজকাল সরস্বতী পূজাতেও কলম চালাতে হয়—তবে কি না, এটিতে অবকাশ পাবার বিলক্ষণ সম্ভাবনা। স্বামী বাটী আসিবেন সেই আহ্লাদে রমণীরা সুখে ভাসুছে। কেহ বা সন্তানের মুখ দেখ্‌বেন, স্বদেশে গমন কর্ব্বেন, স্বরমণীর প্রণয়রত্ন উপভোগ কর্ব্বেন, বন্ধুকুলের সহিত সাক্ষাত কর্ব্বেন, মাতার স্নেহগর্ভ বচন শুন্‌বেন বলে আহ্লাদে মত্ত হচ্চেন। রেলওয়ে আমাদের মনিব বল্লেও হয়, অধম তারণ বল্লেও হয়; যে বালক লেখা পড়াকে বাঘ জ্ঞান করে, পিতা মাতার অবাধ্য—তাঁহারাই রেলওয়ের বাবু হন; তাঁদের মধ্যে যাঁরা রেলওয়ের আফিসে

কর্ম্ম করেন, তাঁদের এতে আহ্লাদ কেন? না-একবার সাহেবের গুঁতোর-হাত এড়াবেন! আর যাঁরা আড্ডায় থাকেন তাঁদের চিরকালই সমান। বিধাতা ষেটেরা পূজার দিন তাঁদের কপালে "হতভাগা" অক্ষর কয়েকটী যেন স্পষ্টাক্ষরে লিখে দিয়েছেন। তাঁদের মধ্যে আবার যাঁদের কপালে ঐ কয়েকটী অক্ষর বৃহদক্ষরে লিখিত, তাঁহারা যা কিছু পান বেশ্যার শ্রীচরণে আর সুরেশ্বরীর পূজাতেই ব্যয় করেন। বাটীতে চালে খড় নাই, জননী অন্নের জন্য লালায়িত, (যদি থাকে) পতিপ্রাণা সরলা অহর্নিশি অশ্রুবর্ষণ করিতেছে, কিন্তু তাঁদের আমোদের সীমা নাই—মস্তবাবু! কথা নবাবের মত! আমাদের জন্মাষ্টমীতে যেমন নেড়ানেড়ীদের আমোদ গড়ায় এতেও তেমনি ফিরিঙ্গি বাবু,—না—ফিরিঙ্গি সাহেবদের বড় আমোদ! কলার শ্রাদ্ধ কর্ব্বেন, কমলা লেবুর খোলায় দেশ আচ্ছন্ন কর্ব্বেন, লম্ফে ঝম্ফে পৃথিবীকে সরার ন্যায় দেখ্‌বেন! বলি—আমাদের বিষ্ণুঠাকুর কি বুড় হয়েছেন?—তিনি কি কানে কম শুন্‌তে পান?—পৃথিবীর রোদন শোনেন না কেন?—এখনো কি কল্কী অবতারের বিলম্ব আছে?

ভারত মাতা।

আমাদের রত্নগর্ভা ভারতভূমির সহিত অন্য ভূমির তুলনা করিতে গেলে অনেকে অনেক কথা বলিতে পারেন। এখন অনেকেই ভারতভূমিকে আপনাদিগের জন্মস্থান বলিতে লজ্জিত হন,—যদি ইংলণ্ড অর্থ-ব্যয়সাধ্য সুদূর পথ না হইত, তবে আমরা প্রত্যহই ইংরাজি-বিদ্যাভিজ্ঞ শত শত ব্যক্তিকে ভারত-ত্যাগী দেখিতে পাইতাম। কেবল যে বিলাত যাইলে বিদ্যোপার্জ্জন হয়, তাঁহাদিগের তাহা অভিপ্রায় নহে। তাঁহারা এই ভারত মাতার প্রতি চির-কুপিত হইয়া আর এখানে বাস করিতে ইচ্ছুক নহেন।—কেন?—ইহার উত্তর—ভারতের অন্তিমকাল উপস্থিত!

এক কালে সকল জাতির অন্তঃকরণে ভারতভূমি রত্নগর্ভা বলিয়া চির-বিশ্বাস ছিল, তজ্জন্যই ভিন্ন ভূমিস্থ সকলের ভারত লাভেচ্ছা প্রবল হইয়া উঠিত, কিন্তু ভারত সন্তানদিগের অসাধারণ বীরত্ব ও বুদ্ধি কৌশল শ্রবণে কম্পমান্ হইত। এখনও কি ভারতের রত্নময়ী নাম গিয়াছে? সে নাম কখনই যাইবার নহে, ভিন্নদেশ বাসীরা তাহা বিলক্ষণ অবগত আছেন, তবে ভারত মাতার সহিত

অন্য ভূমির তুলনায় কাহার উৎকর্ষতা হয়? এ প্রশ্নোত্তর প্রদানে লেখনী কম্পিত হইতেছে, কারণ—আমরা আমাদের অন্তরস্থ সকল সদ্‌গুণকে ভারত হইতে নিঃসারিত করিয়া দিয়া তৎপরিবর্ত্তে দেশের অধঃপাতের কারণ-সমষ্টিকে গ্রহণ করিয়াছি। বীরতা শব্দই এই ভারত হইতে অন্তর্হিত হইয়াছে; তৎপরিবর্ত্তে ভীরুতা রাক্ষসী ভারতবাসীর অন্তরকে মায়াজালে আচ্ছন্ন করিয়া রাখিয়াছে। যে পরাধীনতা শ্রবণে ভারতবাসীরা ক্রোধে অধীর হইত, তাহাই এক্ষণে অলঙ্কাররূপে গ্রহণ করিতেছে। মাতৃভূমিমাত্রেরই উন্নতি সন্তান দ্বারা সঙ্ঘটিত হয়, সেই সন্তানদিগের দুরাবস্থা, ভারত আর কতকাল স্বগৌরব রক্ষা করিবেন?—সুতরাং ভারতের অন্তিমকাল উপস্থিত!

কেন গো ভারত মাতা করিছ রোদন?
কি অভাব হইয়াছে তোমার এখন?
কোন্ কালে ছিল তব এসব বিভব?
তার বার্ত্তাবহ বাষ্পরথ মনোযব।
যন্ত্রোদ্ধৃত স্বচ্ছজল কিবা স্বাস্থ্য কর,
যাহে ব্যাধিহীন হল সুচারু সহর।
অপরূপ আলো দেখ পথে পথে কত,
ধনীর গৃহেতে শোভে সূর্য্যকান্ত মত।
ইহাতে তোমার কি গো না উঠিল মন,
বৃদ্ধ কালে সুখ আশা এত কি কারণ?
সন্তানের সুখ দেখি হর্ষ যুক্ত নও,
কি কারণে অহর্নিশ কাঁদিতেছ কও?

ওরে বাছা হীন বুদ্ধি অবোধ সন্তান!
কি দেখিয়া কর তুমি মম সুখ জ্ঞান?
সুসন্তানগণে এবে হয়ে আমি হারা,
নিরবধি বহিতেছে নেত্রে নীর ধারা।
কোথায় অর্জ্জুন বীর হৃদয় রতন,
কোথায় প্রবীর ভীষ্ম শান্তনু নন্দন।
কোথায় সে রঘুরাজ বীর চূড়ামণি,
এক ছত্রে যেই মোরে পালিল আপনি।
কোথা ক্ষত্র সুতচয় আমার রক্ষক,
সপত্নী-সন্তান-কুল-দর্প-সংহারক।
আর কে আমারে বল করিবে রক্ষণ?
বৃদ্ধ কালে মান ধর্ম্ম দিনু বিসর্জ্জন!

আমার সন্তান-যশে পুরিত জগত,
কে জানে যে শেষ দশা হইবে এমত।
স্বাধীনতা-রত্ন মম করিল হরণ,
যত্নে রক্ষা না করিল কুসন্তানগণ।
বাহ্য শোভা হেরি কর আনন্দ অবোধ,
জাননা গিয়েছে সুখ এজন্মের সোধ।
স্বপত্নী সন্তানগণ করিছে পালন,
অহর্নিশি করিতেছে মোরে জ্বালাতন।
আমার সকল ধন করিল হরণ,
দুখেতে ভাসিছে সদা আমার নয়ন।
তবু ওরে নরাধম না দেখ কখন,
বৃদ্ধ কালে মানধর্ম্ম দিনু বিসর্জ্জন!
'কোহিনুর' পুত্র যবে হল দ্বীপান্তর,
কত যে কাঁদিল-বাছা বিদরি অন্তর।
জন্মের মতন যবে লইল বিদায়,
কত যে কাঁদিল দুখে ধরি মম পায়।

তারা তো [illegible]রে যথা চোরের মতন,
পাড়া মুখে করিলেনা কভুরে বারণ।
আমার যে পুত্র ছিল কত বীরবর,
বিশ্বাস নাহয় হেরি তোদের অন্তর।
আর্য্য বলি খ্যাত ছিল যাহার সন্তান,
'দাসত্ব" তাহারা এবে সদা ভাবে মান।
অধীনতা অলঙ্কার করিলি ভূষণ;
বৃদ্ধ কালে মান ধর্ম্ম দিনু বিসর্জ্জন!
যত্ন করি ভৃত্য হব সদা ভাব মনে,
কি কায তোদের তবে বিদ্যাউপার্জ্জনে,
চির প্রচলিত ধর্ম্ম করিয়া হেলন,
চত্রভৃত্য হব বলি বিলাত গমন।
কেন হাস তাহা আমি বুঝিতে না পারি,
আমার গর্ভেতে কেন হেন দুরাচারী।
কি পাপ করিনু আমি না জানি কারণ,
তাদের সন্তান রূপে করেছি ধারণ।
সাহসেরে পাঠাইলে জলধির পার,
তার মুখ কখন কি দেখিবরে আর।
সকলি আমার এই কপাল লিখন,
বৃদ্ধ কালে মান ধর্ম্ম দিনু বিসর্জ্জন॥

কারাবাসীর খেদ।

ল্যে ধর্ম্ম উপার্জ্জনে, ত্যজি মায়া গৃহজনে,
সন্ন্যাসী হইনু মনঃ দুখে;
জানে ছিল কপালে, থাকিব রাজার হালে,
পুনঃমগ্ন হব নানা সুখে?
পীন দড়া কম্বল, আছিল মম সম্বল,
তৈজেসের মধ্যে এক লোটা;
ভ্রমিতাম নানা স্থানে, তীর্থে তীর্থে সাধুজ্ঞানে,
বিশ্রাম আছিল ভূমে লোটা।
গায়ে মাখিতাম ছাই, সুখী ছিনু সর্ব্বদাই,
কত স্থানে হেরি সাধুগণ;
নানা কথা আলাপনে, অসুখী না ছিনু মনে,
রিপুবশ হইনি তখন।
কভু যাই বারাণসী, কভু চন্দ্রনাথে বসি,
কভু বৈদ্যনাথে ছিল ডেরা;
সিদ্ধি আশে সিদ্ধিখাই, কভুনাহি ছিল খাঁই,
প্রশংসিত যত সুজনেরা।
ভিক্ষামাত্র ছিল আয়, না পড়িত কোন দায়,
কি দুর্ব্বুদ্ধি শেষে এক স্থানে!
শুনিয়া জাগ্রক শিব, করিতে আপন শিব,
আনন্দে যাইনু ভক্তি জ্ঞানে।
তথাকার কর্ত্তা যিনি, কি ক্ষণে হেরিয়া তিনি,
আদরে দিলেন থাকিবারে;
দেখি মম শুদ্ধাচার, সদা সেবা করি তাঁর,
চেলা করিলেন গো আমারে।
ক্রমশ: হইনু প্রিয়, সংযত করি ইন্দ্রিয়,
পুত্র সম ছিলাম তাঁহার;
কে জানে এই কপালে, ঘটিবে যে সেইকালে,
নানা ভোগ সমান রাজার!
কালবশে সদাশয়, পশিলেন স্বর্গালয়,
তাঁর পদে হই অধিকারী,
না ছিল সুখের লেশ, না ঘটিত কভু ক্লেশ,
যদি থাকিতাম সুদ্ধাচারী।
দুরাচার রিপুচয়ে, ক্রমেতে প্রবল হয়ে,
দেখাইল আশু সুখ ধাম।
করিতে রিপু তোষণ, করি কত আয়োজন,
না ভাবিয়া এই পরিণাম।

প্রত্যহ সে দেবালয়ে, সুন্দরী অবলাচয়ে,
ধর্ম্ম আশে করে আগমন,
তাহা হেরি কামে মত্ত, না ভাবিয়া ধর্ম্ম তত্ত্ব,
তাহাদের প্রতি হল মন।
কত করিতাম রঙ্গ, কত রমণীর সঙ্গ,
শেষে এক অবলা সরলা,
নয়নে লাগিল মম, গেল সকল সরম,
সেই কথা নাহি যায় বলা।
ধরি দূতীপদে তায়, এক নষ্টা কুলটায়,
ধনে তার পিতারে তুষিয়া,
করিলাম অর্থ বলে, আর কতেক কৌশলে,
ধর্ম্ম নষ্ট মম তুষ্ট হিয়া।
হায়রে অবলা বালা, সহিল কতেক জ্বালা,
করিল কতেক অনুযোগ,
সতী ধর্ম্ম নাশ পাপে, মহেশ রুষিয়া তাপে,
আমারে দিলেন কষ্ট ভোগ।
তার স্বামী রোষভরে, অবলারে নষ্ট করে,
ভারত কুপিল মম প্রতি,
করি কত ব্যয় অর্থ, সকলি হইল ব্যর্থ,
অতি সূক্ষ্মতর ধর্ম্মগতি!
কত জনে কত কয়, সব সহ্য এবে হয়,
ধন্য ওরে পাপিষ্ঠ অন্তর!
শেষেতে হলে বিচার, গেল সব অধিকার,
হল বাস অধুনা শ্রীঘর।
পশুবৎ ঘানি টানি, তাহে নাহি দুখ মানি,
কতলোক আসে দেখিবারে,
মন্দ হইলে সময়, সকলেই কটু কয়,
মম দুখ বলিব বা কারে।
ওরে কাম দুরাচার, একি তোর ব্যবহার,
কি নাকাল করিলি আমার,
ছিনু আমি রাজহালে, কি হইল শেষ কালে,
অনুক্ষণ করে মার মার।
টানি ঘানি সর্ব্বক্ষণ, স্থির করিলে চরণ,
তখনি পিঠেতে পড়ে ঘা,
বমি করে প্রাণ যায়, কি করিব হায় হায়,
দাড়াতে না দেয় এক পা!
এই কর্ম্ম মম ভার, দেখি শেষে দিল ভার,
আনিবারে কলসীতে জল,
করিলাম প্রাণপণ, করে কলসী পূরণ,
আনিতে না হল মম বল।
আরো কি আছে কপালে, মৃত্যু হবে কতকালে,
কি কঠিন আমারি জীবন,
যাহা স্বপ্নে দেখি নাই, শেষেতে ঘটিল তাই,
বেঁচে আর কিবা প্রয়োজন!!

শ্রীবীরাঙ্গনা কাব্যোত্তর কাব্য।

প্রথম সর্গ।

শকুন্তলার প্রতি দুষ্মন্ত।

[কবিবর মাইকেল মধুসূদন দত্ত প্রণীত শ্রীবীরাঙ্গনা কাব্যে শকুন্তলা-পত্রিকা নাম প্রথম সর্গে দুষ্মন্ত ভূপতি প্রতি মুনি-পুত্র হস্তে শকুন্তলা যে পত্র

BLEED THROUGH

লিখিয়া ছিলেন, মহারাজ দুষ্মন্ত দুর্ব্বাশা শাপে সমস্ত পুর্ব্ব বৃত্তান্ত বিস্মরণ হইয়া নিম্নলিখিত তৎপ্রত্যুত্তর পত্রিকা প্রেরণ করিয়াছিলেন। যদিচ পুরাণাদিতে বা অভিজ্ঞান-শকুন্তল নাটকে বর্ণিত আছে, "মহামুনি কণ্ব তপোবলে সমস্ত বৃত্তান্ত সবিশেষ অবগত হইয়া গোতমীকে ও মুনিকুমার-দ্বয়কে সঙ্গে দিয়া শকুন্তলাকে নৃপ সন্নিধানে পাঠাইয়া দেন ইত্যাদি" পত্রিকা দ্বারা পরস্পরের মনের ভাব ব্যক্ত করার কোন চিহ্নই পাওয়া যায় না, তাহা সকলেই জ্ঞাত আছেন ; কিন্তু মহাকবি * অলঙ্কারের—

"লেখ্যপ্রস্থাপনৈঃ স্নিগ্ধৈর্বীক্ষিতৈ মৃর্দুভাষিতৈঃ।
দূতীসংপ্রেষণৈ র্নার্য্যা ভাবাভিব্যক্তি রিষ্যতে ॥"

এই বচনের প্রতি লক্ষ্য করিয়া কল্পনাভূষিত নূতন কাব্য রচনা করিয়াছেন, তাহাতে যে রূপ চিত্তমনোহারিণী রচনা হইয়াছে, তাহার লেশও এনব লেখনী হইতে নির্গত হইবার সম্ভাবনা নাই। তথাপি সেই গ্রন্থের প্রতি নির্ভর করিয়াই শকুন্তলা রাজ সন্নিধানে যে রূপ অপমানিতা হইয়াছিলেন, সেই ভাবেই প্রত্যুত্তর লেখা হইল।]

অবদাত-পদ্মাসনা-নারায়ণ বাঞ্ছা—
বাগ্‌দেবী-বৈকুণ্ঠেশ্বরী, রসনাজ্ঞাসনে
উরি পূরাহ কামনা! ইচ্ছা করিয়াছি
উঠিব কাব্যপ্রাসাদে. তোমার প্রসাদে
মাতঃ! মধুর নির্ম্মিত সুশোভিত নব
সোপান মার্গেতে, যথা বহুমূল্য দৃঢ়
মণি, হীরা দিয়া ছেদ করি তাহা দিয়া
সুতা অনায়াসে দেয়, তথা সুকঠিন
কাব্য বিরচনে, মধু-কবি-প্রদর্শিত
পথে প্রবেশিব। আরো এসাহস আছে
মনে, সাধুনরগণ তেজি দোষ, গুণ
করে গ্রহণ সূর্পবৎ, কিন্তু অসাধুরা
বটে তিতউর মত, অসারাংশ লয়।
তাহে নাহি ডরি, যারা কাব্য মেঘনাদ
বধে, ধরে দোষ, তার বাক্যে রোষ কিবা
করে কবিকুল-গুরু-মধু? "রঘু রপি
কাব্যং তদপিচ পাঠ্যং" বলিয়াছে খল
তাহা বলি মহাকাব্য রঘু কিগো কাব্য—
শ্রেষ্ঠ নয়? এবে মাতঃ! তব দয়া পুত্র
কাব্য-মধু-কোষকর মক্ষিকা যে মধু
তাঁর কাছে সবিনয়ে মাগি পরিহার,
সেই কোষ হতে আমি পিপীলিকা হয়ে
লোভে মত্ত পিতে এবে যত্ন করিতেছি।

———

* কবিবরকে আমাদিগের এই কাব্য দেখান হইয়াছিল, তাহাতে তিনি উৎসাহ দিয়া ইহা প্রচারে অনুমতি করায় আমরা সাধারণের সমীপে প্রকাশ করিতে বাধ্য হইলাম, দুঃখের বিষয় এই যে তিনি এসময় জীবিত নাই।

কিভাবে লিখেছ লিপি ধন্যতব আশা!
কুলটার রীতি কভূ বোঝা নাহি যায়,
নানা ছাঁদে কয় কথা, চির প্রনয়িনী
যেন। তুমি মুনিবালা কেমনে একথা
লিখিলে না বুঝি ; ধন্য, হরিণী সিংহেরে
চাহে করিতে বরণ! কভুকি সম্ভবে
হইয়ে বনবাসিনী লভিবারে পতি
রাজা? চন্দ্রবংশে জন্ম মম ; অন্য রাজা
বটে, স্মর-শর-বশে পরদারে নাহি
করে ভয়। কিবা কথা লিখিয়াছ হয়ে
প্রণয়ের দাসী। জানি হইবে এরূপ
চরিত্র তব (ভূতজ্ঞ মুনিকুল হন)
পিতামাতা কন্যা-স্নেহ হয়ে বিস্মরণ
তেজেছিল বনে, কেন তাঁহাদের দোষ
মিথ্যা দোষে? নাহি জান চন্দ্রবংশোদ্ভব
দুষ্মন্ত কুলটা নারী নাশে অসি ধারে?
কি সাহসে হেন বাণী ইহারে লিখিলে?
তোরে কি আর কহিব, কুল কলঙ্কিনী
তুই। জিজ্ঞাসিয়া আজি শুনিলাম তোর
পরিচয় ; জন্ম তব নটীর গর্ভেতে,
তাই মাতৃসম রীতি। মুনিবর কণ্ব
যদ্যপিও পুসেছেন তোরে, কিন্তু হিংস্র
ব্যাঘ্রশিশু, লোকালয়ে যদি পালে কেহ,
সেকি কভুহিংস্রতাকে ছাড়ে? জাতিসম
তাই ও চরিত্র। দুষ্টে! দুষিবারে আশা
তব চন্দ্রবংশ ভূপে? ধন্য দীর্ঘ আশা!!
ছলিবে কি এই ইচ্ছা মদন সহায়ে?
সে মদন একবার হরকোপে হয়ে
ভস্ম, চিনেছে পুরুষে, জানে মোর আছে
দম নিষ্কোষিত খড়্গ। পুষ্পশরে সেবা
কি করিতে পারে? ধৈর্য্যরূপ বর্ম্মে ঢাকা
আমার শরীর। বলি মুনির পালিত
তোরে ক্ষমিলাম এবে, আর নারীজাতি
বধে পাপ ভয় বলি, বলি নাহি দিনু
এ কোদণ্ডে মম আজি। চাতুরি করো না
কভু আর, ক্ষমিলাম এবার তোমায়।
প্রাণনাথ বলি তব সম্বোধিতে মোরে
নাহি হল ব্রীড়া? এই ব্যবসা তোদের,
লজ্জা কিবা তায়। হায়, পবিত্র সতীত্ব
কারে বলে,তার রস নাহি পিলি তোরা
ইচ্ছা সদা, যথা গাভী প্রতি দিন নব
নব তৃণ খাইবার আশে ভ্রমে, তথা
নব নব পুরুষেরে দিবি ও যৌবন
ডালী, কিন্তু সে পুরুষ এ দুষ্মন্ত নয় ;
সদা ভ্রমরের মত নাহি পুষ্প-মধু
করে অন্বেষণ, তাহা ভাবি মন আশা
হও বিস্মরণ ; যথা লম্পট যুবক
তথা কর বাস সদা, যারা সতী নারী
প্রেমরস তার জানে, ধর্ম্মে করে ভয়,
দম অস্ত্র শোভে সদা, মানস মাঝারে,
তাদের নিকটে নাহি করিও গমন।
অনসুয়া প্রিয়ংবদা ভাল দুই সখী
পাইয়াছ তুমি, তারা বুঝি তব মত
হবে, তাই সাক্ষী রাখি করিছ ছলনা।
অনসুয়া প্রিয়ম্বদা এনাম কর্ণেতে
নাহি কভু জন্মাবধি শুনিয়াছি আমি।
আমি কি কামের বশ? তাই হেরে তব
কমল বদন, হব প্রণয়ের দাস!

ধিক্‌রে তোরে, ছল করি লিখিয়াছ যেন
যথার্থ সকলি, তব সহ করিলাম
গান্ধর্ব্ব বিবাহ ! কিন্তু বিশ্বাসিবে কেবা
এই কথা ? জন্ম মম রাজঋষি কুলে ।
নাহি বলি মুনিবর কণ্বে, বরিলাম—
এই কথা লিখিবারে নাহি হল ভয় ?
কন্যা হয় পিতৃ বশ, আপনি যুবারে
হেরে সুন্দর শরীর বরমাল্য দিল,—
সতন্ত্রা তেজিয়া লজ্জা বরিলেক ভূপে
হয়ে কামের অধীনা ; নারী জাতি হায়,
এযে হাস্যাস্পদ কথা ! সাধু কুলোদ্ভবা
হলে বটে, কিন্তু যারা বারাঙ্গনা জাতি,
তাদের দেখিয়া সজ্জা, লজ্জা অচিরেতে
পলায় নিশ্চয় । আর্য্য কুল কলুষিতে
পশিয়াছ তপোবনে? নির্লজ্জে ধিক্ তোরে!
পাপ কথা লিখিবারে কেমনে লেখনী
ধরিলি হস্তে, প্রকৃতি সংশোধন নাহি
হল কিছু কুলটার, থেকে জন্মাবধি
মুনিকুলে, করিতেছ ছল নানা, দিতে
জলাঞ্জলি সাধুকুলে ! দুষীকরে সখী
তব মোরে, কিবা দোষ মম, কহিবে কি
তারা বিতথ বচন তবসখী বলি ?
মিথ্যা বাক্যে মহা পাপ এইকথা সদা,
রেখ মনে । বৃথা আর ছল কথা বলি
দুষনা দুষ্মন্ত ভূপে, করিবে বিশ্বাস
নাহি এই কথা কেহ ; কেবল হইবে
তুমি কলুষিতা । কণ্ব মুনি-শ্রেষ্ঠ এই
কথা করিলে শ্রবণ, তোরে করিবেন
অপমান, সত্য জেন ; ধ্যান বলে তাঁরা
সর্ব্বজ্ঞ হন । বিতথ বাক্য পাপাকর
শুনিলে কাহার নাহি হয় ক্রোধ বল ?
মুনিকুল ক্রোধী হ'লে সর্ব্ব দগ্ধ হয়,
যথা সূর্য্যকান্তমনি, শীতল স্পর্শেতে,
কিন্তু ভাস্কর ময়ূখে, দগ্ধকরে তৃণ ।
শকুন্তলা-এই নাম করিলে শ্রবণ
হয় পাপ, পাপবুদ্ধি তব হেরিতেছি ।
রেকুলটে, রে দুর্ব্বৃত্ত ! এদুরাশা মনে,
কখন করনা আর ; এযে যথা পশু
বিহঙ্গম সম হায়, ইচ্ছে উড়িবারে
গগণ মার্গেতে ! তাকি কখন সম্ভবে ?
অসম্ভব আশা !! হবে পৌরব গৌরব
হীন তোরও কটাক্ষশরে ? দুরাশয়ে,—
জগতে অভিমানিনী তোরা যার বলে !
কভু লিখনা লিখন, প্রনয়ের আর
করিয়ে ছলনা মোরে ; তাহে পাবে কষ্ট
বহুতর, তুমি মনে রেখ এই কথা ;—
এই করে নিষ্কোষিত অসি, যাহে ডরে
ক্ষত্রিয় নিচয়, জেন দুষ্মন্ত নৃপতি
যথা শান্ত, তথা হয় ভয়ানক রূপ,
যেমতি সিন্ধুতে থাকে মুক্তা, কিন্তু তাহে
করে বাস নক্র আদি ভয়ানক প্রাণী ।
অপত্যও হলে দোষী ত্যজেয়ে যেমতি
অঙ্গুলি উরগক্ষতা । নাহি জানি মম
চরিত্র তুমি লিখেছ লিবি, তাই আমি
ক্ষমিলাম এবে, আর নাহিক ক্ষমিব ।
আর কি লিখিব, দুষ্টে, মন্দ বুদ্ধি ত্যাজ
তাহা হ'লে মুনিবালা পূজিতা জগতে !
এই প্রণয়ের পুষ্প করিয়ে চয়ন,
গাঁথিয়া মালা, আমারে পুনঃ উপহার
দিলে, পাবে ঘোর শাস্তি জানিবে নিশ্চয় ।
ইতি শ্রীবীরাঙ্গনা কাব্যোত্তর কাব্য শকু-
ন্তলা পত্রিকোত্তর নাম প্রথম সর্গ ।

কাঁচরাপাড়া প্রকাশিকা ।

মাসিক পত্রিকা ।

"নির্ম্মৎসরাঃ সুকৃতিনঃ খলু যে বিবিচ্য, কর্ণে গুণস্য কণমপ্যবতংসয়ন্তি ।
যেষাং মনো ন রমতে পরদোষবাদে, তে কেচিদেব বিরলা ভুবি সঞ্চরন্তি ॥"

১ম ভাগ । } ১৮৮০ সাল—মাঘ । { ৩য় সংখ্যা ।

কুসুমিকা ।

প্রনয়ে কি না হয় ?

তৃতীয় পরিচ্ছেদ ।

যুদ্ধোৎযোগ—কুসুম-মালা বিসর্জ্জন ।

কুসুমিকার এখনো চৈতন্য নাই, নয়ন মুদ্রিত ও বাষ্পবেগোচ্ছ্বাসিত ! হস্ত অযত্নে সংস্থাপিত ! কেশ-পাশ শয্যা-ব্যাপ্ত ! হঠাৎ তাঁহার হস্তদ্বয় উর্দ্ধগামী হইল, বোধ হয় প্রাণেশ্বরাশ্রয়ই তাহার উদ্দেশ্য ; কিন্তু পাষাণ হৃদয় রণজয় কোথায় ? তাঁহার নয়ন উন্মীলিত হইল । দেখিলেন,—জীবনবল্লভ তথায় নাই । তিনি সকম্প শরীরে উঠিলেন, গবাক্ষ নিকটে গেলেন, দেখেন,—রণজয় বক্র-গ্রীব দ্রুতপদ অশ্বে সমুদ্রমুখে যাইতেছেন ; রণজয়ের চক্ষু কুসুমিকার প্রতি পড়িল, তিনি সতৃষ্ণ দৃষ্টি কষ্টে ফিরাইলেন,—আর দেখিলেন না । কুসুমিকার নিস্পন্দ নয়ন রণজয়ের দিকে রহিয়াছে, কিন্তু আর দেখা যায় না । রণজয় বক্রপথে চলিলেন । তখন একবার মুখ ফিরাইয়াছিলেন বটে, কিন্তু কুসুমিকা দর্শন ঘটিল না ।

রণজয়ের অসামান্য ধৈর্য্যতার আমাদের সমক্ষে এই প্রথম পরিচয় ; তাঁহার সেই মলিন মুখ গম্ভীর ভাব ধারণ করিল, মুখে উৎসাহ, সাহস প্রভৃতি ক্রীড়া করিতে লাগিল । এই তো বীর-পুরুষের চিহ্ন ! কে দেখিলে বুঝিবে যে তাঁহার অন্তর দুর্ব্বিসহ বিরহ যাতনায় কাতর ? তিনি সমুদ্র-যানের নিকটবর্ত্তী হইয়া দেখি-লেন,—সকলই প্রস্তুত । তাঁহাকে দেখিয়া সকলে মস্তকাবনত করিল ; তিনিও নম্রতা

দেখাইলেন ; রণ-তরীতে পৌঁছিবার জন্য একখানি ক্ষুদ্রতরী আরোহণ করিলেন এবং রণতরি অভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়া কি লিখিয়া সম্মুখস্থ সমর সিংহকে বলিলেন—"শৈলেশ্বর কোথায় ?—আহ্বান কর ।" সমর নিকটস্থ দূতকে ইঙ্গিত করিলে সে আশু শৈলেশ্বরকে সঙ্গে করিয়া আসিল । শৈলেশ্বর মস্তকাবনত করিয়া অভিবাদন করিলেন, রণজয় মিত্র ভাবে তাঁহার হস্তে লিখিত অনুমতি পত্র দিলেন, এবং বলিলেন—"শৈলেশ ! এই পত্রের মর্ম্মাবগত হইয়া যথা-কর্ত্তব্য কার্য্য সতর্কে সম্পাদন করিবে, বীর সিংহের রক্ষিত তরী পৌঁছিলে তাঁহাকে এই পত্র দেখাইবে, এবং আমার আবাসে দ্বিগুণ রক্ষক নিযুক্ত করিবে, যদি বায়ু অনুকূল হয়, তবে আমি তিন দিবসের মধ্যেই পৌঁছিব,—এই তিন দিন সতর্ক-তার সহিত দ্বীপ রক্ষা করিবে, দেখ যেন রাজপুত্রকুলে কলঙ্ক না হয় । আর সময় নাই, ক্ষুদ্রতরী আরোহণ কর, দ্বীপের রক্ষা কার্য্যে আশু যত্নবান্ হও ।" শৈলে-শ্বর মস্তকাবনত করিয়া—"যথা অনুমতি" বাক্যে বিদায় লইলেন ।

রণজয় নিকটস্থ পারিষদবর্গকে আপনার রণপরিচ্ছদ আনিতে বলিলেন,—অনুজ্ঞা-মাত্র সম্মুখে উপস্থিত । যুদ্ধ বেশে আবৃত হইলেন এবং সগম্ভীরে বলিলেন—"সব প্রস্তুত ?" "আজ্ঞামত দাস সকলই প্রস্তুত করিয়াছে"—এই কথা সমর সিংহ বলিলে রণজয় তরী চালাইতে আদেশ করিলেন । শেষ বিদায়সূচক ভীষণ আগ্নেয়াস্ত্রধ্বনি হইল । রণজয় এই সময় একবার অধৈর্য্য হইবার মত হইয়াছিলেন, কিন্তু সে ভাব গোপন করিবার জন্য একটি ক্ষুদ্র কুটীরে প্রবেশ করিলেন । বহুকষ্টে ক্ষণ-কালেই আন্তরিক ভাব গোপন করিয়া সমর সিংহকে আহ্বান করিলেন । সমর সিংহ মস্তকাবনত করিয়া নিকটে উপস্থিত । রণজয় তাঁহার সহিত যুদ্ধ বিষয়ক পরামর্শ করিতে লাগিলেন । এদিকে প্রতিকূল বায়ু সেই অর্ণবপোতকে দ্রুতগামী করিল । সমুদ্রের ভীষণ তরঙ্গমালা বিদারিত করিয়া রজনী প্রভাত হইতে না হইতেই নির্দ্দিষ্ট স্থানে সমরতরী পৌঁছিল । রণজয়ের শত্রু সায়েদ্‌রাজ কোরণ নামক উপসাগর—তটস্থ কোরণ নগরে বাস করিতেছিলেন, সেই নগরের অদূরে গ্যালো নামক অন্তরীপ,—অন্তরীপটি এমনি উচ্চ যে রণজয়ের রণতরী তাহার পার্শ্বে অলক্ষিত ভাবে রহিল । রণজয়ের আদেশ ক্রমে সমরসিংহ বিপক্ষের রণতরীর সংখ্যা গণনা করিয়া দেখিলেন । বিপক্ষের রণতরীর দ্বারা সুস্পষ্ট অনুমিত হয়, সায়েদ্‌রাজের সৈন্য রণজয়ের সৈন্যাপেক্ষা বহুগুণে অধিক ; কিন্তু রণজয় অসমসাহসী, তাহাতে তাঁহার কিছুমাত্র ভয় লক্ষিত হইল না । প্রধান প্রধান সৈনিক পুরুষদিগকে একত্র সমবেত করিয়া যুদ্ধের উপদেশ দিতে লাগিলেন ; সকলে তাঁহার পরামর্শে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইলে তিনি একটি গুপ্ত

কুটীরে প্রবেশ করিলেন । তখন তাঁহার অন্তর পুনরায় একবার প্রণয়িণীর নিকট যাইবার জন্য ব্যাগ্র হইল,—স্বীয় নির্দ্দয়তার আক্ষেপ করিতে লাগিলেন । কিন্তু পরক্ষণেই—যুদ্ধে প্রণয় !—এই ভাব অন্তরে উত্থিত হইলে তিনি সদীর্ঘ নিঃশ্বাসে বলিলেন—"প্রণয়িনি ! তুমি যাকে আশ্রয় করেছিলে, সেই নিষ্ঠুর আজ তোমায় পরিত্যাগ করিল । যদি কখন রণজয়ী হই, তবেই তোমাকে আবার অন্তরে আনিব, এখন প্রেমময় নিষ্ঠুরাশ্রয়—কুসুমমলা-সির্জ্জন !!

চতুর্থ পরিচ্ছেদ ।

চপলা—হৃদয় তুমি কার ?

আমাদের কুসুমকোমলা কুসুমিকা কোথায় ?—তিনি কি জীবিতা আছেন ? পাঠক মহাশয় ! তাঁহাকে যে অবস্থায় রাখিয়া আসিয়াছেন, তাহা কি আপনার নির্দ্দয়তার কার্য্য হয় নাই ? আপনার সমক্ষে এক জন রমণী মৃত্যুপ্রায়া, আপনি অনায়াসে রাখিয়া আসিলেন !—একি আপনার কাপুরুষতা নহে ?—হাঁ, আমাদিগকেও আপনার সহচর বলিতেছেন ? কিন্তু আমাদিগেরই বা দোষ কি, আপনারই বা দোষ কি ? যাঁহার কুসুমমালা তিনি যদি নির্দ্দয়তা করিলেন আমরা আর কি বলিয়া প্রবোধ দিব ? এখন চলুন একবার দেখিয়া আসি, সরলা অবলা পতিপ্রাণা কুসুমিকা কিরূপ আছেন !— বীরপত্নী ধৈর্য্যাবরণে মনের ভাব আবরণ করিতে পারিয়াছেন কি না ! একে ? এই কি কুসুমিকা ? এক দিবসে এ অবস্থা ঘটিয়াছে !—নির্ম্মল প্রেমে কি না হয় ? আহা, আলুলায়িত কুন্তল ! মুখ সূর্য্যকর-তপ্ত ছিন্ন প্রস্ফুটিত কমলের ন্যায় ! চক্ষু অনবরত জলধারায় উদ্ভাসিত,—আরক্ত—বিস্ফারিত ! পক্ষ্ম নিম্নে কৃষ্ণরেখা ! হস্তোপরি গণ্ড সংস্থাপিত ! এই এক দিনে বোধহয় কুসুমিকার বয়স প্রৌঢ়াবস্থায় পরিণত হইয়াছে ! দুইজন মধ্য বয়স্থা রমণী ও এক জন নবীনা কুসুমিকার নিকট উপ-বেশন করিয়া রহিয়াছে,—এরা বোধ হয় পরিচারিকা হবে !

প্রথম দ্বিতীয়কে সম্বোধন করিয়া বলিলেন,—"জয়াবতি, আমরা আর কি বল্‌ব ! সমস্ত দিন রাত গেল, মুখে একটু জলও দিলেন না ! এতে আর কি শরীর বয় ? তা ভাই, এতো কি ভাল ? কত লোকের স্বামী যে চিরকাল বিদেশে থাকে, বৎসরান্তে একবার আসে তো ঢের ! তারাও কি এই রকম করে ?" দ্বিতীয় তদুত্তরে বলিলেন, "দিদি, দেখে শুনে আবাক্ হয়েছি, আমিতো ভাই বাপের পুরুষেও কখন এমন শুনিনি !" কুসুমিকা বিরক্ত স্বরে বলিলেন,—"তোমরা এখন যাও !" তাহারা বলিল—"বলি উঠবেন না, খাবেনও না ?"—"এখনও বিলম্ব আছে," এই উত্তর শুনিয়া পুনরায় সবিনয় স্বরে বলিল,—"এমনি করে কি শরীরটা নষ্ট কর্ব্বেন ! আর কি

বেলা আছে ?—কালথেকেতো মুখে জল দিলেন না !”—“এখন তোমরা যাও।” পুনরায় কুসুমিকার এই কথা শুনিয়া দ্বিরুক্তি না করিয়া তাহারা চলে যায়, কুসুমিকা তৃতীয়াটির দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া বলিলেন,—“চপলা, তুমি বস !”

পাঠক মহাশয়, মনে রাখিবেন, তৃতীয়াটির নাম চপলা। চপলার সহিত আপনাদিগের অনেকবার সাক্ষাত হইবার সম্ভব,—রণজয় ইহারই নাম উল্লেখ করিয়াছিলেন। চপলা এক জন রাজপুত্র বংশীয় প্রধান লোকের কন্যা,বাল্য কালে তাঁহার পিতা মাতা পরলোক প্রাপ্তি হওয়ায় রণজয় পালন করেন, কুসুমিকা তাঁহাকে সোদরা ভগ্নীর ন্যায় জ্ঞান করিতেন, চপলাও নিরন্তর কুসুমিকার নিকট থাকিত। চপলা অতি সুরসিকা ! তাঁহার স্বভাব নিরন্তর কৌতুক প্রিয় ! যদি এই দুঃখের সময়ে চপলার সহিত সাক্ষাত না হইত, তবে চপলার কথা শুনিয়া কত সন্তুষ্ট হইতেন ! আমাদের কপাল, সুসময়ে সাক্ষাত করাতে পারিলাম না, আপনাদেরও কপাল ! চপলা অতি চঞ্চলা ; যদি চপলার রূপ শুনিতে চাহেন,—শুনুন। চপলার মূর্ত্তি দেখিলেই ভালবাসিতে ইচ্ছা করে। আপনি যদি আপনার স্ত্রীকে ভালবাসেন, তবে এই বলিলেই যথেষ্ট হইবে, চপলা আপনার স্ত্রীর ন্যায় সুন্দরী !—কিন্তু সে কথা আমরা বলিতে পারি না, কারণ আপনার স্ত্রী যদি কুৎসিতা হন, আমাদের চপলা তো সে রূপ নন, কেন না কুৎসিতা স্ত্রী যেমন আপনার নয়নানন্দদায়িনী, তেমতি অন্যের ঘৃণা ভাগিনী, আমাদের চপলা সেরূপ নন ! একবার আমাদের সঙ্গে আসুন চপলার রূপ খানি দেখাই !

চপলা সুন্দরী !—পরমাসুন্দরী নয়, কোমল—কমল-নিভ বর্ণ নয়, তদপেক্ষা কিছু মলিন, সচরাচর যাহাকে উজ্জ্বল শ্যামবর্ণ বলে ! কিন্তু বর্ণ স্নেহ মাখান ! গঠন সুকোমল, একহারার অপেক্ষা কিছু স্থূল, সকল অস্থিই মাংসাচ্ছাদিত, মুখখানি সতত হাঁসি হাঁসি অধরোষ্ঠ পাতলা,রক্তবর্ণ—স্বভাবতঃই যেন রক্তবর্ণে রঞ্জিত,কপোলটি পুরন্ত, কিন্তু “টেবোগাল্লি”নয় ! চক্ষুদুটিসচঞ্চল—সুদীর্ঘ ! দৃষ্টি কামরসোদ্দীপকও সতৃষ্ণ, চক্ষুর মধ্যস্থ শিরা সমুহ আরক্ত ! ভ্রু যেন চিত্র করা, পল্লব দুখানি সূক্ষ্ম পক্ষ্মরাজি সমবিন্যস্ত—সতত অস্থির ! নাসিকা মুখের মানান সই—ক্রমোন্নত—টিকল, অথচ বোধ হয় অস্থিশূন্য, মাঝখানে একটি নলক !—হেলছে !—দুলছে ! মুখের শোভা দ্বিগুণ বর্দ্ধিত কচ্ছে !—কপোল ক্ষুদ্রায়তন !—দীর্ঘকেশ পদ গুল্ফ স্পর্শী, ঘনকৃষ্ণবর্ণ ! কর্ণ ক্ষুদ্র,অবতংশ ভরে ঈষৎনমিত ! গ্রীবা সুগোল—ক্রমশঃ স্থূল ! স্তন দুটি যে “মনিমেণ্টের” মত উচ্চ, তা নয় !—এখনও সম্পূর্ণ বর্দ্ধিত হয় নাই বটে, কিন্তু সম্পূর্ণ বর্দ্ধিত হইলে বোধ হয় নাসিকার সহিত সাক্ষাত করিয়াই ক্ষান্ত হইবে,—ক্রমোন্নত,সুকঠিন,—এইখানেই বিধাতা আর কোমলতা রক্ষা করিতে পারেন নাই, তন্নিম্নে তিনটি রেখা ;

কটিদেশ অতি ক্ষীণ, তা বলে যে বোলতার ন্যায়, তা নয় ! নিতম্ব স্থূলাঙ্গিনীর ন্যায়, বোধ হয়, বিধাতা গঠিবার সময় যা মৃত্তিকা শেষ ছিল সকল গুলিই নিতম্বে রেখেছেন ! অঙ্গুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র,—হস্ত পদ প্রকৃত সুন্দরীর ন্যায় বলিলেই বর্ণন শেষ হয় ! প্রিয় পাঠক, দেখুন দেখি, এ মূর্ত্তিখানি মনোমত হয় কি না ! বর্ণ কোমল—কমল-নিভ নয় বলে যদি মনোমত না হয়, তবে আমরা নাচার, কিন্তু যদি আপনি ভাবুক হন,—একবার হৃদয়ে কল্পনার সহযোগে এই মূর্ত্তিখানি চিত্র করুন ; দেখুন আপনার চিত্রপঠ হতে অন্তর হয় কি না।

চপলা কুসুমিকার নিকট উপবেশন করিলেন। কুসুমিকা চপলাকে সম্বোধন করিয়া দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করতঃ বলিলেন,—“চপলে, আমি অনেক কাল হতে কষ্ট পাচ্চি বটে, কিন্তু আমার মন এরূপ কখন হয় নাই !” চপলা বলিলেন, “দিদি,—স্ত্রীলোকের অতো অধৈর্য্য হওয়া ভাল নয়, তাতে তিনি তো বোলে গিয়েছেন, এবার তিন দিনের মধ্যেই আস্‌বেন !” “হাঁ বটে, কিন্তু আমার মন, নিয়তই অমঙ্গলাশঙ্কা কচ্ছে” কুসুমিকার মুখে এই কথা শুনে চপলা সবিনয়ে বলিলেন, ——“দিদি, লোকের স্বভাবই এই নিরন্তর আত্মীয়ের অমঙ্গল আশঙ্কা করে ! দিদি, বেলা যায়, এখনও আপনি আহার করিলেন না, এতে শরীর থাকবে কেন ?” কুসুমিকা তদুত্তরে কহিলেন,—“চপলে, আর আমার এ শরীরে কায কি ? যদি চিরকালই এরূপ বিরহ যাতনা সহ্য কর্ত্তে হল, যদি তিনি ভালবেসে আমাকে ভালবাসা দেখাতে না পার্ল্লেন, তবে আর বাঁচায় সুখ কি ? চপলে,—বল্‌তে কি, আমি তোমায় ভগ্নী ও প্রাণতুল্য সখীর ন্যায় জ্ঞান করি, তোমার কাছে বৈ অন্য কারু কাছে মনের কথা বলিনে ;—এই দেখ আমার জীবনের শেষ উপস্থিত !” চপলা করুণস্বরে বলিলেন, “—ছি, এমন কথা কি মুখে আন্‌তে আছে ? আমি এক বার শৈলেশ্বরকে জিজ্ঞাসা করে আসি, তাঁকে কি বলে গিয়েছেন”। কুসমিকা বলিলেন—“তাই গিয়ে জিজ্ঞাসা করে শীঘ্র এস !” চপলা “তবে যাই” বলে চলে গেলেন।

কুসুমিকা অশ্রুবর্ষণ কর্ত্তে কর্ত্তে একবার শয্যায় শয়ন করিলেন, পুনরায় উঠে একখানি পুস্তক হাতে করে একটি পাত উল্টালেন, এখানি কাদম্বরী, অজস্র চক্ষুধারায় দৃষ্টি আচ্ছন্ন হল ! সেই অশ্রুবারি পুস্তকের পত্র আদ্র করিল। তিনি পুস্তকখানি রাখিয়া,—“কাদম্বরী, তোমারই প্রণয় !” বলে দীর্ঘ নিঃশ্বাস ত্যাগ করিলেন। অনেকক্ষণ নিস্তব্ধ থেকে শোক, গাম্ভীর্য্য, বাস্প-রোধি কণ্ঠে বলিলেন,—“যে তোমায় কিছু মাত্র স্নেহ কর্ল্লে না,যে তোমার দুঃখের কারণ, তারই জন্য এত !হৃদয়—তুমি কার ?

উচিত বটে নাটক।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

হরিহরপুর পথ।

(এক দিক হইতে হরিনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের ও অপর দিক হইতে রামচন্দ্র দে প্রতিবাসীর প্রবেশ।)

হরি। (স্মিত মুখে) আরে রাম ভায়া যে?

রাম। দাদা, প্রণাম ; (প্রণাম।) বলি আর শুনেছ ; মহেশ ঠাকুর মেয়েটাকে পরিবর্ত্ত করে বিয়ে কর্ব্বে!

হরি। (আশ্চর্য্যে) বল কি! বুড় বয়সে কি পাগল হল! জামাই থাক্‌তে আবার মেয়ের বিয়েদেবে! না,—এ সত্য নয়!

রাম। দাদা, আমি কি না জেনেই বল্‌ছি? গদাধর এর আবার ঘটক হয়েছে?

হরি। তবে হতে পারে, গদার অসাধ্য কিছুই নাই! কোথায় সম্বন্ধ করেছে বল্‌তে পার?

রাম। তা তো কিছু শুনিনি।

হরি। আমাদের দেশের জাত জন্ম সব গিয়েছে! হিন্দুধর্ম্ম লোপ হয়েছে, রায় বামুন অনায়াসে রামাদ বৈষ্ণবের মেয়ে বিয়ে করে চল্‌ছে, ওদিকে নাম লেখান বেশ্যার মেয়ে! এদিকে জোলার ছেলে ব্রাহ্মণ, ওদিকে মুচি ডোমের ভাত খেয়ে আবার জাত্যভিমান, দেশটা যায়—উচ্ছন্ন যায়! তাইতেইতো সকলের বাটীতে খাওয়া দাওয়া ছেড়েছি,—

(নেপথ্য পার্শ্বে কলসী কক্ষেবিনোদিনী ও কামিনীর প্রবেশ) (দেখিয়া)

রাম। দাদা, চল, মেয়েরা ঘাটে যেতে পাচ্চে না!

হরি। (দেখিয়া) হাঁ চল! (উভয়ের প্রস্থান।)

বিনোদিনী। কেমন ভাই, শুন্‌লিতো! রাম দাদার কথাতেও কি তোর সন্দ আছে? বুড় বামুনের আক্কেলটা কি ভাই! ঘোর কলিকাল!

কামিনী। কদিন আর ছুঁড়ীকেও দেখ্‌ছিনা, মিন্সেকেও দেখ্‌ছিনা! এ তো বিশ্বাস হয় না!

বিনোদিনী। আমি শুন্‌লাম, মিন্সে নাকি মেয়েটাকে নিয়ে বিয়ে কর্ত্তে গেছে! আচ্ছা বন, ছুড়ীতো আর কচিথুকী নয়, দশ এগার বৎসর বয়সে এখন তো লোকের ছেলে হচ্চে।—সে—কেমন করে গেল?—বোধ হয় জাননো।

কামিনী। তুইও যেমন বন, ছুঁড়ীর যে চাল চলন, বয়স হয়ে উঠ্‌ল, তবুতো লজ্জা সরম কিছুই নাই! বল্লে না প্রত্যয় যাবে,—সে দিন যে বেহায়াম কচ্ছিল! (কলসী কক্ষে বামাসুন্দরীর প্রবেশ।)

কামিনী। বামা দিদি নাকি? এতো বেলা গেল যে? আমরাই ভাব্‌ছিলাম, আমাদের বেলা গেছে।

বামা। এই ভাই আস্‌ছিলাম, তার পর—আর শুনেছিস্ ত,—মহেশ ঠাকুর এই বুড় বয়সে একটা বিয়ে করে এনেছে! মেয়েটা মস্ত!—আবার শুন্‌ছি নাকি—ধর্ম্ম জানেন,—গোলাপীকে পরীবর্ত্ত করে এ বিয়ে হয়েছে!—দোপড়া মেয়ে!—স্বোয়ামী হয় তো বেঁচে আছে,—আবার বিয়ে দিলে! তাই আমাদের বাড়ীর ওঁরা বল্‌ছিলেন কি ওর বাড়ীতে আর খাওয়া দাওয়া হবে না!

বিনোদিনী। বটে! আমরাও তাই বলা বলি কচ্ছিলাম, বুড়র কি মস্তে হবে মনে নেই,—একি রীত ভাই!

কামিনী। চল বেলা গেল, আমার আবার সাঁজ সল্‌তে পর্য্যন্ত পাকান হয়নি।

(সকলের প্রস্থান)

দ্বিতীয়াঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

গোপালপুর,—সুরেশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের বাটী।

(উজ্জ্বলা আসীন।)

উজ্জ্বলা। (স্বগত)—কৈ,—কাল আস্‌বার কথা ছিল, এখনওতো এলো না! (সদীর্ঘ নিঃশ্বাসে) বোধ হয় সুরেশ আমার বেঁচে নাই!—ভগবতী—মিথ্যা করে বলেছিল,—আমাকে পত্র লিখেছেন! (রোদন) এপোড়া কপালে আর কি সুরেশকে দেখ্‌তে পাব!—আর আমার খাওয়া দাওয়ায় কায কি,—মরাই ভাল!

নেপথ্যে। সুরেশ বাবু নাকি? কখন এলেন! এই আপনার মা কেঁদে কেঁদে সারা হচ্ছিলেন।

উজ্জ্বলা। (সরোদনেও চকিতে) তবে কি আমার সুরেশ এসেছে?—দেখিগে! (দ্রুতপদে প্রস্থান।)

(ক্ষণ বিলম্বে মোট মস্তকে এক জন মুটে, সুরেশ ও উজ্জ্বলার প্রবেশ) মুটের মোট রাখন।)

উজ্জ্বলা। আমাকে যদি মধ্যে মধ্যে একা এক খানা পত্র লিখ্‌তে তব, ভাল

থাক্‌তাম। পরশু ভগবতী বলেছিলেন, "খুড়ী মা, সুরেশ দাদা পত্র লিখেছেন,—কাল আসবেন,"—কাল এলেনা, আমি কাটা পাঁটার মত ছট্‌ফট্‌ করেছি! (সরোদনে স্মরেশের মুখ ধরিয়া) বাছা,—আমার আর কে আছে? আহা! বাছার আমার মুখ খানি শুকিয়ে গিয়েছে।

মুটে। মশাই,—আমারে বিদেয় কর।

স্মরেশ। (পকেট হইতে রুমাল লইয়া পয়সা প্রদান।) এই নেও!

মুটে। আর দুট পয়সা দিতে হবে।

স্মরেশ। কেন?—যা—এখন আর জ্বালাসনে। তোদের এই দশা বটে।

মুটে। আপনাদের হাত ঝাড়লে পর্ব্বত মশাই—

স্মরেশ। এখন আর খুজরো পয়সা নাই, যা পেয়েছিস্‌ তাই নিয়ে সন্তুষ্ট হয়ে যা! (মুটের প্রস্থান।)

স্মরেশ। মা হরিহরপুরের কি এর মধ্যে কোন সংবাদ পেয়েছ? আমি ক দিন হল এক খানা পত্র লিখেছিলাম তার তো কোনই উত্তর পেলেম না।

উজ্জ্বলা। আমিও অনেক দিন খবর পাইনি, তা—বলি কি, তুমি গিয়ে একটা ভাল দিন দেখে বৌ মাকে নিয়ে এস।

স্মরেশ। আমিও তাই ভাব্‌ছি পশু যাব। বলি মা তোমারতো বড় কষ্ট হয়েছে?

উজ্জ্বলা। তুমি যদি একখানি পত্র দিতে তা হলে আমার কোন কষ্ট হতনা। তোমার কোন খবর পাইনি সেই কষ্ট! যাহক এখন কি নাবে?

সুরেশ। গাড়িতে এসে শরীরটা বড় গরম হয়েছে, স্নান কর্ত্তে হবে।

উজ্জ্বলা। তবে আর দেরি করে কায নাই, আমিও সকাল সকাল রান্না চড়িয়ে দি! আমি তেল আনিগে। (উজ্জ্বলার প্রস্থান।)

স্মরেশ। (স্বগত) হরিহরপুরের কোন সংবাদ না পেয়ে মনটা বড় অসুস্থ হল, সেখানে দুখানা পত্র লিখ্‌লাম্‌ তারতো কোন উত্তরই পেলাম না! এর কারন কি! (চিন্তা) অনেক দিন তল্লাস করিনি বলে কি চটেছে? কিছুই তো ভাব বুঝ্‌তে পাচ্চি না, না গেলে আর জানা যাবে না,—যদি কোন দুর্ঘটনা হত তাহলে ও কি কোন খবর দিত না?—দেবেইবা কারে? আমি তো চিরকালই বিদেশী! মা তো আমার——

নেপথ্যে। স্মরেশ, তোমাকে তোমার ওবাড়ীর নূতন খুড়ী দেখ্‌তে এসেছেন,—একবার এঘরে এস!

স্মরেশ। যাই———— (প্রস্থান।)

বাঙ্গলা ভাষা ও বাঙ্গলা সাহিত্য বিষয়ক প্রস্তাব।

আমাদের এই পত্রিকার সমালোচনা একটি অবয়ব, "কি কি বিষয়ের সমালোচনা?" এপ্রশ্ন আপনা আপনি মনে হইলে শরীর রোমাঞ্চ ও হস্ত হইতে লেখনী নিসৃত হয়, কিন্তু যখন দুঃসাহস সহচর হইয়া নির্লজ্জতার পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিতে সমুদ্যত হইয়াছি, তখন আর মধ্যে মধ্যে শীহরিয়া উঠিলে হইবে কেন? যে সাহসকে অবলম্বন করিয়াছি, যাহার আশ্রয়ে পাঠকদিগের সহিত মাসান্তে সাক্ষাত করিতেছি, তাহার সঙ্গ ত্যাগ করিব না।

"আমরা সমালোচক?" এপ্রশ্ন মনে উদয় হইলে সেই সাহসের সহিত বন্ধুতার ব্যতিক্রম ঘটিবার সম্ভা, কিন্তু "মহাজনো যেন গতঃ সপন্থা"—এই বচন সে প্রশ্নের উত্তর দান করিতেছে। যেমন অতি সামান্য লোকেও কোন মহা কবির কবিতার অলঙ্কার দোষ ধরিলে কেহ তাহার নিন্দাবাদ করিতে পারে না, সেই রূপ পূর্ব্ব সমালোচকদিগের পথ আমাদিগের অবলম্বনীয়! "সুখ্যাতি হয় বুক-বাঁধিব, অখ্যাতি হইলে তাহাদের দেখাইয়া দিব"—এই আমাদের মনের ভাব।

উপরোক্ত পুস্তকখানি পাঠ করিয়া আমরা অত্যন্ত আনন্দ লাভ করিয়াছি। যদিও ইতিপূর্ব্বে বঙ্গভাষার ইতিহাস ও কবিচরিত প্রভৃতি দুই একখানি পুস্তক এই প্রণালীতে বিরচিত হইয়াছে বটে, কিন্তু ইহাতে অনেক সবিস্তর বর্ণন আছে। গ্রন্থকর্ত্তা স্বপ্রণীত বিজ্ঞাপনে বিনীতভাবে বলিয়াছেন যে তাঁহার বিরচিত গ্রন্থে বিস্তর ভ্রম থাকিবার সম্ভাবনা, ফলতঃ তাঁহার বিরচিত পুস্তকে যথার্থই অনেক ভুল আছে, আমরা সেই সমস্ত সংশোধনের চেষ্টায় এই সমালোচন প্রকাশ করিবার মানস করিয়াছি, বোধ করি গ্রন্থকার অসন্তুষ্ট না হইতে পারেন, তাঁহার প্রণীত পুস্তকের প্রবন্ধমালা মধ্যে ইহাতে কেবল কাব্যাংশের বিচার প্রকটিত হইবে।

ক্রমশঃ।

মানবপ্রকৃতি।

"জগদীশ্বর কি করেন নাই?"—কোন রহস্যবিদ্‌ কতিপয় সুবিজ্ঞকে এই প্রশ্ন করিয়াছিলেন। তাঁহারা কহিলেন—"জগদীশ্বর এক প্রকৃতির দুইটি মনুষ্য সৃষ্টি করেন নাই।" বাস্তবিক একথাটি অযর্থাও নহে। জগতে এক প্রকৃতির দুইটি মনুষ্য নাই, ইহা বিশেষরূপ পর্য্যালোচনা করিলেই বোধ হইবে,—পরস্পরের প্রকৃতি কিছু না কিছু বিভিন্ন। তবে সেই প্রকৃতির যাহাদের কিছু কিছু সাদৃশ্য আছে তাহা-

রাই এক শ্রেনীস্থ লোক। যেমত কোন দ্রব্যই এক রসে সমুৎপন্ন হয় না, অথচ এক রসের উৎকর্ষতা বোধে লোকে সেই সেই রসে সেই সেই দ্রব্য উৎপন্ন বলিয়া থাকে, তেমতি সরলতা-বিভূষিত ব্যক্তি সমূহকে লোকে সরল বলিয়া থাকে। কিন্তু তাহার মধ্যে কাহার কত দুর সরলতা, তুলনা করিলে কখনই এক প্রকৃতির লোক বলিয়া অনুমিত হয় না। সেই প্রকৃতি চিরকালানুবর্ত্তিনী, কোন কবি বলিয়াছেন ;—

"ন ধর্ম্ম শাস্ত্রং পঠতীতি কারণং, ন চাপি বেদাধ্যয়নং দুরাত্মনাং।
স্বভাব এবাত্র তথাতি রিচ্যতে, যথা প্রকৃত্যা মধুরং গবাং পয়ঃ।"

ধর্ম্ম শাস্ত্র পাঠ করি ধার্ম্মিক না হয়, বেদ পড়ি দুরাত্মার কিবা ফলোদয় ?
যাহার স্বভাব যাহা না হয় খণ্ডন; মধুর গো দুগ্ধ হয় স্বভাবে যেমন।

এই কবি অতি সারবান্। পাঠক মহাশয়! আপনি যদি একথা বিশ্বাস না করেন, আমাদের কিন্তু দৃঢ় প্রত্যয়, কারণ আমরা ভুক্তভোগী! আপনিও অনুসন্ধান করুন, একবার নিরপেক্ষচিত্তে চারিদিকে দৃষ্টিপাত করুন, অবশ্যই বিশ্বাস হইবে। "স্বভাব যায় না মলে!"—এই চির প্রচলিত কথাই ঐ বচনের মর্ম্ম বিস্তারক; আপনি বিবেচনা করুন, আত্ম প্রকৃতির তুলনা করুন, দেখুন দেখি একথাটি মনে ধরে কি না। এই প্রকৃতির দোষ গুণেই লোকে সদসৎ শ্রেণীভুক্ত হয়। সৎপ্রকৃতির লোক জগতে অতি দুর্লভ, কিন্তু অসৎ প্রকৃতির লোকই অনেক। পরোপকার, দয়া, ভ্রাতৃভাব প্রভৃতি সদ্গুণচয় সৎপ্রকৃতির ধর্ম্ম, অসৎ প্রকৃতিতে ইহার সমস্ত বৈপরীত্য দেখিতে পাওয়া যায়। এই সকল সৎপ্রকৃতির গুণেই কত লোক চিরস্মরণীয় হইয়াগিয়াছেন। এই প্রকৃতি আবার আশ্রয় ভেদে নানারূপ ধারণ করে। ধনী ব্যক্তিরা তোষামোদের বশীভূত, নির্ধনীরা তোষামোদী। আমরা অনেকের এরূপ প্রকৃতি দেখিয়াছি যাহারা বিনা স্বার্থেও লোকের তোষামদ করিয়া থাকেন। তাহা এই প্রকৃতির ধর্ম্ম। সকলের প্রকৃতিরই কোন অংশ সার, কোন অংশ অসার। যিনি যে অংশের চালনা করেন, তাঁহারই সেই অংশের কার্য্য অধিক। কেহ অসার প্রকৃতি প্রধান মনুষ্যকে বাতুল বলিয়া থাকেন; কিন্তু বিবেচনা করিয়া দেখিলে সে অংশে সকলেই বাতুল। আমাদের কি উচ্চাশা নাই? আমরা কি জনসমাজে মান্য গণ্য হইতে চাহি না? কিন্তু যিনি সেই গুলি প্রকাশ করেন, যিনি তাহার জন্য ব্যস্ত হয়েন, তিনিই বাতুল। নতুবা যিনি জনসমাজে প্রধান সৎপ্রকৃতির লোক বলিয়া পরিচিত তাঁহারও অন্তরে উচ্চাশা প্রভৃতি ক্রীড়া করিতেছে, কেহই তাঁহার সেই সকল লক্ষন হঠাৎ জানিতে পারেন না।

কতকগুলি লোকের প্রকৃতি খলতায় পরিপূর্ণ, নিরন্তর সকলের অনিষ্ট চেষ্টাই তাঁহাদিগের উদ্দেশ্য। একটি লোকের সহস্র গুণ সত্ত্বেও তাঁহারা তাহার ঘুণাক্ষরে কোন দোষ পাইলে তাহাই লইয়া কত আন্দোলন করেন। খলদিগের প্রকৃতি সংস্কৃত মহা কবিরাও বর্ণন করিতে সমর্থ হয়েন নাই। চঞ্চলা লেখনী অদ্য যে বিষয় আন্দোলন করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছে, তাহা এই ক্ষুদ্রায়তন পত্রের দীর্ঘ জীবনেও শেষ হইবার নহে। অতএব অদ্য এ বিষয়ের প্রস্তাবনা এই স্থানেই ক্ষান্ত, সুবিধা মতে এই উভয় প্রকৃতির চিত্র দেখাইব এরূপ মানস রহিল।

আমি কি পাগল ?

আমার লেখনী উপরোক্ত প্রশ্নটির উত্তর করিতে অক্ষম, কারণ আমার অন্তর বলিতে পারে না। এই আমি সাধারণ সমীপে উপস্থিত হইয়াছি, আমার কি বেশ? বেশের উপকরণ কোথায়? আমার মন অস্থির, কখন আপনা আপনিই হাঁসি, কখন বিনা কারণে আমার অন্তর কাঁদিয়া উঠে! কখন বিনা প্রয়োজনে ভ্রমণ করি, আমায় কি লোকে পাগল বলে না? যখন এই পত্রিকায় স্বছবি দেখাইতে উদ্যত হইয়াছি, তখন তো আমি পাগল!

আমার কোন বন্ধু আমাকে উপদেশ দিয়াছেন "যাহার অনুকরণ করিতে উদ্যত হইবে তাহার সকল দ্রব্য সংগ্রহ করিও" কৈ আমার দ্রব্য?—এই লেখনী? ইহার কি বল আছে? নবীন পাঠক মহাশয়, আমার নব পরিচিত বন্ধু মহাশয়গণ! দেখুন; আপনারাই আমার পরীক্ষক।

আমি যে সহযোগী? কিসের?—এ প্রশ্ন আপনা আপনি উত্থিত হইলে অন্তর কম্পিত ও লেখনী স্খলিত হয়! তবে আমায় আমার বন্ধুবর্গ, প্রকাশিকার নবীন সম্পাদক—আমাকে সহোযোগী করেন কেন? তাঁহাদের কৃপা! ইহাদের এতো কৃপা, সহৃদয় পাঠকবর্গের কি একটুও কৃপা হইবে না?—কে জানে, দেখি যখন নাট্যশালায় এসেছি একবার অভিনয় করিবই করিব!—আমার অতুল আহ্লাদ, আমি সহযোগী!!

আহা! ইহারা পত্রিকাখানি করিয়াছেন, বিপুল উৎসাহে, বিপুল বিনয়ে অভিনয় স্থলে নামিয়াছেন, আমি মধ্যে মধ্যে সঙ দিব?—কেন? মাসান্তে এক দণ্ড অভিনয়, আমার সাহায্য লইবেন কেন?—আমি যে বন্ধু!—বারংবার একথায় তাঁহারা ক্রোধ করিতে পারেন,—এমন বন্ধু!—তবে আমি পাগল!

আমার আজ বাড়াবাড়ি ভাল নয়! আজ এই খানেই বিদায়! পাঠক মহাশয়গণ! যদি অনুমতি করেন, যদি আমার অভিনয়ে, আমার অনুরোধে আমার প্রতি

অনুগ্রহে মুখ মুচ্‌কাইয়া একটু হাঁসেন, তবেই অধীন—সুতরাং—বশম্বদ—পুনরায় দেখা দিয়ে বিদ্যা বুদ্ধির শেষ দেখাইব, নচেৎ আজ অবধি—এই ভূমিকা পর্য্যন্ত অধীন গা ঢাকা! অনেকে জিজ্ঞাসা করিতে পারেন, মুখ মুচ্‌কে হাঁসার তো নানা অর্থ?—আমি যেটি ভাল অর্থ, যেটিতে আবার আপনাদিগের সহিত সাক্ষাৎ করিতে পারি, সেইটি গ্রহণ করিব!

পাঠক মহাশয়! আপনি কি নূতন পরিচিতের সহিত আলাপ করিতে চাহেন না?—কেন এই সে দিন কাহিল শরীরে (যদি আমাদের দেশে বাটী হয়) প্লীহা-ক্রান্ত জঠরে নূতন অন্ন আদরে ভোজন করিলেন, পিতৃ পুরুষদিগকে (যদি হিন্দু হন) দিলেন, আজ নূতন বলে আমার আদর নাই কেন? আরো বলি! আপনি যদি আমোদপ্রিয় হন, তবে মধ্যে মধ্যে এ বাতুলের সঙ্গে আলাপ কর্ব্বেন না কেন? আমার অস্থান হাস্য, অস্থান গীত, অসম্বন্ধ প্রলাপ, এত গুলি উপকরণেও আপনারা হাস্য করিবেন না? তবে আমার অসাধ্য—কি করিব ভাই—বিধি বিবাদী!—আমি যে পাগল!!!

(কতক) সহযোগী।
সং।

সহরে শীত কাল।

"আজব্ সহর কল্‌কাতা।"

হুতোম।

সহরে শীত কাল,
সহরে শীত কাল, যেন কাল,
দুঃখী লোকের পক্ষে
সে দুঃখ দেখেনা কেউ চক্ষে।
এখানে বাবু যারা,
এখানে বাবু যারা, সুখে তারা,
কচ্চে কাল যাপন,
শীতেতে আমোদ অন্বেষণ।
বাবুরা চোগা গায়,
বাবুরা চোগা গায়, মোজা পায়,
রেশমী টুপি মাথে,
দেখা নাহিক শীতের সাথে।
হাতেতে ষ্টিক রুমাল্,
হাতেতে ষ্টিক রুমাল্, নব্যের চাল্,
গলায় গলাবাঁধ,
ক্রমে সালের বাজার বধ।
উঠেছে নূতন্ র‍্যাপার্,
উঠেছে নূতন্ র‍্যাপার্, সস্তা এবার্,
হরেক রকম রং,
গায়ে দিয়ে সাজ্‌লো যেন সং।
র‍্যাপারে ব্যাপার্ বড়,
র‍্যাপারে ব্যাপার্ বড়, জড় সড়,
সালওয়ালা যত,
সালের গুমর নাহিক্ তত।
যত সব নূতন্ সভ্য,
যত সব নূতন সভ্য নব্য ভব্য,

সাদা রঙ্গের সাজ,
রঙেতে তাদের বড় লাজ।
দাড়ি যার্ ছাগী জিতে;
দাড়ি যার্ ছাগী জিতে, মাথায় সিঁতে,
নবীন ধর্ম্ম ভান,
তাহাদের একালেতে মান।
সহরে সব্‌ই নূতন্,
সহরে সব্‌ই নূতন্, কৈ পুরাতন্,
কবি যাত্রার দল,
এখন থিয়েটার প্রবল।
যত সব ফচ্‌কে জুটে,
যত সব ফচ্‌কে জুটে, লুটেপুটে,
নিচ্চে সকল টাকা,
গুনি লোক দিয়েছে গা ঢাকা।
বেঁধেছে মস্ত ঘর,
বেঁধেছে মস্ত ঘর, বড় দর,
তাদের পসার বড়,
বাবুর্দল হচ্চে তাতে জড়।
দিয়াছে গ্যাসের আলো,
দিয়াছে গ্যাসের আলো, সীন্‌ও ভাল,
দেখ্‌তে সোনার পুরী,
খাটিয়েছে সাহেবি হুনুরি।
ব্যয়্ নাই হিত কাযে,
ব্যয়্ নাই হিত কাযে, কেবল্ বাজে,
টাকার শ্রাদ্ধ করে,
এদিকে ভিক্ষা দিতেও মরে।
ওদিকে দড়ি বাজি,
ওদিকে দড়ি বাজি, দেখ্‌তে রাজি,
সার্কাসাদির দল,
না বুঝে টাকা লবার কল।
আস্চে পেস্তা আঙ্গুর,
আস্চে পেস্তা আঙুর, আনার খেজুর,
নানা রকম মেয়া,
খেয়ে সব হচ্চে মজা কেয়া।
কমলা বড় সরেশ্,
কমলা বড় সরেশ্, রংটিও বেশ্,
মদের প্রধান চাট্,
যা পয়সা না জুটলেই বিভ্রাট্।
বাংলায় যে যা দেখে,
বাংলায় যে যা দেখে, সে তা শেখে,
অনুকরণ প্রিয়,
স্বভাব আমাদের জাতীয়।

শ্রীবীরাঙ্গনা কাব্যোত্তর কাব্য।

দ্বিতীয় সর্গ।

তারার প্রতি সোমদেব।

[কবিবর মাইকেল মধুসূদন দত্ত প্রণীত শ্রীবীরাঙ্গনা কাব্যে বৃহস্পতি পত্নী তারাদেবী শুধাংশুর রূপে মোহিতা হইয়া যে প্রেমরস পরিপূর্ণ পত্র পাঠাইয়াছিলেন, তারানাথ তৎপাঠে মুগ্ধ হইয়া নিম্নলিখিত পত্রখানি দ্বারা তৎপ্রত্যুত্তর প্রেরণ করেন।]

আর্য্যে, পাইয়া প্রেরিতা লিপি প্রেমময়ী
পড়িনু করি শীরেতে ধারণ। অমনি
শীহরে অঙ্গ, অনঙ্গ পাইয়া সময়
মারে বাণ খরশাণ, ধৈর্য্যবর্ম্মভেদি।

স্মৃতিপথে ভয়ঙ্কর গুরুপ্রতিরূপ
অমনি ভাতিল, হনু ভয়েতে বিহ্বল,
কি করিব, কিছু নাহি পাই বিচারিয়া।
যদবধি ও সুবর্ণ (কসিত সুবর্ণ
লাঞ্ছিত) নয়ন পথে হল সমুদিত,
তদবধি মারিবারে শর মার ভ্রমে
অন্তরালে, নাহি পেলে অবসর, সদা
ডরে গুরুত্রাসে, এবে আকর্ণ সন্ধানি
মর্ম্মভেদিবাণে বিঁধি দগ্ধ করিতেছে।
পড়িতাম যদা গুরু সন্নিকটে বসি,
সদা জাগিত মানসে, তব রূপ, যেন
বসি সম্মুখেতে! কভু বিস্মরিয়া তারা
তারা বলি,—শুনি গুরু বলিতেন, কিবা
করিছ স্মরণ? আমি কহিতাম করি
ছল, স্মরিতেছি, তারা বিপদতারিণী।
নিশিযোগে পুঁথিরাখি সম্মুখেতে, তব
মূর্ত্তি করিতাম ধ্যান, কত ছল করি
ওরূপ মাধুরি তব, হেরিতাম পশি
অবরোধে। অয়স্কান্ত নিকটেতে থাকে
যদি লৌহ, না মিশিয়া কভু থাকিবারে
পারে কি, বিশ্বাস্য ইহা? ক্ষণে ক্ষণে হত
পোড়ামনে—সম্বোধিতে গুরুপত্নী স্থলে
তোমা "প্রণয়ণী" বলি, অমনি কৌশলে
তাহা মনে মনে রাখি। নমি যবে পদে
ছুঁইতে চরণ ইচ্ছা, কিন্তু ভয় বশে
নাহি পারি, কদম্বের সম হত দেহ।
যবে স্মিত মুখে মত্ত-পিক-স্বর গুঞ্জি
ডাকিতে সস্নেহে মোরে বলি 'চন্দ্র' আমি
ভাবিতাম বুঝি বলি "প্রাণনাথ" সম্বোধিলা
মন জানি; এবে পেয়ে পত্র সেই আশা
পূর্ণ ভাবি। কিন্তু হলে সুরাচার্য্য দেবে
মানস মাঝারে, সব আশা যায়, ভাবি
দুখে গুরুপত্নী ভাবে। কিবা অপরূপ
স্মর-শরতেজ প্রাণ দহে তায়, হয়
মনে, হয়ে দাস সদা সেবিব চরণ,
তুমি প্রণয়ের বশে সম্বোধিবে বলি
" প্রাণনাথ" এই কথা কি রূপে বা লিখি,
গুরুপত্নী তুমি; তব কমল চরণ
সেবিব,—একথা বটে মিথ্যা কভু নয়,
কিন্তু প্রণয়ভাজন এমূঢ় হইবে
কি রূপে? দয়া করিয়ে লিখেছ পত্রিকা,
আজ্ঞা তব লঙ্ঘিবারে এমূঢ়ের শক্তি
নাহি হয় অদ্যাবধি, দেবি, জেনো ইহা!
এত দিন নাহি যাহা পারিয়াছে, তাহা
অদ্য কি সাহসে বল লঙ্ঘিবে? মানসে
অমনি গুরুর ক্রোধ হয় সমুদিত,
ভাবি পোড়াইবে মোরে ক্রোধাগ্নিতে গুরু,
কিন্তু সেও ভাল, তবু ও চরণ সেবি
জীবন সার্থক করি সতত কামনা!
যথা, পতঙ্গ অগ্নিতে পড়ে মরিবার
তরে, তথা অদ্য মম এবাসনা হল
নিশ্চয় জানি; তথাপি নাহিক পারিবে
দেবি, তোমার অনুজ্ঞা করিতে লঙ্ঘন
এদাস! চির দিন এ তব আজ্ঞাকারী?
একে রাহুগ্রস্থ বিধু হয় ক্ষণে ক্ষণে
পুনঃ করিবারে পাপ ভয় নাহি হয়;
কিমাশ্চর্য্য! পুষ্পধনু অসাধ্য জগতে
নাহি কিছু! যে ব্রহ্মারে মজালে কন্যায়,
হরে করিয়ে পাগল মল প্রাণে, ধন্য!
যোদ্ধৃবর বটে সেই, কৃত কার্য্য হল!
দিয়া প্রাণ দান! হায়, লজ্জা নাহি তার!
হল ভস্ম! কত কষ্টে পুনঃ যদি পেলে

দুল্লভ জীবন, তবু স্বভাব নাহিক
ছাড়ে? প্রকৃতির ভাব কেহ নাহি পাবে
তেজিতে কখন; সখ্য মম সাথে তার
কত উপকার করি, তার পক্ষ হয়ে
শেষে করিল এরূপ। হায়, ভুজঙ্গেরে
দুগ্ধপান করাইলে তাহে হয় তার
বিষবৃদ্ধি মাত্র! খল অতি ভয় নাই
তাই বন্ধু বধে। বুঝি বিরহিনী-শাপে
মম হল এই দশা, যার পক্ষ হয়ে
চিরকাল কাটাইনু, সেই এবে করে
নষ্ট মোরে। সময়েতে সব আসি ঘটে!
স্মর, বন্ধু হয়ে তুই হায় শত্রু হলি
এবে! চিরকাল কিরে এই রূপে কাল
কাটাইবি আশা? পরে কষ্ট দিলে পেতে
হয় কষ্ট রেখ মনে। প্রিয়ে! জানিলাম,
বন্ধু জীবন রাখিতে মূলকাটি পুনঃ
রোপিবারে যথা তরু জনেতে আয়াসে
তথা মারি ফুলবাণ ও কোমল দেহে
করাতেছে অধীনেরে স্মরণ এখন।
এ যে তব চিরদাস, তাই স্নেহ করি
এদাসেরে পুরস্কার দিবে ও যৌবন
অনর্ঘ ধন। হৃদয়ে তব জাগে দয়া,
দয়াবশে জেন এ যে তোমার অধীন।
সদা নির্জ্জনে তোমারে ডাকি অশ্রুনীরে
ভাসি, কে আর জানিবে, জানেন সর্ব্বজ্ঞ
ঈশ, আর বন্ধু স্মর; যদিচ কুরীতি
তাঁর, কিন্তু স্নেহ নাহি হইয়াছে ন্যূন।
কোকিল কল রবিলে, অমনি তাহারে
বলি ধিক্; অবোধ সে যে, করি অহঙ্কার
পুনঃ ডাকে, যেবা বীণা ধ্বনি শোনে কানে
তার কি পটহ ধ্বনি মিষ্ট আর লাগে?
খাইলে সুমিষ্ট চূত যম দূতিকারে
কেবা চায়? ভাবি মনে বুঝি তব স্বর
শুনি, তুল্য হইবার আশে, মুহুর্মুহুঃ
ডাকিতেছে, সম্ভাবনা বটে, কিন্তু মুগ্ধ
জানে না কি শত দগ্ধ লৌহ নাহি হয়
স্বর্ণ সম, শত ধিক্ রে তার আশে! দেবি!
তাই চিন্তি বুঝি হল কৃষ্ণ বর্ণ কায়!
হৃদয়েশি, লিখিতেছি তব দয়া গুণে
প্রেরিতা পড়িয়া লিপি, করি দুঃসাহসে
ভর; চিরকাল তব আজ্ঞা এই দাস
মস্তকে ধরিয়া করে অনুমতি কার্য্য।
ভগবতি, সম্বোধিতে ইচ্ছা প্রাণ-প্রিয়ে
হায়, লিখিতে লেখনী পড়ে কর হতে!
ক্ষণে ক্ষণে হয় মনে, ব্রহ্মাগ্নি গুরুরে!
তিনি যেন কহিছেন,—লিখিতেছ কিবা
দুর্ম্মতি? নাহিক লজ্জা, গুরুপত্নী প্রতি
পড়েছে মন? অমনি শীহরে শরীর,
মুখ শুষ্ক হয়, চক্ষু হতে জল ঝরে,
প্রস্রবণ হতে যেন। দেখি পুনঃ, মরি
ওরূপ মাধুরি, যাহা নিরখিয়া বুঝি
সম হবে বলি স্বর্ণ অগ্নিতে পুড়িছে,
যেন লইয়া লেখনী যত্নেতে করেতে
দিলে তুলি, "কিবা ভয়" বলিতেছ। অয়ি
সাহসিকে! ধন্য আমি আজি মানিতেছি
হেরে সম্বোধন তব, "তরা নাথ" কিবা
করিতেছি ভয়, তব আজ্ঞা, সখা স্মর
সহায় সতত। দেবি! "যে আজ্ঞা" অধীন
এই মাত্র প্রত্যুত্তর দিলে পড়ি লিপি,
পাদপদ্মে নিবেদন কিমধিক মিতি।

ইতি শ্রীবীরাঙ্গনা কাব্যোত্তর কাব্যে
তারাপত্রিকোত্তর নাম দ্বিতীয় সর্গ।

জানকী হরণ।

প্রথম সর্গ।

পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর।

জানকী সুন্দরী বধু তরুণ যৌবনা,
স্ত্রীজন-ভূষণ-লজ্জা-ভয়-বিভূষণা,
ভয়াল কানন মাঝে করিয়া অর্পণ,
সুমন্ত্রি সুমন্ত্র তুমি আইলা এখন?
হায়রে লক্ষ্মণ। শিশু স্বভাবে সুজন,
কোমল শয্যায় দেহে হইত বেদন;
শুষ্ক পর্ণচয়ে হল অধুনা আসন,
কি দোষে কানন বাসী নৃপতি নন্দন!
ছিল আশা নবদুর্ব্বা-দল-শ্যাম রামে,
কনক কীরিট মাথে সীতা দেবী বামে,
হেরিব অযোদ্ধা রাজ সিংহাসনোপরি,
কি সাজে সাজিলো এবে আহা মরি মরি!
বল্কল-ভূষণ মাথে হবে জটাভার,
ফল মূলাহারী বাছা তপস্বি আকার,
এতেক বলিতে বাষ্পে রোধ হল বাণী,
শিথিল শরীর গ্রন্থি মূচ্ছা প্রাপ্তা রাণী।
মূর্চ্ছিতা কৌশল্যা দেবী নাহি আর জ্ঞান,
সবে বলে বাহিরিল বুঝি রাজ্ঞী প্রাণ,
জীবনের আশে সবে সিঞ্চিছে জীবন,
চতুর্দ্দিকে হাহাকার হইছে শ্রবণ।
সকরুণ ধ্বনী হর্ম্ম করি প্রতিধ্বনি,
কেনবা কাঁদিছ স্মরি রাম রঘুমণি;
জ্যোতিঃ হীনা পুরি এবে শ্রীরাম বিহনে,
সুধাংশু বিহনে হয় যেমত গগনে।
সুমন্ত্র সারথি ভাসি নয়নের নীরে,
চলিলেন ধীরে ধীরে কৈকয়ী মন্দিরে।
গৃহদ্বারে হাস্য মুখে কৈকয়ী জিজ্ঞাসে,
আইলে সুমন্ত্র রামে রাখি বনবাসে?
শুনিয়া সুমন্ত্র স্তব্ধ ঝুরিছে নয়ন,
মন্থরা হেরিয়া বলে একি অলক্ষণ,
ভরত হইবে রাজা এজন্য বিরস?
ভরত হইতে রাম কিসে বা সরস?
শুনি বাণী মন্ত্রিবর করুণ বচনে,
কহিল নির্লজ্জে দুষ্টে ধিক্ রে জীবনে!
কুরু-কুল-ধুমকেতু হইলি এখন,
বলিতে রোধিল কণ্ঠ দ্বিগুণ রোদন।
মন্থরা বলিল দর্পে, রাম পক্ষে ভাল!
আইলে ভরত আমি ঘুচাব জঞ্জাল!
নৃপসুতদ্বয় তবু রামে ভালবাস
কেন বল নীচাশয় স্বগৌরব নাশ!
নিরুত্তরে গৃহে বসি সুমন্ত্র তখন,
হেরিল নৃপতি ভূমে করিয়া শয়ন,
মূর্চ্ছাগত চারিদিকে করিছে ব্যজন,
নিশ্বাসে হইছে লক্ষ আছয়ে জীবন!
ক্ষণেকে পাইয়া জ্ঞান হেরি মন্ত্রিবরে,
রোদন করিয়া কহে সকরুণ স্বরে,
আইলা সুমন্ত্র রামে রাখিয়া কানন?
পুনঃ মূর্চ্ছাগত নৃপ হইল তখন।
কৈকয়ী পাপিনী কয় "বৃদ্ধ জ্ঞান হত,
কেন বৃথা রাম রাম কর অবিরত?
মিথ্যা এবে এ রোদন শুনহ বচন,
ভরতে আনিতে আজ্ঞা করহ এখন"।
যাহ হে সুমন্ত্র আন ভরতে ত্বরিত,
নৃপতি লোক লাজেতে এবে ভীত চিত।
এক বর রামচন্দ্র করিল পালন,
আর বর মন্ত্রি তুমি করহ সাধন।

ক্রমশঃ।

কাঁচরাপাড়া প্রকাশিকা।

মাসিক পত্রিকা।

"নির্ম্মৎসরাঃ সুকৃতিনঃ খলু যে বিবিচ্য, কর্ণে গুণস্য কণমপ্যবতংসয়ন্তি।
যেষাং মনো ন রমতে পরদোষবাদে, তে কেচিদেব বিরলা ভুবি সঞ্চরন্তি॥"

১ম ভাগ। } ১২৮০ সাল—ফাল্গুন। { ৪র্থ সংখ্যা।

কুসুমিকা।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

প্রণয়ে কি না হয়! তুমি কার?—তবে আসি।

কুসুমিকার প্রাসাদ হইতে শৈলেশ্বরের আবাস বাটী অধিক দুর নয়, একবাটী বলিলেও বলা যায়, কিন্তু উভয় বাটী পরস্পর বিভাগীকৃত। অদ্য যে বাটীতে শৈলেশ্বর আছেন সেটি তাঁহার নিজ বাটী নয়,—রণজয়ের আরামগৃহ। আজ শৈলেশ্বরই তাহার অধিকারী। গৃহটির চতুষ্পার্শ্বে সুদৃশ্য সুগন্ধি কুসুম বৃক্ষ বিরাজিত, মধ্যে মধ্যে দেবদারু বৃক্ষ, মধ্যে মধ্যে লতাকুঞ্জ, এক এক স্থানে এক একটি বীরপুরুষের প্রতিমূর্ত্তি! গৃহ মধ্যস্থ একটি প্রসস্ত কুটীরের পর আর একটি কুটীর, সে কুটীরটি নানা সজ্জায় সুসজ্জিত, তন্মধ্যে একখানি রৌপ্যময় সুচারু কারু কার্য্য খচিত বিচিত্র শয্যাব্যাপ্ত পর্য্যঙ্কে শৈলেশ্বর শয়ন করিয়া রহিয়াছেন—শয়নই বা কেমন করিয়া বলি?—অর্দ্ধেক শয়ন, অর্দ্ধেক উপবেশন। সম্মুখে একখানি সুবর্ণ বিনির্ম্মিত সুদৃশ্য পাত্রে তাম্বুল রহিয়াছে। শৈলেশ্বরের মুর্ত্তি অতি প্রসান্ত, গম্ভীর অথচ বীরতা-ব্যঞ্জক; বর্ণ কৃষ্ণ বলিলেও বলা যায়, কিন্তু আবলুষ কৃষ্ণ নয়,—সচরাচর যাহাকে শ্যামবর্ণ বলে এ সেই বর্ণ; কপাল উজ্জ্বল ও প্রসস্ত, তাহাতে বিভূতি ত্রিপুণ্ড্র, মধ্যে চন্দন টিপ; নয়ন অপেক্ষাকৃত দীর্ঘ বটে, কিন্তু সুদীর্ঘ নয়, আকর্ণ হইলে আরো চারি আঙ্গুল দীর্ঘ হইত; নাসিকা সম্পূর্ণ টিকল নয়, কিন্তু মুখের মানান সই; শ্মশ্রু ও গুল্ফ উভয়ই সুদৃশ্য; কর্ণ নিরন্তর

বীরবালা ভরে ঈষৎ নমিত ; গলদেশ রুদ্রাক্ষ মালায় অতি সুন্দর দৃশ্য, তাহার নিম্নদেশে গজমতি কণ্ঠী ; গঠন দোহারা, কিন্তু বীরপুরুষোচিত—হঠাৎ দেখিলে বোধ হয় অতি কোমল, বাস্তবিক স্থানে স্থানে প্রস্তরবৎ কঠিন ; উদর বড় নয় ; বক্ষস্থল প্রসস্ত, মহাকবি কালীদাস দিলীপ রাজাকে যে কপাট বক্ষ বলিয়াছেন, সে শব্দ এখানেও সঙ্গত, বক্ষস্থলে অল্প লোম ; বাহুপদ প্রভৃতি দৃষ্টে বোধ হয়, ইনি এক জন প্রসিদ্ধ বীর। সয্যা পার্শ্বে সুদীর্ঘ রত্নখচিত কোষাচ্ছাদিত অসি। তিনি তাম্বুল চর্ব্বণ করিতেছিলেন, আর অন্যমনস্ক হইয়া মধ্যে মধ্যে কি ভাবিতে-ছিলেন ; সেই সময়ে এক জন দাসী আসিয়া সংবাদ দিল, “দ্বারে চপলাঠাকুরাণী দাঁড়াইয়া।” শৈলেশ্বর বলিলেন, “ত্বরায় লইয়া আইস!” তৎক্ষনাৎ দাসী প্রস্থান করিল। শৈলেশ্বরের মুখে পূর্ব্বে যে চিন্তার চিহ্ন ছিল এক্ষণে আর এক ভাব—হর্ষ, সন্দেহ বিমিশ্রিত অদ্ভুত ভাব! কি ভাব, তাহা এক্ষণে জানিবার আবশ্যকতা নাই, অনুমানে যা হয়। ক্ষণবিলম্বে দাসী সঙ্গে চপলা প্রবেশ করিলে শৈলেশ্বর উঠিয়া বসিলেন, এবং সাহ্লাদে সতৃষ্ণ দৃষ্টিপাত করিয়া বলিলেন, “চপলে! অসময়ে যে”? চপলা একটু মুখ মুচকে হেঁসে বলিলেন, “ভাল আহ্বান শিখেছেন, একটা মানুষ এলে বস্‌তেও বল্‌তে হয়।” শৈলেশ্বরও একটু হেঁসে বলিলেন, “রূপসী, ঐ আসন খানি দেও।” আর আপনার লৌকিকতায় কাজ নাই, যথেষ্ট হয়েছে, পরমাপ্যায়ীত হলাম, বলিয়া চপলা খট্টার পার্শ্বে দাঁড়াইয়া রহি-লেন। শৈলেশ্বর, “তবে চপলে এখন কেন”? চপলা, “কেন, আস্‌তে নাই?” শৈলেশ্বর, “তুমি আস্‌বেনা তো আস্‌বে কে? তবে চপলে বলি আছ কেমন? এখন তোমার সাক্ষাৎ দুর্লভ!” চপলা, “মন্দ থাক্‌ব কেন, কি হয়েছে? সুখ দুঃখ আপনার হস্তায়ত্ত্ব!” শৈলেশ্বর কহিলেন, “কে বল্লে চপলে সুখ দুঃখ হস্তায়ত্ত্ব? তাহলে আমার মন সুস্থ নয় কেন?” চপলা, “তুমি নির্ব্বোধ” বলিয়া নিকটস্থা রূপসীর দিকে চাহিলে। দুইবার রূপসীর নাম হইল, পাঠক মহাশয়, বোধ হয় বুঝে থাকবেন দাসীর নাম রূপসী ; রূপসীর চেহারা খানি কি দেখিবেন? রূপসীর নাম বিরাজিনী, কিন্তু তাহাকে যে ভাবেই হউক সকলে রূপসী বলিয়া ডাকে। এইবার আমাদের অন্তর কাঁপিতেছে, যাহার নাম রূপসী তাহার রূপ বর্ণন সহজ ব্যাপার নয় ; কিন্তু পাঠক মনোরঞ্জন করিতে আমাদের সাধ্য মত চেষ্টা, সুতরাং চেষ্টা করে দেখি সেই রূপ খানি আপনাদের নয়ন দর্পণে প্রতিবিম্বিত করিতে পারি কি না।

পূর্ব্ব কবিদিগের প্রদর্শিত পথই আমাদের অবলম্বনীয়, তাঁহাদের উপমার দ্রব্যই আমাদের উপমা!—এ বলিয়া নিশ্চিন্ত থাকিতে পারি না, কতক কতক স্পষ্ট করিতে চেষ্টা করি। রূপসীর মুখ খানি পদ্মের ন্যায়, অন্য কবিরা যেমন একদেশ গ্রহণ করেন আমাদেরও সেই একদেশ,—পদ্মের বীজকোষ আমাদের একদেশ, বালিকা

কালে রূপসীর মুখ মা শীতলার কৃপায় ঠিক পদ্ম বীজকোষের অনুকরণ হইয়াছে, বোধ হয়, তাহাতেই শৈলেশ্বর মধ্যে মধ্যে অরবিন্দনিভাননা বলেন। চন্দ্রের সহিত একদেশেও তো রমণীর মুখের সহিত উপমা হয়ে থাকে, আমাদের কি সে উপমা হবে না? কেন, চন্দ্রে যেমন কলঙ্ক আমাদের রূপসীর মুখে তেমনি মেছেতা! নাকটি বাঁশীর মত, কিন্তু সামান্য বাঁশী নয়, বাঁশের যে এক রকম মুখে বাজাবার বংশি আছে, ঠিক তাহার মুখের মত! তাতেও আবার কারিকুরি,—মা শীতলার কৃপা! চক্ষুদুটি আক-র্ণতো অনেক কবিই বলেছেন, রূপসীর চক্ষুদুটি আনাক, এটি নূতন, সব পুরাতনও ভাল নয়, নাভীর গভীরতা এই খানেই রক্ষা হয়েছে ; কর্ণ—গৃধিনীগঞ্জিত, তাহার কর্ণের মত না হউক, তাহার ডানার মত, এও একদেশ,—তত বড় না হ'ক, তাহার প্রতিরূপ ; ঠোঁট দুখানি তেলাকুচার ন্যায়, কিন্তু কাঁচা তেলাকুচা, বরং তদপেক্ষা নীল বর্ণ, তেমনি আয়তন ; দাঁতগুলি মুক্তার মত, কিন্তু সামান্য মুক্তা নয়, বিধাতা আপনার গলার জন্য এক ভরির উপর এক একটি মুক্তা গঠেছিলেন, শেষে ছিদ্র কর্ব্বার সময় ভেঞে যাওয়ায় রূপসীর বদনে রদনের কার্য্য করেছেন ; কেমন বসাবার তারিপ, কোনটি সম্মুখে ঝোলান, কোনটি হেলান, আহামরি তারই বা কি শোভা, “যেন খোলার ভিতরে খৈয়ের আকার!” বিলক্ষণ ক্ষীণাঙ্গী, সকল অস্থিই দেখা যায় ; হস্ত পদ লতার ন্যায়,—তা আর বলিতে হবে কেন, যে ক্ষীণাঙ্গী ; স্ত্রীলোকের নিতম্ব বড় হলেই সুন্দরী হয়, কিন্তু রূপসীর সেইটি হয়নি, বোধ হয়, বিধাতা রূপসীকে গঠিবার জন্য যে মৃত্তিকা করেছিলেন, তার মধ্যে নিতম্বের মৃত্তিকা গুলি উদরে রাখা হয়েছিল, শেষে জমাট বেঁধে যাওয়ায়, নিতম্বের মাটী উদরেই রহেছে ; বর্ণ স্বর্ণের ন্যায়, কিন্তু বিধাতার কারু কার্য্য করিতে হইবে, খাটি সোণায় তো ভাল হয় না, তাই খাদি সোণা দিয়াছিলেন, শেষে অগ্নি সন্তাপে যে রূপ হ'ল, আবার রসান করিলে যদি মোহিত হন, তাই আর রসান করা হয়নি। কেমন পাঠক, রূপসীর মোহিনীছবি আপনার মন হরণ করিতে পেরেছে? তবু আপনি রূপসীর প্রকৃত ছবি দেখিতে পেলেন না, আপনার কপাল!

শৈলেশ্বর রূপসীকে সম্বোধন করে বল্‌লেন, “রূপসী, চপলা এলেন বসিতে বল্‌লে না।” রূপসী, “ওঁয়াদেরই ঘরকান্না, ঠাকুরুণ, আসনখানা দেব?” চপলা বলিলেন, “না রূপসী, তোমার আর যত্ন কর্‌তে হবে না, তোমার কর্ত্তার কথাতেই যথেষ্ট হয়েছে!” শৈলেশ্বর এই কথায় একটু হেঁসে চপলার মুখে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া সস্নেহ ও সানুনয় স্বরে বলিলেন, “তোমার আহ্বান কি চপলে? তুমি কি আমার অন্তর হতে অন্য স্থানে আছ? আমার হৃদয়পটে তোমার মোহিনী ছবি কি অঙ্কিত নয়?” চপলা এ কথার কোন উত্তর না করিয়া একটু হাঁসিয়া শৈলেশ্বরের মুখে দৃষ্টি নিক্ষেপ পূর্ব্বক রূপসীর দিকে কটাক্ষ করিলেন ;

এ কটাক্ষের ভাব কি? যিনি রসিক, তিনিই বুঝিয়াছেন। এই ভাব, রূপসী যে এখানে! চতুর শৈলেশ্বর চপলার মনের ভাব বুঝিতে পারিয়া রূপসীকে কহিলেন, "রূপসী, গোটা কতক পান সেজে আন দেখি!" "যাই" বলিয়া রূপসী চলে গেল। চপলা মনে করিলেন "পান তো যথেষ্ট রয়েছে, আমি একাকিনী পুরুষ সন্নিধানে, আর আমার থাকা অনুচিত।" শৈলেশ্বর বলিলেন, "তোমার মনের ভাব আমি এত দিনে কিছুই বুঝিতে পারিলাম না, যা হ'ক চপলে অসময়ে যে?" শৈলেশ্বর সচকিতে এই কয়েকটি কথা বলিলেন। চপলা তদুত্তরে কহিলেন, "আমাদের অধীশ্বর ভাল লোকের হাতে সকল ভার অর্পণ করে গিয়াছেন, তাঁহার সহধর্ম্মিণী দিবারাত্রি রোদন করিতেছেন, আহার নিদ্রা ত্যাগ, আপনি আমোদে মত্ত?" "কেন তিনি কি এখনও আহার করেন নি চপলে! এরই নাম প্রায়!" বলিয়া শৈলেশ্বর একটি নিশ্বাস ত্যাগ করিলেন। পুনরায় বলিলেন, "তাঁকে বলগে আমাদের রাজপুত্র কুলগৌরব আগামী কল্যই আসিবেন, তিনি যেন বৃথা চিন্তা না করেন।" চপলা বলিলেন, "তবে আসি!" "কেন?—এখনি যাবে কেন?" শৈলেশ্বর এই কথা সচকিতে বলিয়া চপলার মুখে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলেন। "কেন?—এই যে আপনি বলিলেন, তাঁকে বলগে! বিশেষ প্রভুর সহধর্ম্মিণী উপোষিতা, আমার এখানে থাকা ভাল হয় না।" "চপলে, বলিতে কি, তোমার অদর্শন আমার পক্ষে যত দুর কষ্টকর তেমন ইহজগতে আর কিছুই নয়। শৈলেশ্বরের এই কয়েকটি কথা শুনে চপলার মুখে আনন্দ চিহ্ন প্রকাশ হ'ল। তিনি সেই আনন্দ স্বরে "তবে কি আমায় ভালবাস?" এই প্রশ্নটী করিয়া শৈলেশ্বরের মুখে সতৃষ্ণ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলেন। শৈলেশ্বরের মুখেও অতুল আনন্দ চিহ্ন প্রকাশ হইল; তিনি চপলার নিকট সরিয়া আসিয়া বলিলেন! "চপলে, এত দিনে বুঝিলাম, বিধাতা আমায় অনুকুল, আমি যদি ভালবাসি, তবে তুমি কি আমায় ভালবাস?" পাঠক মহাশয়! দেখুন, চপলার দিকে দৃষ্টিপাত করুন, শৈলেশ্বরের দিকে দৃষ্টিপাত করুন, উভয়ের নয়ন উভয়ের মুখোপরি সংস্থাপিত, উভয়ের চক্ষু পরস্পর স্নেহ বিনিময় করিতেছে; পরস্পরের অন্তরে প্রেমতরঙ্গ আন্দোলিত হচ্ছে। চপলা বলিলেন, "আপনি এই দ্বীপের অধীশ্বর বলিলেও হয়; আপনি ভালবাসিলেই আমার পরম লাভ! আমার ভালবাসায় আপনার কি হবে?" "চপলে, তুমি মহদ্বংশসম্ভূতা বিশেষতঃ পবিত্র প্রণয় কি নীচানীচ অপেক্ষা করে? বলিতে কি, তোমার জন্যই আমি এতো কাল বিবাহ করি নাই!" চপলা বলিলেন "কেন? আমি কি তোমার বিবাহের প্রতিবন্ধক?" শৈলেশ্বর,— "নও?" চপলা,— "না।" শৈলেশ্বর,— "তবে এই আমার বিবাহের শুভ দিন" বলিয়া স্বীয় গলদেশ হইতে মুক্তামালা খুলিয়া, চপলার গলায় দিতে উদ্যত হইলেন। চপলা,

"আমি যে পরাধীনা" বলিয়া শৈলেশ্বরের হস্ত ধারণ করিলেন। শৈলেশ্বর চপলার গলদেশে হস্তার্পণ করিয়া বলিলেন, "তবে তুমি কার?" চপলা বলিলেন, "অধিনী আপনার!" "তবে প্রতিবন্ধক?" শৈলেশ্বরের এই প্রশ্নে চপলা "অধীনতা" এই মাত্র উত্তর করিলেন। শৈলেশ্বর, "যদি তোমার মত হয়, বীরবর রণজয়ের অনুমতি নিকটবর্ত্তী, তাহার জন্য তোমার ভাবনা নাই, তুমি কেন মালা বিনিময়ে প্রতিবন্ধক?" এই কথা বলিলে চপলা বলিলেন, "এই কি আপনার বিবাহের সময়, আপনার প্রভু যে ভার অর্পণ করিয়াছেন, তাহার এই প্রতিপালন বটে?" "তবে এখন বস," শৈলেশ্বরের এই কথায় চপলা দুঃখিত স্বরে বলিলেন, কুসুমিকা যে আহার করেন না, আমি কি করি, "আপনাকে তাই জিজ্ঞাসা করিতে আসিয়াছি।" শৈলেশ্বর নিরুত্তরে আরো নিকটবর্ত্তী হইলেন, নয়ন চপলার মুখোপরি সংস্থাপিত! হস্ত গলদেশাশ্রয়ী।

শৈলেশ্বর! এই কি তোমার বীরতা? একজন রমণীর নিকট সকল বল বুদ্ধি হত করিয়াছ? কি করিতেছ, এই তোমার বীরপুরুষোচিত কার্য্যই বটে! ক্রমশঃ চপলার মুখের নিকট মুখ লইয়া যাইতেছ কেন? অতো ভাল নয়, রণজয় তোমায় যে ভার দিয়া গিয়াছেন এই কি তার কার্য্য? লোকে তোমাকে জিত রিপু বলিয়া থাকে, এত দিনে তাহা অন্তর্হিত হইল। ঐ দেখ, রূপসী আসিতেছে, সে তোমার এ ভাব দেখিলে কি মনে করিবে? চপলা না চতুরা, তারও কি জ্ঞান নাই! রূপসী যে চপলার পশ্চাতে! তাহার মুখের দিকে তাকাইয়া দেখ, সে তোমাদের ভাব দেখিয়া অবাক হইয়া আছে!

রূপসী চপলাকে সম্বোধন করিয়া বলিল, "ঠাকুরুণ, কি হয়েছে?" রূপসীর কথা শৈলেশ্বরের কর্ণে স্থান পাইল না, কিন্তু চপলা সচকিতে বলিলেন, "আমার চক্ষু পরিস্কার হইয়াছে, আর নয়!" রূপসীকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "রূপসী, চক্ষে কি পড়িয়াছে!" এখন শৈলেশ্বরের জ্ঞান হইল; সচকিতে চপলার স্কন্ধস্থিত বাহু অপসৃত করিলেন; কিন্তু তাঁহার হৃদয় আর চপলার নিকট হইতে আসিল না।

রূপসী বলিল, "গিয়াছে তো? হাঁ, তোমার প্রভুই তাহা ভাল করিয়াছেন"। চপলা এই কথা বলিয়াই শৈলেশ্বরের মুখে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলেন। তাঁহার নয়ন অল্প অশ্রু সুশোভিত। তিনি বলিলেন, "তবে আসি"। শৈলেশ্বর তাহার প্রত্যুত্তর দিলেন না, সুস্পষ্ট বুঝা গেল তাঁহার নিতান্তই অনভিমত। চপলা আর দাঁড়াইলেন না, এবং পুনরায় বলিলেন,— "তবে আসি!"

উচিত বটে নাটক।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

হরিহরপুর, মহেশের বাটীর সম্মুখস্থ পথ।

(শ্রান্ত সুরেশ চট্টোপাধ্যায়ের প্রবেশ।)

সুরেশ। (স্বগত) বেলাটা গেলে বাটী থেকে বেরিয়েছিলাম, মাঠে পড়্‌তেই সন্ধ্যা হ'ল, পূর্ব্বের ন্যায় যদি এখন এ প্রদেশ হত, তবেই প্রাণটা গিয়াছিল আর কি। এখন অনেক শাসিত হয়েছে বটে, কিন্তু অশ্বত্থতলায় যে মানুষ-টার সঙ্গে দেখা হল, সে টা ভাল লোক বোধ হয় না। বৃটীশ রাজত্বের কর্ম্মচারিদিগের দোষেই এখনও এসব দেশ সহর অঞ্চলের ন্যায় সুশাসিত হয় নাই—(চিন্তা সহকারে) পুকুরটাও ছাড়িয়ে এসেছি, এইতো সেই বাটী বোধ হচ্চে—রাত্রিকাল—পল্লীগ্রাম, একটা লোকের সঙ্গে সাক্ষাত হবার সুযোগ নাই। কি করি, হেটে এসে পা তো ছিড়ে পড়্‌ছে।

নেপথ্যে। (চিৎকার শব্দে) আ—আ—আ—আ—আরে হৈ! ঘোষাল মশায়, ঘোষাল মশায়!—হাঁ-হাঁ-হাঁ!

সুরেশ। হর সর্দ্দার বোধ হয় আস্‌ছে, এর সঙ্গে দেখা হলে সংবাদও পাওয়া যাবে, এখন একবার ডাকি,—হর সর্দ্দার, হর সর্দ্দার!

নেপথ্যে। কে ও, দাদাঠাকুর না কি? কি হয়েচে! যাই।

সুরেশ। আমি, সুরেশ চাটুয্যে, নিবাস হরিপুর। (হর সর্দ্দারের প্রবেশ।)

হর। জামাই বাবু না? এত দিন কোথা ছিলেন? দণ্ডবত করি। (প্রণাম।)

সুরেশ। পশ্চিমে ছিলাম, এই সাত দিন হ'ল বাড়ী এসেছি, বলি আমার শ্বশুর বাটীর সকলে ভাল আছে ত?

হর। (স্বগত) এইবার দাদাঠাকুর গেলেন আর কি, আমার ও সব কথায় কায কি বাবু!—ভদ্রলোকের ঘরে এতো সবে কেন, জামাই থাকুতে আবার মেয়ের বে দিলে!

সুরেশ। হর, চুপকরে রইলে যে, কোন অমঙ্গল হয়েছে না কি?

হর। আজ্ঞে হাঁ, আপনার শাশুড়ী ঠাকুরুণের কাল হয়েছে!

সুরেশ। (সবিষাদে) আহা! তিনি আমায় কত স্নেহ কত্তেন, বলি আর সকলে ভাল আছেন তো?

হর। আজ্ঞে হাঁ, আপনি এই এলেন বুঝি, অনেকখানি রাত্রি হয়েছে, তবে বাটীর ভিতর যাননি কেন, দাদাঠাকুর কি উঠেন নি?

সুরেশ। না—আমিও ডাকিনি! অনেক দিন পরে এসেছি কি না, বাড়িটাও ঠিক কর্ত্তে পারি নি, এই বাড়ি না?

হর। (সহাস্যে) হাঃ—হাঃ—হাঃ—সব ভুলে গেছেন! আচ্ছা আমি ডেকে দিচ্চি! (চিৎকার শব্দে) দাদাঠাকুর, দাদাঠাকুর, ও দাদাঠাকুর!

নেপথ্যে।—হাঁ--হাঁ—হাঁ।

হর। দাদাঠাকুর, জামাই বাবু এসেছেন!

নেপথ্যে। মথুর, বাবা রাত্রে যে?

হর। মথুর বাবু নয়,—সুরেশ বাবু!

নেপথ্যে। (চিন্তিত স্বরে।) যাই!

সুরেশ। মথুর কে হে! কৈ আমার শ্বশুরের আরতো মেয়ে হয় নি?—তবে আমি যাওয়ার পরেই যদি হয়ে থাকে?

হর। (স্বগত) বামন ভাল মজাটাই করেছে, এক মেয়ে, দুই জামাই, এই বার বা কি হয়! বুড় বয়সে বে করা নয়,—ঘাট বাঁধান! ভদ্রলোকেরা পুঁথি পাঁজি পড়ে, বিধান দেয়,—তবুত এটা বুঝে না! (প্রকাশ্যে) আমি তা জানি না। (মহেশের প্রবেশ।)

মহেশ। সুরেশ, বাবা আছ কেমন, এত দিন কোথা ছিলে? এত রাত্রি হল যে?

সুরেশ। (প্রনাম করিয়া) পশ্চিমাঞ্চলে ছিলাম, মহাশয়কে কয়খানা পত্র লিখে-ছিলাম, তার তো কোন উত্তর পাই নি, বাটীর সকলে আছেন কেমন?

মহেশ। (কম্পিত রোদনে) আমার সর্ব্বনাশ হয়েছে! আর জিজ্ঞাসা কর কি! তোমার শাশুড়ী ঠাকুরাণীর কাল হয়েছে, গোলাপীও গিয়াছে (রোদন।)

সুরেশ। (স্তম্ভিত) আঃ!—কত দিন! কৈ চৌকিদার একথা বল্লে আমি তো আর আপনার সঙ্গে দেখা কর্ত্তাম না?

হর। (স্বগত) এবুড় বামুন কে গো! বল্লে মেয়েটা মরেছে, আমার এসব কথায় কায কি বাবু; কিন্তু এখনো সুর্য্যি পূর্ব্বে উঠ্‌ছে, দিন রাত হচ্চে! এটা কে, এর কি মরবার ভয় নাই?—এই না কলির সন্ধ্যা!

মহেশ। তা বাপু আমার সঙ্গে দেখা কর্ব্বে না কেন! চল বাটীর ভিতর চল!—আর একটি দুষ্কর্ম্ম করেছি!—কি করি, আমার তো আর কেউ নাই, বংশটা রক্ষার জন্যে একটি বে কর্ত্তে হয়েছে!—গ্রামের লোকের জেদ্!

হর। (স্বগত) গ্রামের লোকের জেদ!—তাই বুঝি এক ঘরে করেছে।

সুরেশ। তা সংসারাশ্রম কর্ত্তে গেলে না কল্লে চল্‌বে কেন? কিন্তু মশায়ের বয়েস হয়েছে কি না—তা যাহক, আমি এখন চল্লাম!

মহেশ। না বাপু, এরাত্রে যাবে কোথা?—চল এখন বাটীর ভিতর চল।

স্থরেশ। না, তা আর যাব না!

মহেশ। ছি বাবা! সংসারাশ্রমে এমন ঘটে থাকে, চল (হস্ত গ্রহন পূর্ব্বক বাটীর ভিতর গমন।) (মহেশ ও সুরেশের প্রস্থান।)

হর। যাই আবার চৌকি দিতে হবে! একবার হাঁকি! (উচ্চৈঃস্বরে) আ—আ—আ—আ—আ—আ—আবেহৈ! (প্রস্থান।)

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

হরিহরপুর, হরিনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাটীর সম্মুখ।

(গাড়ু হস্তে রামচন্দ্র দে ও হরিনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় দণ্ডায়মান।)

হরি। বল কি?—অনায়াসে বল্লে মেয়েটা মরে গিয়েছে, বেটা নরাধম নারকী!

রাম। দাদা, হর সর্দ্দারের মুখে আমি এই সব কথা শুনে তো অবাক্ হয়েছি, আমার ইচ্ছা হচ্চে আমি এখনি সুরেশকে বলে আসি!

হরি। রে কলি কাল! তোর মহিমা কে বোঝে, এই সকল পাপীর কুষ্ঠ না হলে পাপের প্রকৃত ফল হয় না!

রাম। আমিও দাদা আশ্চর্য্য হয়েছি! নারী হত্যাকারী ধর্ম্মদ্বেষ্টা নিরন্তর পাপাসক্ত দুরাত্মাদিগের বৃদ্ধি! পাপ পুণ্য কি নাই!

হরি। ভায়া, সব্ ফল্‌বে. এই কলির প্রথম কি না, বিলম্বে ফলে!

রাম। সুরেশ না এই দিকে আস্‌ছে? (গাড়ু হস্তে সুরেশের প্রবেশ।)

হরি। সেই রকম বোধ হচ্চে বটে, হঠাৎ কিছু বলোনা!

রাম। (সুরেশের প্রতি) আপনার নাম কি সুরেশ চট্টোপাধ্যায়? আপনি কি মহেশ ঠাকুরের জামাতা?

সুরেশ। আজ্ঞে হাঁ।

হরি। অনেক দিন পরে দেখা আমিও চিন্তে পারিনি, এত দিন ছিলে কোথা?

স্থরেশ। হরি ঠাকুরদাদা নয়! (প্রনাম) আজ্ঞে আমি পশ্চিমাঞ্চলে ছিলাম, আপনাদের গ্রামে আসা যাওয়াও বন্ধ হল, বিধি বিবাদী!

রাম। (অস্পষ্টস্বরে) তোমার শ্বশুরও বটে।

স্থরেশ। কি বল্‌ছেন?

রাম। বলি কাল আসা হয়েছে কি?

স্থরেশ। আজ্ঞা হাঁ, কাল রাত্রে এসেছি!

রাম। যাবেন কবে?

সুরেশ। আজই যেতাম, কিন্তু আমার শ্বশুরের অনুরোধ এড়াতে পাল্লেম না! এখানে আর থাকৃতে ইচ্ছা নাই, আমার মন বড় খারাপ হয়েছে। আচ্ছা

হরি ঠাকুরদাদা, একটা কথা জিজ্ঞাসা করি, আমার শ্বশুর বল্লেন কি তুমি গ্রামে কারু সঙ্গে আলাপ করো না,কেন? আমি যতবার এসেছি ততবার দেখিছি, আপনারা সর্ব্বদাই থাক্‌তেন, এখন কি কোন বিবাদ হয়েছে? আর তাঁর সঙ্গে যদি বিবাদই হয়ে থাকে, আমার সঙ্গে কি?

রাম। (হরির প্রতি কটাক্ষ করিয়া) দাদা সাম্‌লাচ্চে!

সুরেশ। কে সাম্‌লাচ্চে মশায়, কি সাম্‌লাচ্চে মশায়?

রাম। সে কথা শুনে কাজ কি?—তোমার শ্বশুর বড় সেয়ানা।

স্থরেশ। কেন মশায়?—আমি আপনার কথার কোন ভাব বুঝ্‌তে পাচ্চি না!

হরি। ও আর বুঝতে হবে না, শুন্‌লে তোমার কেবল মন খারাপই হবে, তোমার শ্বশুরের সঙ্গে কারু বিবাদ হয়নি, তবে—

সুরেশ। তবে কি মশায়?

হরি। এই গ্রামের লোকে কেহ তোমার শ্বশুরের সঙ্গে আহার ব্যবহার করে না।

সুরেশ। তবে কি দলাদলি হয়েছে?

রাম। দলাদলি আর কি? তোমার শ্বশুর একক এক দল,আর গ্রামস্থ লোক এক দল।

স্থরেশ। কেন, এর কারণ কি?

হরি। এর কারণ তোমার শুনে কাজ নাই।

স্থরেশ। কেন মশায়?

হরি। তা হলে অনিষ্ট হতে পারে!

স্থরেশ। তা হক, আপনাকে বল্‌তে হবে।

হরি। তবে চল আমারা বাটীর ভিতর যাই, এখানে কাজ নাই।

রাম। সকলেই তো শুনেছে; লুকন কেন, বলুন না?

স্থরেশ। কথাটা যদি গোপনীয় হয়, চলুন, কাজ কি এখানে? (সকলের প্রস্থান।)

বাঙ্গলা ভাষা ও বাঙ্গলা সাহিত্য বিষয়ক প্রস্তাব।

অনেক দিন হইল সংস্কৃত ভাষা ও সংস্কৃত সাহিত্য বিষয়ক প্রস্তাব নামে এক খানি পুস্তক শ্রীযুক্ত পণ্ডিতবর ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয় কর্ত্তৃক বিরচিত হয়। "পূর্ণিমা প্রকাশ" নামে মাসিক পত্রিকায় লেখা হইয়াছিল,যে বিদ্যাসাগর মহাশয় একাল পর্য্যন্ত যত পুস্তক লিখিয়াছেন তন্মধ্যে ঐ খানি সর্ব্বোৎকৃষ্ট। অধুনা ঐ পত্রিকাখানি আর দেখা যায় না। কোন্ মহাত্মা উহার সম্পাদক ছিলেন তাহাও আমরা নিশ্চয় জানি না। লোকে বলিত বাবু কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য্য মহাশয় উহার

সম্পাদক ; কিন্তু সে যাহাই হউক বিদ্যাসাগর মহাশয়ের লিখিত পুস্তকসমূহ মধ্যে যে উহার রচনা অতুৎকৃষ্ট তাহাতে অনুমাত্র সংশয় নাই । বাঙ্গলা ভাষা ও বাঙ্গলা সাহিত্য বিষয়ক প্রস্তাব নামক পুস্তক রচয়িতার নাম শ্রীরামগতি ন্যায়রত্ন । যে সংস্কৃত কালেজ মহাসাগরসম্ভূত বিদ্যাসাগর, বিদ্যাভূষন ও বিদ্যারত্ন প্রভৃতি রত্নাবলি প্রভাবে অধুনা আমাদিগের বঙ্গভূমি সমুজ্জ্বল, ন্যায়রত্ন মহাশয়ও ঐ সকল রত্নের মধ্যে এক রত্ন । ইনি রামকমল ও গিরিশের সহাধ্যায়ী। রামকমলের মানব লীলা শেষ হইয়াছে, গিরিশ চব্বিশ-পরগণায় ওকালতি করেন । ন্যায়রত্ন মহাশয় বহরমপুরের কালেজে অধুনা সংস্কৃত ভাষার অধ্যাপক, সুতরাং ইহা বলা বাহুল্য যে ইনি সংস্কৃতভাষায় বিশেষ ব্যুৎপত্তি লাভ করিয়াছেন, অধিকন্তু বাঙ্গলা গদ্য রচনায় তিনি বিলক্ষন প্রবীন । রোমাবতী, বাঙ্গলার ইতিহাস, ও বস্তুবিচার প্রভৃতি কয়েক খানি গ্রন্থ ইনি প্রনয়ন করেন, এবং ইংরাজী জানিলেও জানিতে পারেন । এরূপ উপযুক্ত লোকের দ্বারা বাঙ্গলা ভাষা ও বাঙ্গলা সাহিত্য বিষয়ক প্রস্তাব যে পরিপাটীরূপে লিখিত হইবে ইহা কে না আশা করিবেন ? দেখা যাউক, ইনি কি রূপ এই বিষয় নির্ব্বাহ করিয়াছেন ।

কি রূপে ও কোন সময়ে বাঙ্গলাভাষার সৃষ্টি হয়, ন্যায়রত্ন মহাশয় এতদ্বিষয়ে বিশেষ পরিশ্রম ও অনুসন্ধানপূর্ব্বক লিখিয়াছেন, তজ্জন্য তাঁহাকে অগণ্য ধন্যবাদ দিতে হয় । কিন্তু ভাষাতত্ত্ব এরূপ দুরূহ ব্যাপার, যে জর্ম্মান, ফরাসিস এবং ইংরাজ প্রভৃতি ইউরোপীয় পণ্ডিতমণ্ডলী আর্য্যজাতি ও তাহার ভাষা বিষয়ে অদ্যাপি অনুসন্ধান করিতেছেন । তিনি বাঙ্গলাভাষা উৎপত্তির যে কাল নিরূপণ করিয়াছেন উহা অতি সুসঙ্গত, বিশেষ কবিদিগের জীবনবৃত্ত বর্ণনেও যেরূপ পরিশ্রম স্বীকারপূর্ব্বক লিখিয়াছেন তাহার পূর্ব্বে এরূপ কেহই করেন নাই । তিনি বিনীতভাবে স্বপ্রণীত বিজ্ঞাপনে প্রকাশ করিয়াছেন যে এবিষয়ে তাঁহাকে যদি কেহ অতিরিক্ত বিবরণ বলিয়া দিতে পারেন, তাহা হইলে তিনি অত্যন্ত বাধ্য হইবেন । অধুনা আমরা সে বিষয়ের অধিক উল্লেখ না করিয়া এই বলিলেই পর্য্যাপ্ত হইবেক, যে সে বিষয়ে অধিক কিছু জানিতে পারিলে মাশুল দিয়া বহরমপুরে তাঁহাকে পত্র লিখিয়া পাঠাইব, কিন্তু বাঙ্গলা কাব্যের বিষয়ে তিনি যে সকল বিচার করিয়াছেন, সেই সকল বিষয়ের সমালোচনাই এই প্রস্তাবের মুখ্য উদ্দেশ্য । আমাদিগের দেশে টোলের পণ্ডিত, যাঁহারা অধ্যাপক বলিয়া এদেশে পরিচিত, তাঁহারা কেহই বাঙ্গালা পড়েন না, কিন্তু আমাদিগের ন্যায়রত্ন মহাশয় সে শ্রেণীস্থ লোক নহেন । ইনি বিদ্যাসাগর, বিদ্যাভূষন ও বিদ্যারত্ন প্রভৃতির দলস্থ ব্যক্তি । ঐ সকল মহাত্মাদিগের রচনা আজকাল গদ্য রচনার আদর্শস্বরূপ হইয়া দাঁড়াইয়াছে, সুতরাং ইহাঁরা যে বাঙ্গলা গ্রন্থ কিছুই পাঠ করেন নাই ইহা বলা নিতান্ত অসম্ভব ।

অধুনা যাঁহারা বাঙ্গলা ভাষায় গ্রন্থ রচনা করেন, তাঁহাদিগের কোন গ্রন্থ মুদ্রিত হইলেই প্রায় সর্ব্বাগ্রে বিদ্যাসাগর মহাশয়কে এক খানি গ্রন্থ উপহার দিয়া থাকেন । কিন্তু লোকে বলে বিদ্যাসাগর মহাশয় তাঁহাদিগের রচিত কোন গ্রন্থের প্রতি দৃষ্টিপাত করেন না । বিদ্যাভূষন মহাশয়কে কোন ব্যক্তি এক খানি কাব্য উপহার দিয়া কহিয়াছিলেন, "মহাশয়, অবকাশক্রমে এই কাব্যখানি পাঠ করিয়া বাধিত করিবেন, দেখুন যে সকল বড় মানুষ ও বাবু প্রতিদিন কালিয়ে, কাবাব, পলান্ন প্রভৃতি আহার করিয়া থাকেন, তাঁহারাও বৃষ্টি বাদলে সখ করিয়া সখের জলপান খান" । ফলতঃ কালীদাস, শ্রীহর্ষ, ভারবী ও মাঘ বিরচিত কাব্য যাঁহারা পাঠ করিয়াছেন, ভারত, কবিকঙ্কণ প্রভৃতির রচনা কি তাঁহাদের ভাল লাগে ? কখনই নহে । সাহেবেরা বলেন ইংরাজী ভাষায় যাঁহারা সুশিক্ষিত তাঁহারা কেহই বাঙ্গালা পড়েন না । বহুকাল হইল মার্সম্যান সাহেব যৎকালীন সমাচার দর্পণের সম্পাদক ছিলেন তৎকালীন এই বিষয় লইয়া দেশীয় সম্পাদকদিগের সহিত তাঁহার ঘোরতর বিবাদ উপস্থিত হয় । সাহেব বলেন যাহারা মিলটন (Milton), অডিসন (Addison), ও জনসন (Johnson) প্রণীত গ্রন্থ পাঠ করিয়াছে, তাহাদিগের কি বাঙ্গলা পুস্তক পাঠে রুচি হইতে পারে ? ফলে কি পণ্ডিত, কি বিষয়ী, কেহই প্রায় বাঙ্গলা গ্রন্থ পাঠ করেন না, মূর্খ ও ইতর শ্রেণীর লোকেরাই যা কিছু বাঙ্গালা পড়ে । তাহাদিগের রামায়ন, মহাভারত, বিদ্যাসুন্দর, দাসুরায়ের পাঁচালি ও দুই এক খানা নাটক এবং দুই এক খানা উপাখ্যান বাঁদি বোল আছে, তাহারা বাঙ্গালা ভাষার কি বুঝে ? কিন্তু যিনি বাঙ্গলা ভাষা ও বাঙ্গলা সাহিত্য বিষয়ক প্রস্তাব লিখিতে বসিয়াছেন তাঁহার আদৌ সহৃদয় হওয়া উচিত । দ্বিতীয়তঃ পরিশ্রম স্বীকারপূর্ব্বক বিশেষ অনুসন্ধানের সহিত বাঙ্গলা কাব্য (কি প্রাচীন কি আধুনিক) সমুদয় অথবা অধিাংশ অধ্যয়ন করা কর্ত্তব্য । আমাদিগের ন্যায়রত্ন প্রণীত পুস্তকের বিজ্ঞাপনে উল্লেখিত হইয়াছে যে এই প্রস্তাব তিনি অনেক দিন পর্য্যন্ত লিখিতে আরম্ভ করিয়াছেন, অতএব ইহাতে স্পষ্ট প্রতীত হইতেছে যে তিনি ইহাতে বিস্তর যত্ন, বিস্তর চেষ্টা এবং বিস্তর পরিশ্রম করিয়াছেন, কিন্তু তদ্বিষয়ে কি রূপ কৃতকার্য্য হইয়াছেন দেখা যাউক । অধুনা তাঁহার প্রণীত প্রস্তাবের সমালোচন আরম্ভ করা গেল । (ক্রমশঃ ।)

সহরে ডামাডোল ।

আজ কি তিথি—চতুর্দ্দশি, তাহাতে আবার বার ও নক্ষত্রদোষ, মধুবার ও কথা ! বার দোষ কেন ? মধুবারে বার দোষ, এও কখন হতে পারে ? যাই একবার প্রদো-

ষের শীতল বায়ু বিডেন গার্ডনে গিয়ে সেবন করে আসি। বাঙ্গালীটোলায় ত আর কোন বেড়াবার মনোরম্য স্থান দেখ্তে পাইনে। ভাগ্যে বিডেন সাহেব এই কীর্ত্তিটে রেখে গিয়েছেন, তাইতে তাঁহার নাম চিরস্মরণীয় হয়েছে। "কীর্ত্তির্যস্য সজীবতী" এ বচনটী কখনই মিথ্যা হবার নয়। ঐ গার্ডনটা হবার পর দিন কতক বিলক্ষণ ধুমধাম হয়েছেল, কিন্তু আর "কাকস্য পরিবেদনা"। হগ সাহেব কয়েক মাসের জন্য এখান থেকে পটল তুল্লেন, আর বাঙ্গালী ভায়াদেরও লাঙ্গুল গুড়িয়ে এলো, এখন কেবল এদিকে ওদিকে পুলিস গার্ডরা ক্রীড়া কচ্চে—এধার মৎ যাও, কাহে শালা ফুল পাকড়া প্রভৃতি তাহাদিগের মুখ হইতে খয়ের ন্যায় নিসৃত হচ্চে। মজার শাস্তিই পটল ভাজা। যা হ'ক, যাই একবার বসন্তের মলয়া-মারুতের অনুচর হইগে। সন্ধ্যা হয়েচে, কিন্তু তবুও বাগানের বেঞ্চিগুলো হতে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ নির্গত হচ্চে। কি করি, স্থির হয়ে এই স্থানেই বসি, নচেৎ এখনি শালা বাঞ্চৎ মধুর ভাবে পান কত্তে হবে। ভাল, বিডেন ইষ্ট্রীট দিয়ে এত বড় বড় গাড়ি যাচ্চে কেন এবং বড় বড় বাবুভেয়েরা সেজেগুজে ষ্টিক হাতে হেল্‌তে দুল্‌তে চলেচেন, ব্যাপারখানা কি? একটু এগিয়েই দেখি, যদি কিছু জান্‌তে পারি। ঐ সুন্দর পুরুষটীকে (যিনি বারাণ্ডার দিকে একদৃষ্টে চেয়ে আছেন) ইহার কারণ জিজ্ঞাসা কল্লে হয় না?—না, উনি এখন কুক্কুট রাগে গানে মত্ত আছেন। তবে নয় ঐ ফুটফুটে তেড়েঙ্গা গোচের বাঁকা তেড়া বাবুকে জিজ্ঞাসা করি; আর একে তাকে জিজ্ঞাসারই বা উপেক্ষা করি কেন, একটু অগ্রেই যাই, স্বচক্ষে সব দেখ্‌তে পাব। ঐ যে গ্যাশের নবরঙ্গের লেণ্ঠান জ্বলছে, ঐ খানেই যে সকলে অবরোহণ কচ্চেন; ও পায়েহাঁটা বাবুরাও কুলকুল করে দক্ষিণমুখে প্রবেশ কচ্চেন, বারওয়ারি নাকি? আর তাই বা কেমন করে বলি, এ দিকে যে রূপ দুর্ভিক্ষের কাণ্ড শুনা যাচ্চে, তাতে কি কেউ আবার পূজার আমোদে নাচ গাহনায় মত্ত হতে পারে? কিন্তু জানি কি, যদি দুর্ভিক্ষ নিবারণের জন্য পূজা হয়ে থাকে! তাহলেত নাচ গাহনার সম্ভাবনা নাই। ঐ যে কি বলে ঐক্যতান (কন্সার্ট না অরচেষ্ট্রা) বাজে। আহা! এমন মিষ্ট বাজনা ত কখন শুনি নাই, ইচ্ছা হয় যে উহার ভিতর গিয়ে দুই দণ্ড কাল শুনি, কিন্তু অমনি কি যেতে দেবে? তা কাকেও জিজ্ঞাসা করি না কেন, যদি যেতে পাওয়া যায়। ঐ যে দর্শকমণ্ডল কি কাগজ হাতে দিয়ে প্রবেশ কচ্চেন—টিকিট নাকি? ও বাবা পয়সার খেলা! তবে আর আমার ভাগ্যে কি করে ঘট্‌বে? এত আর বেয়ারিং বিডন গার্ডনের বায়ু নয় যে, যে সে পেট পূরে সেবন কর্‌বে? আর তুই একটা মিষ্ট বোল শুন্‌বে। তবে আর কি হবে, নূতন রাস্তা হয়ে অবধি এক দিনও আসি নাই, দেখি একটু পূর্ব্বমুখে আরও যাই। এখান থেকে রাস্তাটীর দিব্য শোভা দেখাচ্চে। মাঠের ন্যায় ঘন ঘন গ্যাশের আলো, দুধারে দিব্য বাঁধানা ফুটপাথ, আহা! কিবা

অপূর্ব্ব শোভাই হয়েছে! ঐ যে কি বাবুর (?) সামান্য পুষ্করিণীটির ধারে আবার কি? এখানেও যে বড় ধুনধাম, কিন্তু যেমন দেখে এলাম তেমন নয়! এ যেন ঢাকের নিকট টেমটেমির বাদ্দি। বলি যাই হোক, একবার অগ্রসর হয়ে দেখ্‌তে হলো। ঐ ছোট কাষ্ঠের গৃহটির নিকট লোকের গোলমাল কেন? এ যেন রেলওয়ে কোম্পানির টিকিট ঘরের ন্যায়; টাকার মধুমাখা শব্দও বিলক্ষণ হচ্চে, এখানেও কি টিকিট নাকি? বাবুভেয়েরাও যে প্রবেশের দ্বারে কি দিয়ে প্রবেশ কচ্চেন। আহা! এ রাস্তাটি কি গুলজার। এ যে লক্ষ্ণৌয়ের হাজরৎগঞ্জ অপেক্ষাও অধিক দেখ্‌চি? এখানেও যে আবার কি বাজ্‌তে লাগ্‌ল; কিন্তু আগে যা শুনেছি তেমন নয়। আমার ত আর পয়সা নাই, ঐ পুষ্করিনীটির ঘাটের উপর বসে একটু শুন্‌লে বোধ হয় কড়ি কি পয়সা চাইবে না। বিডেন ষ্ট্রীটের এই সুদৃশ্য গৃহগুলি যেন হিন্দুর দেবালয় হয়েছে, তজ্জন্য যার যেমন সাধ্য এই মধুবারে সে সেইরূপ পূজা দিচ্চে। আমরা পাড়াগেঁয়ে লোক, এসকল কখন দেখি নাই, তাতে পয়সা নাই, সুতরাং আমাদের মনের দুঃখ মনেতেই রচ্চে। দেখ্‌তে দেখ্‌তে রাত্রি দুটো বেজে গেল এবং সব বাবুভেয়েরা একে একে বাহির হতে লাগ্‌লেন, আর বাজনা শোনা যাচ্চে না, তবে কি করি, পুনরায় পশ্চিমদিকের রাজপথে বাহির হই, এবং ক্রমান্বয়ে প্রথম আড্ডায় পৌঁছে শুন্‌লাম যে তথায় এখনো আমোদের কোলাহল প্রবাহিত হতেছে, কাজেই একটু রাস্তায় দাঁড়াইয়া রহিলাম, যদি সেই সুমধুর বাজনা পুনরায় শুন্‌তে পাই, কিন্তু আর কিছুই শোনা গেল না। অতঃপর বিডেন বাগানে প্রবিষ্ট হয়ে বরফের ন্যায় শীতল বায়ু সেবন কত্তে লাগ্‌লেম।

(ক্রমশঃ।)

কৃতজ্ঞতা স্বীকার।

আমরা কৃতজ্ঞতা সহকারে স্বীকার করিতেছি যে শ্রীশ্রীমতি মহারাণী স্বর্ণময়ী আমাদিগের এই মাসিক পত্রিকার উন্নতি বিষয়ে বিশেষ সাহায্য দান করিয়াছেন, তজ্জন্য আমরা তাঁহার কৃতজ্ঞতাশৃঙ্খলে চিরকাল আবদ্ধ রহিলাম। এক্ষণে আমাদিগের ঈশ্বরের নিকট ঐকান্তিক কামনা যে উপরোক্ত সদাশয়া মহোদয়া দীর্ঘজীবী হন, এবং তাঁহার দানশীলাতার জয়পতাকা চিরদিনের জন্য বঙ্গে উড্ডীয়মান থাকে।

দুর্ভিক্ষ।

উঠেছে দুর্ভিক্ষ ঝড় কাঁপাতেছে দিক্,
ধানের দফা জল্ অভাবে হয়েগেছে ঠিক্!
এর্ মধ্যেই চালের্ বাজার্ হল এত চড়া,
সর্ব্বনাশ্ ছেলেপুলে লয়ে ঘর করা!
চালের্ দায়ে বেচাল্ হলো ভারতবাসী সবে,
গরিব বাঙ্গালী লোকে কত আর্ গো সবে!
দাদা,—কত আর গো সবে!

বড় হুজুর্ নাকি ভাই দয়াময় বড়,
দেশ্ বিদেশের্ চা'ল এনেহেথা কচ্ছেন্ জড়,
স্থানে২ হবে গোলা রাখ্‌তে প্রজার্ প্রাণ,
অনেক্ বড় লোকে নাকি দিচ্চে তাতে দান!
গরিব যারা খেটে তারা পাবে খাবার্ চা'ল,
মধ্যবিত্তে মারা যাবে এবড় জঞ্জাল!
দাদা,—এবড় জঞ্জাল!

ভারত্ থেকে লক্ষ্মী বুঝি গেছে দ্বিপান্তর,
তাইতে দাদা চা'লের্ ক্রমে বাড়ছে এত দর
এখনি অনেকের হাঁড়ি উনুনে চড়ে না,
এর্ পরেতে খাদ্য বিনা প্রাণে বাঁচিবে না!
মধ্যবিত্তের্ মানের্ দায়ে প্রাণটি এবার্ যাবে,
তারা বলো বেসী টাকা কোথা থেকে পাবে?
দাদা,—কোথা থেকে পাবে?

চাক্‌রী করা তাদের্ এখন্ একমাত্র আয়,
বাঁধা টাকার উপর তাদের নির্ভর এদায়।
সংসারেতে দশ্ জন হলো এক জন রোজ্‌কারী,
বাঙ্গালিদের্ ঘরে থাকা হয়েছে ঝকমারি!
সাইবিচেলে স্ত্রীপুরুষে যারা ঘর করে,
তারা এবার্ থাক্‌বে সুখে সাহেবি চাল্ ধরে!
দাদা—সাহেবি চাল্ ধরে!

আম্‌রাতো ভাই হিন্দুর্ ছেলে নিত্যনূতন্ কায,
দুর্ভিক্ষ এশব্দ শুনে মাথায় পড়ে বাজ!
তাতে কব্বার্ ঠেকা গেছে দুর্ভিক্ষের-হাতে,
এবার্ ভাই প্রাণ্ টি যাবে সন্দ নাইকো তাতে!

রাজার্ কৃপা হলে পরে দেশ্‌টি রক্ষা হয়,
এবার দেখ্‌চি ভারত্‌বাসীর বিপদ্ সহজ্ নয়!
দাদা,—বিপদ্ সহজ্ নয়!

মহারাণী ভিক্টোরিয়া থাকেন্ সাগর্ পারে,
বড় সাহেব্ প্রতিনিধি রাজা বলি তাঁরে,
তিনি যদি কৃপা ক'রে দেন্ প্রাণ দান,
তবে ভারত্‌বাসীর রক্ষ্যা নইলে যমের্ টান।
এবার যদি তিনি গিয়ে থাকেন সিম্‌লায়,
তবে বল প্রজার্ বিপদ্‌কে আর্ গো সাম্‌লায়!
দাদা,—কে আর্ গো সাম্‌লায়!

আম্‌রাতো ভাই পাড়াগেঁয়ে জানিনা কো অত,
শুনেছি সহরে নাকি বড় মানুষ যত,
সভা করে এবিষয়ের্ কচ্চেন্ আন্দোলন,
গরিব্ লোকের্ প্রাণরক্ষার্ হচ্চে আয়োজন
তাড়াবেন্ দুর্ভিক্ষ তাঁরা করেছেন মনন,
রাক্ষসী কি তাঁদের ভয়ে কর্ব্বে পলায়ন?
দাদা,—কর্ব্বে পলায়ন?

শুন্‌তে পাচ্ছি বড় হুজুর করেছেন উপায়,
অল্পখেলে এদুর্ভিক্ষে প্রজা রক্ষা পায়,
এ কথার্ তো ভাব্ বুঝ্‌তে আমরা নাহি পারি,
ক্ষুধার্ সময় আম্‌রা ভাই অল্পখেতে নারি!
পেট্টা ভরে বাঙ্গালিরা খেতে নাহি পাবে,
তবেতো গো বাঙ্গালিদের প্রাণ্‌টি এবার্ যাবে
দাদা,—প্রাণটি এবার যাবে!

ধান্য জন্য মান্য গণ্য এই বঙ্গ দেশ,
হায় তাতে ধান্য নাই, কি হইবে কোথা যাই,
বিধির কি বিধি এই শেষ?

অলিঙ্গে কলিঙ্গে নাই বঙ্গের সমান,
সে বঙ্গেতে মনন্তর, একি দায় ঘোরতর,
এবার বাঁচে না বুঝি প্রাণ।

মারীভয়ে প্রাণী মরে গ্রাম গেছে কত,
তারোপর এবিপদ, গেল গেল জনপদ,
আপদ নাহিক এর মত।

বৃষ্টি বিনা সৃষ্টি যায় প্রলয়ের প্রায়,
রাজা প্রজা অনুক্ষণ, দুঃখ নিরে নিমগন,
রব মাত্র হায় হায় হায়!

যত সব মহাজন মাহাজনি করে,
দুর্ভিক্ষের নাম শুনে, তণ্ডুল ব্যাচে দিগুণে,
নূতন পুরণ অগ্নি দরে।

এদিকেতে জমিদার ডাকে চাষাগণে,
যদি কিছু পাওয়া যায়, চাষা বলে হায় হায়,
মাপ কর ধরি দুচরণে।

"ন দেব সৃষ্টি নাশয়" এই বাক্য ধরি,
আগে পাছে জনগণ, নয়নে বারি বর্ষণ,
করি রাখে জীবনের তরী।

বাহির হয়েছে এক চাঁদা রুপ ধাঁদা,
যার লাগি ধনী মানী, মুর্খ আদি করি জ্ঞানী,
সসব্যস্ত কিন্তু সার কাঁদা।

থানায় থানায় আর জেলায় জেলায়,
মজুরের জন্য কাজ, নাহি তাহে কালব্যাজ,
সর্ব্ব স্থানে দিতেছে রাস্তায়।

চাঁদার আদায় শুনি তিন লক্ষ টাকা,
হাল সাল চাল কিনে, দান দিবে দীন হীনে,
সাদা কথা কিন্তু বড় বাঁকা।

থিয়েটার ওয়ালারা করিতেছে রঙ,
যত সব বাবু ভেয়ে, হেলে দুলে ধেয়ে ধেয়ে,
যান যেন চুঁছুন্দার সঙ।

কটাক্ষ করে না কেহ দুর্ভিক্ষের প্রতি,
রিলিফের বেনিফিটে, দিয়েছেন ফোঁটাছিটে,
গোটাকত টাকা কষ্টে অতি।

লোক দেখান দান ধ্যান মনগত নয়,
তবু ভাল বল্‌তে হয়, স্বার্থিকেতে হলো ব্যয়,
অনাথের হইবেক শ্রেয়।

নাট্যওয়ালাদের টাকা নয় ছয় হয়,
রাঁড়ে ভাঁড়ে মদে মাসে, কিছু নাহি যায় বাসে,
এ প্রবাদ আছয়ে নিশ্চয়।

বাজার হয়েছে হেথা আগুন সমান,
সেথায় বাজার লয়ে, কত কথা হয়ে বয়ে,
যাইতেছে করে সপ্রমাণ।

ভাগ্যবল আমাদের নর্থব্রুক রাজা,
প্রজার বজায়াশয়, ত্যজি সিমুলিয়ালয়,
গবর্ণমেণ্টে করিলেন তাজা।

বিলাত্ আমেরিকায় চাঁদার কারণ,
ভদ্রকুল অনুকুল, করিবারে সুপ্রতুল্,
তুলিছেন টাকা অগনণ।

ভারি ভারি লোক সব বড় জারি যাঁর,
নাম ধাম আছে বেস, অপব্যয় এক শেষ,
দুর্ভিক্ষেতে কি হইল তাঁর?

কিদেশী বিলাতী যত কাগজওয়ালা,
পূর্ণ করিছেন স্তম্ভ, দুর্ভিক্ষের বড় দম্ভ,
পাঠকেতে হইয়াছে কালা।

যা আছে কপালে হবে ভবের এখেলা,
সকলের সমদুঃখ, সকলের ফাটে বুক,
কেহ কারে না করিও হেলা।

রাগিনী কেদারা—তাল আড়াঠেকা।

ভীষণ দুর্ভিক্ষ বঙ্গে প্রবল হইল হায়!
কি করিব কোথা যাব, ভেবে না পাই উপায়।
দিন দিন তনুক্ষীণ, হইতেছে দীন হীন,
হয়ে উপায় বিহীন, সহরে কি হলো দায়।
চারিদিকে হাহাকার, দেশে থাকে সাধ্য কার
মধ্যবিত্তের বাঁচাভার, কে কহিবে দুঃখ কায়।
রাজ প্রতিনিধি যিনি, প্রাণপণ করেন তিনি,
ভাগ্যবল আমাদের, আছেন রাজা সহায়।

শ্রীবীরাঙ্গনা কাব্যোত্তর কাব্য।

তৃতীয় সর্গ।

রুক্মিণী প্রতি শ্রীকৃষ্ণ।

[কবিবর মাইকেল মধুসূদন দত্ত প্রণীত শ্রীবীরাঙ্গনা কাব্যে তৃতীর সর্গে ভীষ্মক-দুহিতা রুক্মিণীদেবী ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণকে যে পত্রিকাখানি দিয়াছিলেন, দ্বারকানাথ তাহার প্রত্যুত্তরে নিম্নস্থিত পত্রিকা খানি প্রেরণ করেন। পুরাণাদিতে বর্ণিত আছে "কমলাংশসম্ভূতা রুক্মিণীদেবী আজন্মাবধি যদুপতিকে মনে বরণ করেন, কিন্তু তাঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা রুক্ম শিশুপালকে বর স্থির করিলে রুক্মিণীদেবী দূত দ্বারা শ্রীকৃষ্ণকে সংবাদ দেন, সেই সম্বাদ পাইয়া ভগবান্ রুক্মিণীকে হরণ করেন ইত্যাদি" যদিও শ্রীকৃষ্ণের প্রত্যুত্তর কোন স্থলেই উল্লেখ নাই, কিন্তু এটি মনে করা কর্ত্তব্য যে এ কাব্যখানি কল্পনাভূষিত, সুতরাং এ উত্তরও সেই কল্পনার উপর নির্ভর করিয়া লিখিত হইল।]

চম্পক-লাঞ্ছিতাঙ্গুলি-বিনির্গতা লিপি
সুখময়ী, পেয়ে পড়ি, ভাসি মূদার্ণবে!
শষ্যবৃক্ষ শুষ্ক প্রায় হ'লে, হল জিবী
হেরি ঘন ঘন হয় আনন্দিত যথা!
তব দুর্ল্লভ মানব রূপ যেই দিন
শুনিয়াছি লোকমুখে, তদবধি তব
রূপ নয়নে জাগিছে। তুমি পঙ্কজিনী,
আমি রবি প্রায়, নাহি থাকিলে নিকটে
অর্ক, তবু উভয়েতে প্রেমরজ্জু পাশে
বদ্ধ; বলে লোকে, রবি কমলিনী পতি।
শুনিয়াছি রুক্ম তব সহোদর, বর
চেদীশ্বর শিশুপালে করিয়াছে স্থির।
অয়ি স্থির সৌদামিনী! একথা সম্ভব
কভু ভেকে পদ্মিনীর মধুকরে পান?
লক্ষ্মী অবতীর্ণা তুমি মম ভোগ্যা হয়ে
জন্মিয়াছ ভবে; যবে স্বয়ম্বর হবে
তব, চড়ি খগরাজে হরিব তোমারে।
অসেচনক রুপিনী, জেন, নাহি পারে
পিতে গোময় কীটে কভু বিনা অলি
পদ্মজিনী মধু! তুমি প্রিয়ে, হৃদয়েশী
মন! তোমার বিচ্ছেদে আছি প্রাণে, যথা
দক্ষ-যজ্ঞে সতী দেবী তেজিলে জীবন,
পঞ্চানন, যদবধি হিমালয়ালয়ে
নাহি জন্ম লয়ে হল মিলন উভয়ে।
ছিল প্রণয়িনী রাধা, তাঁর লক্ষ্মী-অংশে
জন্ম, কিন্তু তুমি পূর্ণা হয়ে জন্ম লয়ে
হরে নিলা অংশতব, যথা হরে ছিল
রাম অবতারে ক্ষত্রকুল নাশকারি
ভৃগুরাম হতে। বৃথা নাহি করো ভয়,
আমি স্মরন শরণ! হয়ে প্রেমবশ
ধরেছি রাধার পদে, দুর্ল্লভ প্রণয়
রস করিয়াছি পান, জানি তার তার!
তুমি মম প্রণয়িনী, অর্দ্ধাঙ্গিনী আর,
যথা মহাদেবী মায়া ত্র্যম্বকার্দ্ধাঙ্গিনী
হন। জেন যথা কৌষকীট কাটে কোষ
যবে, কোথাহতে আসে পতি প্রজাপতি,
তথা যথা থাকে, তাহা সকলেই জানে।

সেইরূপে তব পাশে যাব, মিথ্যা কেন
চিন্তা বহ্নিমাঝে পশি কর দেহ দাহ।
তুমি আমার রমণী, কার সাধ্য লয়
তোমারে থাকিতে চক্র শারঙ্গ কোদণ্ড,
গদা, করেতে? কেহ কি বলো প্রাণে সয়ে
বসে থাকে, যদি নিজ রমণীকে বলে
কেহ হরে? কভু হায়, লতে পারে হরে,
থাকিতে শার্দ্দুল পতি সম্মুখে বসিয়া,
শিবা ব্যাঘ্ররমণীরে, স্বীয় দলবলে?
শিশুপাল হয় মম অরি, তারমৃত্যু
মম করে; কিন্তু সে যে পিতৃঃস্বসৃ-পুত্র,
তাই ক্ষমিব তাহারে শতবার, যদি
করে দোষ। শুন বলি পূর্ব্বের কাহিনী—
যবে শিশুপাল জন্মাইল, তদা করে নাদ
অশ্বসম, চতুর্হস্ত-ধারী, অসম্ভব
নরমাঝে, সেই কালে হ'ল দৈববাণী
গম্ভীর রবেতে—"যেই পর্শিলে এ সুতে
খসিবে দ্বিকর, তার হস্তে হবে এর
মরণ নিশ্চয়" শুনি চেদীদেশ-জন
চমকে সত্রাসে, যথা দাবানল হেরি,
হরিণীর ত্রাস। যদু-বংশজাতা হন
তার মাতা, লোকাচারে সে কারণে আমি
হলধর, উভয়েতে যাইনু দেখিতে।
আমি স্নেহ-চ্ছলে তারে লইলাম অঙ্কে,
অমনি খসিল হস্তদ্বয়, যথা সতী
তেজিলে জীবন, হর-শীর হ'তে জটা।
অমনি শীহরে পিতৃস্বসা, সবিনয়ে
সজল নয়নে মৃদুস্বরে বলে—"বৎস্য
কৃষ্ণ! রেখ মম বাণী, এ সন্তান যদি
করে তব, অপরাধ শত, মোর বাক্যে
ক্ষমিবে তাহ'লে, মম দিব্য লাগে," শুনি
করিলাম অঙ্গিকার, শতবার এরে
ক্ষমিব নিশ্চয় মাত, তোমার বচনে!
অদ্যাবধি করি ক্ষমা সেকারণে তারে,
কিন্তু দৈববাণী নাহি হইবে অন্যথা।
দৈবে যাহা করে, তাহা কে করে বারণ?
দুরাচারী দশস্কন্ধ, করি পদ্মযোনী
আরাধনা, লভেছিল বর, দেব যক্ষ
রক্ষ, পক্ষী নিকটেতে নাহবে মরণ,
মনে ছিল নর কপি দুই খাদ্য দ্রব্য,
কিন্তু দেখ শেষে তারি করে সবংশেতে
অকালে কালের গ্রাসে হইল পতন।
অবশ্য মরিবে মম হাতে, শতবার
ক্ষমিব তাহারে, কিন্তু হেরিলে কৃশানু
পতঙ্গ তখনি যায় তাহার নিকটে,
কৃপা-বশে সাধুজন করয়ে বারণ।
অবশ্য তোমার আশে দুষ্ট প্রাণপণে
জুঝিবে সদলবলে, রুক্ম তব ভ্রাতা,
সেও তার পক্ষ হবে, তাহে কিবা ভয়—
স্বুবর্ণ-কোমল-পদ্ম-নিন্দিত-বরণি!
শিবাদল যদি বেড়ে পশু-রাজে, তার
কি করিতে পারে? যদি ভেক দলে আশ
করে নাশিব করিরে, জুঝিয়া সংগ্রামে,
কখন সে আশা-লতা নাহি ধরে ফল,
প্রাণেশ্বরি, মরে শেষে পদের চাপনে!
শিশুপাল শিশু-বুদ্ধি, সামান্য রমণী
ভাবি, বরিবেক ইচ্ছা করি প্রণয়িনী!
মুগ্ধ সে তব রূপেতে, বায়সেতে যথা
করি শাল্মলীর পুষ্প-মধু পান ইচ্ছে
পিতে, মধুর মধুর ভূষণ নূতন

-মঞ্জরীর মধু। প্রিয়সী, নির্লজ্জ
জেছ বর সাজন! বাজিছে বাজনা,
নন্দে ভাসিছে আজি চেদীদেশ জন;
াছে আজ্ঞা, করিতে মহোৎসব নানা,
গতেছে রাজ-হর্ম্ম পুরাঙ্গনা ব্রজ
থি স্রক, সযতনে করিছে মঙ্গল,
পছে কদলী-তরু প্রতি গৃহদ্বারে
ঘট আম্র শাখা সহ, গৃহ-চুড়ে
াষেয় পতাকা নানা রাগেতে রঞ্জিত
ড়ছে পবন-যোগে। কিন্তু হায়, যথা
 অবতারে নৃপ দশরথ রামে
বরাজ্যে অভিষেক আশে, অধিবাস করি
নন্দে ভাসিয়াছিল সহ প্রজাদল,
ষে কৈকয়ী কৌশলে দিলে বনবাস
মে, দুঃখ-সাগরেতে পশেছিল সবে,
মতি দুরন্ত দর্প চূর্ণেতে পশিবে
ারে ম্লান বদনে, যেমতি শুধাংশু
ও প্রতিপদে শোভে অম্বর-উপরে!

প্রিয়ে, মিথ্যা চিন্তা হিংস্র পশু মন বনে
পশিতে না দিও কভু, ও কমল কান্তি
যাহে হইবে মিলন! তাকি প্রাণে সহে?
এই আমি চড়িলাম খগরাজে, করে
লইনু শারঙ্গ-ধনু, পাঞ্চজন্য শঙ্খ—
অরিকুল মর্ম্মভেদি রব, গদা চক্র—
শক্রন্দম, যাইতেছি আশু, কেবা রোধে,
সিন্ধুস্রোত রুধিবারে পারে সাধ্য কার?
স্বয়ম্বর স্থলে বলে হরিব তোমারে,
যথা মৃগাঙ্কে কৌশলে হরেছিল দেবে।
চির বিচ্ছেদ অন্তর লভি হৃদি মাঝে,
ভুঞ্জিব অশেষ সুখ, আর কি লিখিব,
অচিরে সম্মুখে বসি, উভয়ে অন্তর
কথা বলি, সুখে মগ্ন হব, নিষ্কলঙ্ক
বিধু নিন্দি ওবদন সুধা পিয়ে মম
এ চিত্তচকোর হবে সুখী, ও যৌবন
ধন, মন রূপ পণে, বিনিময় করি
লব। তোমারি অধীন নিবেদন ইতি।

বিজ্ঞাপন।

কাঁচরাপাড়া প্রকাশিকার চতুর্থ খণ্ড প্রকাশিত হইল, এক্ষণে বিদে-
স্থ গ্রাহকবৃন্দের নিকট আমাদের সানুনয় নিবেদন যেন তাঁহারা
এই খণ্ড প্রাপ্ত মাত্রে অনুগ্রহ সহকারে তদ্বিভাগীয় "এজেন্টের"
নিকট স্ব স্ব দেয় মূল্য প্রদান করিতে আর বিলম্ব না করেন।

কাঁচরাপাড়া প্রকাশিকা।

মাসিক পত্রিকা।

"নির্ম্মৎসরাঃ সুকৃতিনঃ খলুযে বিবিচ্য, কর্ণে গুণস্য কণমপ্যবতংসয়ন্তি।
যেষাং মনো ন রমতে পরদোষবাদে, তে কেচিদেব বিরলা ভুবি সঞ্চরন্তি ॥"

১ম ভাগ। } ১২৮০ সাল—চৈত্র। { ৫ম সংখ্যা।

কুসুমিকা।

প্রণয়ে কি না হয়!

ষষ্ঠম পরিচ্ছেদ।

আহারোদ্যোগ—আমি কি আমার?

চপলা শৈলেশ্বরের নিকট হইতে কুসুমিকার গৃহ দ্বারে উপস্থিতা হইয়া দেখেন কুসুমিকার বামকরে গণ্ড সংস্থাপিত নয়ন অশ্রুজলে প্লাবিত ও বিস্ফারিত, মন যেন ধ্যানধারনা করিয়া রহিয়াছে। কোন কবি বলিয়াছেন,—"বিয়োগিনীর লক্ষণ যোগিনীর মত।" কিন্তু আমাদিগের কুসুমিকার সে সকল থাকিতে ও নয়ন নাসিকোপরি সংস্থাপিত নয়; ঐ দেখুন দৃষ্টি ঊর্দ্ধ দিকে! চপলা কুসুমিকার নিকট গেলেন, কিন্তু কুসুমিকা তাহা জানিতে পারিলেন না! এ আশ্চর্য্য ভাব! চক্ষুমুদ্রিত নয় অথচ দৃষ্টি হীন! চপলা বলিলেন,—"দিদি শৈলেশ্বর"—চপলার রসনা আজ শৈলেশ্বরের নাম করিতে কিছু কুণ্ঠিত হইল।—"শৈলেশ্বর বলিলেন—"আগামীকল্যই আসিবেন, আপনি অত ভাবিতেছেন কেন? আপনি আহার করেন নি শুনে তিনি আমাকে কত বল্লেন!" কুসুমিকা চপলার সকল কথা শুনিতে পাইলেন না, সদীর্ঘ নিঃশ্বাসে বলিলেন,—"চপলে, কি বলিতেছ?" চপলা—"আপনি এখনও পূর্ব্বের ন্যায় রহিয়াছেন? শৈলেশ্বর বলিলেন তিনি আগামি কল্যই আসিবেন!" কুসুমিকা—"কে আসিবেন চপলে? চপলা—"আমাদের রাজপুত্র কুল গৌরব, এই দ্বিপের বা পৃথিবীর অধীশ্বর, যিনি আপনার এই দশা করিবার কর্ত্তা!" কুসুমিকা চপলার মুখে সস্নেহ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলেন, কোন কথা কহিলেন না!

চপলা পুনরায় বলিলেন,—"তবে এখন উঠুন, এখনও তো মুখে জল দেন নাই, এই খানেই কি আহার কর্ব্বেন ?" কুসুমিকা বলিলেন,—"এখনও বিলম্ব আছে, আচ্ছা শৈলেশ্বর কি বলিলেন তিনি আগামী কল্যই আসিবেন !" "হাঁ, তিনি বলিলেন। আর আপনি এখনও আহার করেন নি শুনে অনুরোধ কল্লেন এবং আমাকে নিন্দা কল্লেন !" চপলার এই কথা শুনিয়া কুসুমিকা বলিলেন,—"তবে বুঝি আমি আহার করিনি শুনেই একথা ব'লে থাক্‌বেন ?" চপলা বলিলেন—'না, তিনি নিশ্চয় বল্লেন, আগামী কল্যই আসিবেন, এখন আহার করুন !" কুসুমিকা বলিলেন,—"তবে কল্যই আহার করিব !" এও কি কথা ? না খেয়ে শরীরটা নষ্ট করিবেন কেন ? এ রকম শুনিলে লোকে কি মনে করিবে ? তিনিই বা আমাদের আসিয়া কি বল্‌বেন ?" "তবে আন"—কুসুমিকার এই কথা শুনিয়া চপলা চলিয়া গেলেন। কুসুমিকা পুনরায় বামকরে গণ্ড সংস্থাপন করিলেন, তাঁহার চক্ষু হইতে পুনরায় জলধারা পতিত হইতে লাগিল, কপোলবাহি জলধারা উরস কুচদ্বয় সিক্ত করিয়া ক্রমশঃ আসন স্পর্শ করিল, হৃদয় কাঁপিতে লাগিল! নিশ্বাসরুদ্ধ—ক্ষণ বিলম্বে দীর্ঘ শ্বাস ? "কাল কি আসিবেন ? এলেই বা কি হবে! তিনিতো এই সে দিন এসেছিলেন ; আবার কোথায় যাবেন! না, আমি এবার যাইতে দিব না, তা'কোন বারেই বা যাইতে বলে থাকি ? না, এবারেতে বলেছেন আর এখন কোন খানে যা'বেন না, অনেকবারই তো ওকথা বলিয়া থাকেন! প্রণয়িণীর অনুরোধ, দাসীর অনুরোধ রাখিবেন না ? রাজপুত্রের নিকট যুদ্ধের অনুরোধ সর্ব্বাপেক্ষা প্রধান ; যা'হ'ক এবার তিনি আসিয়া যদি কোন স্থানে যাইতে চাহেন, তবে আমি তাঁহার সম্মুখেই এই চিরদগ্ধ জীবন বিসর্জ্জন দিব! তিনি কি কাল আসিবেন ? হৃদয়, একথা তোমার একবারও বিশ্বাস হইতেছে না! কুসুমিকা সবিচ্ছেদে অস্ফুটস্বরে সদীর্ঘ-নিশ্বাসে এই কয়েকটি কথা উচ্চারণ করিলেন। চপলা খাদ্যদ্রব্য হস্তে তিন জন রমণী সহ পুনরায় প্রবেশ করিয়া বলিলেন,—"তোমরা রাখিয়া যাও!" তাহারা গৃহের একপার্শ্বে খাদ্যপূর্ণ পাত্রগুলি রাখিয়া চলিয়া গেল! চপলা কুসুমিকাকে বলি-লেন,—"দিদি, মুখে জল দিন!" কুসুমিকার তখন হৃদয় অস্থির" তিনি বিস্ফারিত নয়নে চপলার মুখে দৃষ্টিপাত করিয়া কহিলেন,—"কি বলিতেছ?" "আপনি অতো অধৈর্য্যা হইলেন কেন?" আপনার কি সকলই পরিবর্ত্তন হইয়াছে? আপনি যে আমায় যথেষ্ট স্নেহ করেন, আপনি বৈ আমার আর কে আছে? আপনি যদি নিরন্তর এই ভাবে থাকেন, তবে আর আমার জীবনে সুখ কি? আমার অত্যন্ত দুর্ভাগ্য! চপলা এই কয়েকটি কথা বলিতে বলিতে চক্ষুতে অশ্রুচিহ্ন প্রকাশ হইল। কুসুমিকা চপলার দিকে দৃষ্টি পাত করিয়া বলিলেন,—"চপলে আমি কি আমার ?"

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

যাত্রা—শিব-শম্ভু!

পাঠক মহাশয়, চপলা যখন আছেন কুসুমিকার আহার করিতেই হইবে; এখন আর এখানে থাকা উচিত নয়, চলুন একবার গ্যালো অন্তরীপের সহিত রণজয়ের যুদ্ধ তরী দেখিয়া আসা যাক! লেখকের লেখনী চঞ্চলা—স্বভাবতই চঞ্চলা—এক স্থানে স্থির থাকিতে চাহে না; এখন একেবারে রণজয়ের নিকট যাইতে সমুদ্যত, কিন্তু বোধ হয় আপনার মন চপলার অভিনয় স্থান হইতে যাইতে অনিচ্ছুক। রমণীর অভিনয় স্থান হইতে কোন ব্যক্তি বীর পুরুষের ভয়ানক অভিনয় দেখিতে বাঞ্ছা করে, বিশেষতঃ আমরা তো বঙ্গবাসী! এই তো সেই সমুদ্র তরী! এই তো সমরসিংহ নম্রভাবে দাঁড়াইয়া রহিয়াছেন! এ কে? রণজয়, এ বেশ কেন? মহাম্মদীয় ধর্ম্ম গৃহিতের ন্যায়, শ্মশ্রু ও গুল্‌ফে বদন মণ্ডল আচ্ছাদিত! এই কি সমর বেশ? হ'বে—সৈনিক পুরুষের ছলনা বোঝা অতি কঠিন! এখন প্রদোষ! সূর্য্যদেব সমস্ত দিন প্রভুর আজ্ঞা প্রতিপালন করিয়া বিরক্ত হইয়া উঠিয়াছেন। মুখ আরক্ত; দৃষ্টি তীব্র; শীঘ্র গমনে বিশ্রাম স্থানাভিমুখে চলিলেন! পক্ষিগণ সূর্য্যদেবকে বিদায় লইতে দেখিয়া তাঁহার কার্য্য-পালনের অভিনন্দন স্বরূপ উচ্চৈস্বরে সাধুবাদ আরম্ভ করিল। চতুর্দ্দিকস্থ কুসুম হইতে পুষ্পগন্ধ হরণ করিয়া বায়ুদেব সেই স্থান আমোদিত করিয়া তুলিলেন। সকলের অবস্থা সমান হয় না, তরঙ্গমালি সমুদ্র সূর্য্য করে তপ্ত হইয়া বাহিক কষ্ট ভোগ করিতেছিলেন, এক্ষণে তাঁহার সেই তাপ শান্তির পূর্ব্বরূপ লোহিত মুর্ত্তি হইয়া উঠিল, কিম্বা লোহিত কটাক্ষে সূর্য্যদেবকে তিরস্কার করিতেছেন! সেই সময়ে কাল সুলভ গগনমণ্ডল ঘন ঘটায় আচ্ছন্ন হইল!' বিদ্যুৎপাত, বায়ু সঞ্চালন বন্ধ হইল! রণজয়ের আদেশে সমুদ্র পোতের চতুর্দ্দিকে নঙ্গর হার দৃঢ়বদ্ধ হইতে লাগিল! বায়ুর প্রবলতা! মেঘের গর্জ্জন! ঘন ঘন বিদ্যুৎপাত;—ক্রমশঃ ঝড় উঠিল! সমুদ্র তরঙ্গ বৃদ্ধি! বৃষ্টি!—পোত খানি হেলিতে দুলিতে ও সমস্ত গুণকাষ্ঠ কম্পিত হইতে লাগিল; সকলে ব্যস্ততা পূর্ব্বক পোতের রক্ষা কার্য্যে নিযুক্ত হইলেন। সেচনী যন্ত্র দ্বারা জল সেচন হইতে লাগিল! অপেক্ষাকৃত বায়ুর বেগশান্তি, বৃষ্টি বৃদ্ধি হইল! সমরসিংহ বলিলেন,—"আর ভয় নাই! ত্বরায় এ উপদ্রবের শান্তি হইবে!" ক্রমশঃ গগনমণ্ডল পরিষ্কৃত হইয়া উঠিল!—ঝড় ও বৃষ্টির শান্তি!

কৃত্রিম বেশ বিভূষিত রণজয় যুদ্ধ বেশ বিভূষিত সমস্ত সৈন্যগণকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন,—"আজ তোমাদের গুণ গৌরব বৃদ্ধি হইবে!—তোমরা সকলে বীরবর! সমরসিংহের আদেশ মত কার্য্য করিবে! দেখ, যেন তাহার অন্যথা

হয় না!” সকল সেনাপতিরা মস্তকাবনত করিয়া সাহ্লাদে—“যথা অনুমতি”—বাক্য উচ্চারন করিলেন। রণজয় ইষ্ট দেবতাকে স্মরণ করিলেন।—এখনো কি তাঁর স্মৃতিপথে কঠিন হৃদয়ে প্রনয়িণীর মোহিনী ছবি অঙ্কিত আছে? না, তিনি যে কুসুমমালা বিসর্জ্জন দিয়াছেন! তবে রণজয়ের মুখ ওরূপ কেন? ইষ্ট দেবতা স্মরনে কি নয়ন সজল হইয়া উঠিল? না, প্রস্তরে যখন যা অঙ্কিত হয়, তাহা বহু যত্নেও যায় না! রনজয়ের হৃদয় প্রস্তরে যাহা খোদিত, তাহা হঠাৎ যাইবার নহে। রণজয় অল্প হাসিলেন, এ হাসির অর্থ কি? “মন, এখনো ভুলিতে পার নাই?” পুনরায় ইষ্ট দেবতাকে স্মরণ করিলেন, পারিষদবর্গ অনুচ্চ শব্দে জয়োচ্চারন করিল! সম্মুখস্থ পুরোহিত নির্ম্মাল্য প্রদান করিয়া আশীর্ব্বাদ করিলেন। “পশুপতি, রাজপুত্র কুলের গৌরব বৃদ্ধি করুন ও তোমার সেবকেরা নিস্কণ্টক হউক” বলিয়া সকলের মুখেরদিকে চাহিলেন! দেখিলেন, সকলের মুখেই স্বাহঙ্কার সাহসের চিহ্ন বর্ত্তমান! তাঁহার সাহসের দ্বিগুণ বৃদ্ধি হইল! ভাবিলেন, আশা-লতা অঙ্কুরিতা! পার্শ্বদেশেই সমরসিংহ উপস্থিত! তাঁহাকে লক্ষ্য করিয়া পুনরায় কহিলেন,—“সমর, সতর্ক থাকিও!” সমরসিংহ মস্তকাবনত করিলেন। আকাশের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া দেখিলেন, তখনও চন্দ্রমা কুমুদিনীকে প্রস্ফুটিত করিতে পারেন নাই এবং তখনও তাঁহার ছবি পশ্চিমাংশে অধিক হেলে নাই! এই সময় একখানি ক্ষুদ্রতরী রণজয়ের অর্ণবযানের নিকটস্থ হইতে লাগিল? রণজয় সাগ্রহে দৃষ্টিপাত করিয়া দেখিলেন, এক জন গ্রীক দেশীয় সজ্জা বিভূষীত ব্যক্তি আসিতেছে। সেটি যে তাঁহাদিগের গূঢ় চর তাহা রণজয়ের সেই দৃষ্টিতেই প্রকাশ পাইল!

তরী খানি রণজয়ের পোতের নিকটস্থ হইল। উপর হইতে রজ্জু নিক্ষেপিত ও উভয় তরী একত্রে বদ্ধও হইল! আগন্তুক রনজয়ের মুখের দিকে তাঁহার অনুমতির আশায় নতমস্তকে চাহিয়া রহিলেন। রণজয় বলিলেন, “অজয় কি দেখিলে?” আগন্তুক উত্তর করিল,—“আজ্ঞা সকলেই আজ আহ্লাদে মত্ত, কোরণ নগর নানা সজ্জায় বিভূষীত! সকলেই সহর্ষ চিত্তে আগামী কল্য যুদ্ধের জয় হইবে ভাবিয়া তাহার নিশ্চয়ত্বসূচক নানা গল্প করিতেছে! রণতরী সমূহ রক্ষকশূন্য বলিলেও হয়! কোন সৈনিকই বিশেষ সতর্ক নহে। সায়েদ অদ্য প্রমত্ত প্রায়! সুরাপান, নর্ত্তকী নৃত্য প্রভৃতিতে সময়ক্ষেপণ করিতেছে! আমি এত ভ্রমণ করিলাম, কেহই কোন কথা জিজ্ঞাসা করিল না! মহারাজ, বলিতে কি ইহাদের মত অসাবধানী সৈনিক পুরুষ আমি কখন দেখি নাই!” রণজয় বলিলেন, তবে আর বিলম্ব করা উচিত নয়! “ভবপতি মঙ্গল করুন” বলিয়া ক্ষুদ্রতরী আরোহণ করিলেন! সকলে অনুচ্চশব্দে “ব্যোম শিব” শব্দ উচ্চারণ করিল, পুরোহিত স্বস্তিবাচন পাঠ করিলেন।” রণজয় শিব-শম্ভু! বলিয়া প্রস্থান করিলেন।

উচিৎবটে নাটক।

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক।

হরিহরপুর—মহেশের বাটীর চণ্ডীমণ্ডপের সম্মুখ।

সুরেশ চট্টোপাধ্যায় দণ্ডায়মান।

সুরেশ। (স্বগত।) আমার আগেই সন্দেহ হ'য়েছিল। উ! পাষণ্ড নরাধম নারকীর অসাধ্য কিছুই নাই। মুখে সততা দেখালে, কি কর্ত্তব্য! (চিন্তা) বেটার সঙ্গে আর দেখা কর্ব্ব না, বাটী যাই, এর প্রতিফল দেবই!—না—(চিন্তা) তা'হ'লে কোন কাযই হ'বে না। আমি সুরেশ চাটুয্যে! আমি এর প্রতিফল দেবই! ও যেমন আমার স্ত্রীর পুনরায় বিয়ে দিয়েছে, আমি তেমনি ওর স্ত্রী হরণ কর্ব্ব!—পাপ—একালে কি আর পাপ আছে? তা'হ'লে এর এত দিন সমুচিত শাস্তি হ'ত। ওটা দেখ্‌তে মন্দ নয়, বেশ লাল হ'য়ে উঠেছে; বুড় ভাতার,—ধনের লোভ দেখাব, গহনা দেব, অবশ্যই স্বীকার কর্ব্বে! না হয়—বলপ্রকাশ! এগ্রামের সকল লোকেই আমার পক্ষ হবে, সেখানকারও সকলে আমার পক্ষ। দেখি, কোথাকার জল কোথায় মরে! (হুকাহস্তে মহেশের প্রবেশ।)

মহেশ। (স্বগত) বেটাকি টের পেয়েছে না কি? কাল রাত্রেই বিদায় করা ভাল ছিল! হরিবাড়ুয্যের সঙ্গে যদি দেখা হয়ে থাকে, তবেই তো দফা রফা! (প্রকাশ্যে।) সুরেশ,—বাবা ওখানে যে? বেলা হ'ল, স্নান টান কর্ব্বে না; তোমার শাশুড়ী অন্ন ব্যঞ্জন রেঁধে বসে রয়েছেন!

সুরেশ। না—আজ আর স্নান কর্ব্ব না,—আপনি যদি স্নান করেন কর্ত্তেযান, সকাল সকাল আবার বাটী যেতে হ'বে।

মহেশ। তা বাবা আজ আর নাইবা গেলে!

সুরেশ। না বাটীতে আর কেও নাই, মার শরীরটা অসুস্থ দেখে এসেছি, আজই যেতে হ'বে।

মহেশ। তবে আমি স্নান ক'রে আসি! (বাটীর ভিতর গমন।)——

সুরেশ। (স্বগত।) বেটার মুখে যত্ন খুব! (বিনোদিনী ও কামিনীর প্রবেশ।) [দেখিয়া]—এদের চেনা চেনা বোধ হ'চ্চে। এইখানে একটু বসি। (উপবেশন।)

বিনোদিনী। ভাই, ওই দেখ, ছোঁড়াটাএসেছে। এসব শুনেছে কি না ধর্ম্ম জানে ব'ন। কিন্তু আমারও ইচ্ছা হয় এখনি সব বলি।

কামিনী। আমার ও ইচ্ছা কচ্চে, কিন্তু ছোঁড়ার সঙ্গে কথা কহাতো আর হয় না।

বিনোদিনী। কেন? মনে নাই, বাসর ঘরে গাল টিপে দিয়াছিলে, এখন কথা কৈতে লজ্জা হয়?

কামিনী। তখন ভাই ছেলে মানুষটি ছিল, অনেক দিন দেখা নাই, এখন কথা কহা কি ভাল?

সুরেশ। (স্বগত) এতো দেখ্‌ছি কামিনী, ছুঁড়ীকে ডেকে জিজ্ঞাসা কর্ল্লে হয়, না—এখন কি কথা ক'বে, তবে ওখানে দাঁড়য়ে কেন, দেখিই না, কি হয়! (প্রকাশ্যে) কামিনী ঠাকুঝি না?

বিনোদিনী। ও বন তোরে যে ডাকছে, শোন না কি বলে?

কামিনী। না ভাই,—আমার কথা কৈতে কড় লজ্জা হয়!

বিনোদিনী। মরণ আর কি? লজ্জা দেখে আর বাঁচিনা।

কামিনী। তুই কেন কথা কনা।

বিনোদিনী। আমায় যদি ডাকৃত আমি কথা কৈতাম।

সুরেশ। (স্বগত) কাযটা ভাল হয় নি। (মহেশের গামচাস্কন্ধে প্রবেশ।)

বিনোদিনী। বন পোড়ার মুখো মিন্সে আশ্‌ছে, আমাদের দেখ্‌লে কি ভাব্‌বে, চল ঐ দিকে দাঁড়াই। (উভয়ের পশ্চাৎ গমন।)

মহেশ। সুরেশ=বাবা, স্নান ক'রে আসি, তুমি চণ্ডীমণ্ডপে ব'সগে, জল খাওয়া পর্য্যন্ত হ'ল না, আমি শীঘ্র আশ্চি।

সুরেশ। আসুন তারজন্যে ভাব্‌তে হ'বে না। (মহেশের প্রস্থান।)
ছুঁড়ীদের জিজ্ঞাসা কর্লেকিন্তু হত ভাল।

(কামিনী ও বিনোদিনীর প্রবেশ।)

বিনোদিনী। কি গো ভাল আছ তো, চিন্তে পার?

সুরেশ। তোমাদের দেশের লোককে চেনা ভার!

কামিনী। আমাদের দেশের লোকের দোষ কি?—

সুরেশ। দোষটা আর কি, যা এক মেয়ের দুবার বে।

কামিনী। তবে কি সব শুনেছ না কি?

সুরেশ। শুন্তে আর বাকি নাই, মেয়ে মানুষের যে কি মন তা কে জানে?

বিনোদিনী। তা গোলাপীর দোষ কি, সে ছেলেমানুষ, বুঢ় ডেকরা ম'ল, তা'সে কি কর্ব্বে? দোষতো তোমার, এত দিন একবার এ দিক মাড়ালে না? তা আর এ ডেকরার বাটী রয়েছ কেন, এর বাড়ী কি জল খেতে আছে?

সুরেশ। এর একটা যা'হয় কর্ত্তেতো হ'বে, তাই আছি।

কামিনী। বুড়র শেষ কালে এই বুদ্ধি হ'ল, মর্ব্বার ভয় নাই!

বিনোদিনী। চল বন ডেকরা আবার আসবে। (সুরেশর প্রতি) আজই যা'বে কি?

সুরেশ। হাঁ আজই যাব, ভাল হল তবু দেখা হল।

কামিনী। তবে ভাই আমরা আসি। (উভয়ের প্রস্থান।)

সুরেশ। বাড়ীর ভিতর যাই, না এখন যদি বুড় সন্ধকরে, তবে কার উদ্ধার হ'বে না। হস্তগত করে তার পর চেষ্টা, এতে পাপ ভয় কি? এইতো উচিত বটে!!!
(স্নান করিয়া মহেশের প্রবেশ) [দেখিয়া] বেটা আস্‌ছে।

মহেশ। চল বাবা বাটীর ভিতর চল?

সুরেশ। চলুন। (উভয়ের প্রস্থান।)

তৃতীয়াঙ্ক—প্রথম গর্ভাঙ্ক।

গোপালপুর—সুরেশের বাটী।

(সুরেশ চট্টোপাধ্যায় ও প্রতিবাসী ভগবতী আসীন।)

ভগবতী। সত্য কি দাদা? বেটাকে দেখ্‌তে ধার্ম্মিক, বেটার এই কায। আমার ইচ্ছা করে এখনি গে এর প্রতিফল দিয়ে আসি, নরাধমকে হত্যা কর্ল্লে ভ্রহ্মহত্যা তো দুরে থাকুক, গো হত্যারও পাপ হ'বে না।

সুরেশ। ভাই তোমার মত আমারও প্রথমে মন হ'য়েছিল, কিন্তু বৃটীশ গবর্ণমেণ্টের রাজত্বে অন্য কিছু বিচার নাই, প্রাণের দায়ে প্রান যা'বে। তাতেও আমি পেছ পাউ হইনি, কিন্তু এ তার প্রকৃতির প্রতিফল নয়। সে যেমন আমার পরিবারের পুনরায় বিবাহ দিয়েছে, আমিও যদি তেমি তার স্ত্রীকে আন্‌তে পারি, তবে রাগ যায়।

ভগবতী। তুমি কিছু বলে ছিলে?

সুরেশ। না আমি যে এ সব টের পেয়েছি তাও সে জান্‌তে পারে নি।

ভগবতী। তবে আমি বলি কি, নালিস করা যা'ক।

সুরেশ। তা'তে কি হ'বে? যদি সাবুদ হয় তো জনসমাজে এ কথা রাষ্ট হ'য়ে যাবে, আর সে স্ত্রীকে ঘরে আনাও হ'বে না।

ভগবতী। তবে কি ঠাউরালে?

সুরের। আগেই তো বলেছি, কোন রকমে তার স্ত্রীকে হস্তগত করা—

ভগবতী। তারই বা উপায় কি? সেতো তোমার সঙ্গে কথা কয় না?

সুরেশ। এক উপায় স্থির করেছি, আমি গলায় কাচা দিয়া গিয়া কোন মতে মাতৃদায় জানাইয়া এখানে আন্‌বো, আর পারি তো পথেই হাত কর্ব্বার চেষ্টা কর্ব্ব। বুড়কে ফাকি দিতে কতক্ষন, কিন্তু ভাই এক কথা তোমাকে বলে রাখি, মা'কে বোল আমার স্ত্রী আন্‌তে যাই। গ্রামের লোকেও যেন এ কথা কেহ জান্তে না পারে।

ভগবতী। তা আর আমায় বল্‌তে হ'বে কেন? আমি বিধিমতে কি তোমার উপকার কর্ত্তে ত্রুটি কর্ব্ব? এর জন্যে হলপ কত্তে হ'লেও কুণ্ঠিত হ'ব না—

(আদ্র বস্ত্র উজ্জ্বলার প্রবেশ।)

সুরেশ। মা এসেছেন, আর ও কথায় কায নাই, ভাই, আমি জানি তুমি আমার পরমাত্মীয়, সেই জন্যই সকল কথা তোমাকে বলি।

উজ্জ্বলা। বাবা, পথে ওবাড়ীর মধুসূদন তোমাকে ডাকছে।

সুরেশ। তা এই খানেই এলে তো হ'ত? আচ্ছা যাচ্ছি।

ক্রমশঃ।

সহরে ডামাডোল।

কি আশ্চর্য্য! দেখ্‌তে দেখ্‌তে রাত্রি দুটো হলো? বাগানের ভিতর কাহাকেও যে দেখ্‌ছি না। পাহারাওয়ালাটা সন্ধ্যার সময় জাঁক জমক কচ্ছিলো, কিন্তু এখন কেবল কাষ্ঠাসনে মার্গ কাত করে নিদ্রা যাচ্চে। আজ নাকি মধুবার তাইতে মধ্যে মধ্যে এক এক জনকে রাস্তায় দেখ্‌তে পাচ্চি, নচেৎ খুনোখুনি হলেও কেউ জান্‌তে পারে না। বিশেষ বিডেন গার্ডনের দক্ষিণ পূর্ব্ব কোণটা যেরূপ ভয়ানক স্থান তাহাতে দশটা খুন হলেও কেউ টের পায় না—অধিক কি ঐ স্থানটা যমালয় বল্লেও অত্যুক্তি হয় না। বাগানটা হয়েছে বটে, কিন্তু দুয়ের বার। মধ্যে যদ্যাপি একটী পুষ্করিণী থাক্‌তো তাহলে বরং কতকটা সোভা সম্পাদন কত্তো। কেবল কতকগুলো বিলাতী না কি ফুলের গাছ রোপন করা হয়েছে, কিন্তু তাও না হিন্দু না মুসলমান! ফুলের সৌরভও কিছু মাত্র নাই এবং সোভারও সম্পূর্ণ বৈপরিত্য। কতিপয় কাটগোলাপ মাঝে মাঝে বিকসিত হয়ে আছে, তাহারও আবার গন্ধ নাই। জলের জন্য গাছগুলো শুষ্কপ্রায় হয়েছে, কিছুই গুল্‌জার নয়। মালী বেটারা সন্ধ্যার সময় হুঁকো হাতে ফুড়ক ফুড়ক করে আর, দিনের বেলায় গাছের ছায়ায় নিদ্রা যায়। বাগানটার কি মাথা নাই? শুনি যে নব নব শ্যাম দুর্ব্বাদল গুলোও ইজারা দেওয়া আছে, এত পয়সার খেঁচে কি কখন বাগানের সুপ্রতুল হয়ে থাকে? তাইতে বুঝি ইজারদাররা বাগানটাকে নেড়া করে ফেলছে? এ বাগানটা আমাদের সাত রাজার ধন এক মানিক্, কিন্তু ইহার প্রতি দৃষ্টি রাখে এমন লোক কাহাকেও দেখি না। কি দুঃখ! কি দুঃখ!! জল অভাবে রাস্তাগুলো ত একেবারে আবিরের অধিক হয়েছে। পদ প্রক্ষেপ না কত্তে কত্তেই রেণু দ্রুতবেগে উড়্‌ছে। শুভ্র বস্ত্র পরিধান করে এখানে এলে বৃন্দাবনের হুলী মনে পড়ে। বারি অভাবে গাছ গুলাই মরে যাচ্চে, তা আবার

পথে জল দেবে? এত আর ইডেন গার্ডন নয় যে সাহেব সুবর পদার্পণ হয়, ও একে বাঙ্গালিটোলা, তাতে আবার কুচ্‌কুচে বাঙ্গালিরাই এখানে বেড়ান, সুতরাং ইহার প্রতি সাহেবদের কেন যত্ন হবে? সকলই আমাদের বোঝবার ভ্রম। বাঙ্গালি ভায়ারা কেবল নামে জষ্টিস এবং নিমন্ত্রিত হউন বা না হউন তাড়াতাড়ি টাউনহালে গিয়ে কেদেরা যোড়া করে বসেন,—বাঙ্গালিটোলার প্রমোদ কাননটা যে জাহ্নবে যাচ্চে তার প্রতি দৃষ্টি নাই। বসন্তের সমাগমে পীককুলগুলো কুহু কুহু রবে গগন ফাটাচ্ছে বটে, কিন্তু প্রমোদ কাননটা বিষাদে ভাস্‌তেছে। কেউ যদি ইহার প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখ্‌তেন তাহলে আর এর এমন দশা হতো না। ঐ যে কি বলে অমুক জষ্টিস নিত্য নাকি বায়ু সেবনার্থে এখানে আসেন, কিন্তু কি অদ্ভুত তাঁর কি চক্ষু নাই, তিনি কি ইহার কোন কথাই কর্ত্তাসাহেবকে বলেন না, তাই যদি বল্‌বেন তবে আর এর এমন দশা কেন হবে!

ভাল পূর্ব্বদিকের গেট দিয়ে কে যেন না এলো? বোধ হয় মালি বেটাদের মধ্যেই কেউ হবে, কিন্তু তাই বা বলি কেমন করে! ভদ্র লোকের ন্যায় গায়ে দিব্য চায়না কোট, দিব্য ইংরাজী ধরণের জুতো, হাতে হাণ্ডকারচিফ ও ষ্টিক— হেল্‌তে দুল্‌তে আস্‌তেছেন—মালিই হবে, কিন্তু বেটারা কি রেতে এত বাবু হয়? ঐ যে ক্রমে চাদর বিছুয়ে গুণ গুণ স্বরে পূর্ব্ব-দক্ষিণ কোণে শুলো। ও আবার কে পিছুনে পিছুনে আস্চে? সারজন ও পাহারাওলা নাকি? তাই তো বটে। ঐ যে সাহেব বলচেন "মাতওয়ালা শালা কাঁহা গিয়া"? আমায় তো কিছু বল্‌বে না? আমাকেই বা বল্‌বে কি—আমার তো আর কোন দোষ নেই যে ভয় পাব। দেখাই যাক না কি রঙ্গ হয়। দেখ্‌তে দেখ্‌তে যে বাগানের ভিতর এলো। কি হবে, কোথা যাব, দুর্গা রক্ষে কর, ধর্ম্ম রক্ষে কর, গুরুহে রক্ষে কর, কেন আমার কুবুদ্ধি ঘট্‌লো, কেন আমি বাসায় ফিরে গেলেম না, তাহলেত এমন আপদ ঘট্‌তো না! গুরু রক্ষা কর্ত্তা! আবার যে বল্‌ছে "শালা কাঁহা গিয়া" ঐ ভদ্রলোকটা হেল্‌তে দুল্‌তে ইতিপূর্ব্বে এসেছে—সুরাপায়ী হবে, নচেৎ সারজন পাহারাওয়ালা উহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ আস্‌বে কেন? ভাল দেখা যাউক না কি রূপ হয়। যে শান্তিরক্ষক বাগানের শান্তি সাধন কচ্ছিলো, সারজন সাহেবের রবপেয়ে তেড়েমেড়ে উঠে বল্‌তে লাগল—"খবর আচ্ছা হ্যায় খোদাবন্দ"। সাহেব তৎশ্রবণে কেবল বল্লেন যে "তোম শালা এত্রাঘড়ি কাঁহাথা" একঠো মাতওয়ালা এস্‌কা ভিতর আয়া দেখা"? এই রূপ গোলমাল দেখে আমি আরো একটু অন্তরে গিয়া পুষ্প বৃক্ষের অন্তরাল হতে সব দেখ্‌তে লাগলাম। গা ঢাকা দিনু বটে, কিন্তু গাটা ভয়ে কাঁপ্‌তে ও প্রাণটা গুরগুর কর্ত্তে লাগ্‌লো। কি করি উপায় বিহীন, পাছে দেখা দিলে আমকেই মাতাল বলে গ্রেপ্তার করে। এমনতো কত বার হয়েছে

যে মাতালেরা অবাধে পলায়ন করে, লাভে হতে সৎলোকেরা ধরা পড়েন। এত আর পুলিশের দোষ নয়, এ কেবল শান্তির বরযাত্রদিগের কর্ম্ম। আমার জোর কপাল যে সাহেব ও পাহারাওলা অনুসন্ধান কর্ত্তে কর্ত্তে মহাত্মাকে চাদর বিছাইয়া নিদ্রাভিভূত দেখ্‌তে পেলে। "এবে শালা তোম কিয়া কর্‌তে হে"—এই রূপ মিষ্ট শম্ভাষনে বাছাকে তোলা হলো, এবং কতক্ষণ টানাটানি ও বাক্‌বিতণ্ডার পর এক প্রকার মিট্‌ মাট্‌ হয়ে গেল। সুরেশ্বরীর বরপুত্র সেই খানে শুয়ে নিদ্রা যেতে লাগলো এবং শান্তির পোষ্যপুত্ররা হাতে কিছু সন্দেষ খেতে পেয়ে অবাধে চলিয়া গেলেন।

ক্রমশঃ।

বাঙ্গলা ভাষা ও সাহিত্য বিষয়ক প্রস্তাব।

আদ্যকাল।

বাঙ্গালা কাব্যের আদ্যকাল সম্বন্ধীয় বিবরণ লিখিতে হইলে বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাসের নাম উল্লেখ না করিয়া কেহই ক্ষান্ত থাকিতে পারেন না। বিদ্যাপতি কোন সময়ে প্রাদুর্ভূত হন তাহা স্থির করা নিতান্ত দুরুহ ব্যাপার। চৈতন্যের শতাব্দিক বৎসর পূর্ব্বে যে তাঁহার জন্ম হইয়াছিল তাহারও কোন বিশেষ প্রমাণ নাই, ফলে বিদ্যাপতি যে এক জন অতি প্রাচীন কবি তাহাতে সংশয় হইতে পারে না। প্রাচীন বাঙ্গলা কবিদিগের মধ্যে দুই এক জন ভিন্ন প্রায় অনেকেই সংস্কৃত জানিতেন, কারণ সংস্কৃত না জানিলে তাঁহারা লিখিবার আদর্শ প্রাপ্ত হইতেন না, এক্ষণকার বাঙ্গলা রচয়িতাগণ সংস্কৃত না জানিলেও অনায়াসে আদর্শ পাইতে পারেন, এমন কি অনেকে সামান্য সংস্কৃত জানিয়াও পাণ্ডিত্য প্রদর্শনে সক্ষম হন।

আমি নারী হর নহি শুনহে মদন।
বিনা অপরাধে বধ রাধার জীবন॥
পরাজয় ঋণ যদি চাহ সুধিবারে।
যাহ তবে হরের সদন॥
হারেকি বুঝিলে ফণি বেণী জটাজুট।
নীলমণি অভাকণ্ঠে নহে কালকুট॥
ললাটে চন্দন বিন্দু সিন্দুর দেখিয়ে।
মানিলে কি চন্দ্র হুতাশন।
শ্যামের বিরহে সদা ধরায় শয়ন।
ধুলি ধুষরিত অঙ্গ তাহার কারণ॥
তাতো তুমি না বুঝিয়ে রাগের প্রভাবে।
ভাবিয়াছ বিভূতি ভূষণ॥
রাধামোহন সেন।

কতিহুঁ মদন তনু দহার্থ হামারি।
হাম নহু শঙ্কর হুঁ বর নারী॥
নাহি জটা ইহ বেণী বিভঙ্গ।
মালতী মাল শিরে নহ গঙ্গ॥
মোতিম বন্ধ মৌলি নহ ইন্দু।
ভালে নয়ন রহ সিন্দুর বিন্দু॥
কণ্ঠে গরল নহ মৃগমদ সার।
নহ ফণিরাজ উরে মণিহার॥
নীল পাটাম্বর নহ বাঘছাল।
কেলিক কমল ইহা না হয় কপাল॥
বিদ্যাপতি কহে এ হেন সুছন্দ।
অঙ্গে ভষম নহ মলয়জ পঙ্ক॥
বিদ্যাপতি।

বিদ্যাপতিও রাধামোহন সেনের ন্যায় জয়দেবের ভাব লইয়া উপরোক্ত পদ রচনা করিয়া থাকিবেন, ফলে অধুনাতন কবিরা যে রূপ সামান্য সংস্কৃত জানিয়া পণ্ডিত্য প্রদর্শন করিতে সমর্থ হন, পুরাকালে এ রূপ সম্ভাবনা ছিল না। বিদ্যাপতি যে সংস্কৃত পুরুষ পরীক্ষার রচয়িতা ইহা ন্যায়রত্ন উত্তম অনুমান করিয়াছেন। ফোর্ট উইলেম কালেজ স্থাপনান্তর সাহেবদিগের শিক্ষা জন্য পণ্ডিতেরা কতিপয় গদ্য গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছিলেন, এমন কি ঐ সময় অবধি গদ্য লেখার সৃষ্টি হয়; সেই সময়ে মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার ভট্টাচার্য্য কর্ত্তৃক প্রবোধচন্দ্রিকা বিরচিত হয় এবং সেই সময়েই ঐ কালেজের অন্যতম পণ্ডিত হরপ্রসাদ রায় মহাশয় কর্ত্তৃক সংস্কৃত পুরুষ পরীক্ষা বাঙ্গালা ভাষায় অনুবাদিত হইয়া প্রকাশ হইয়াছিল। রায় মহাশয় জাতিতে বৈদ্য কাঁচরাপাড়া নিবাসী ছিলেন। এডুকেশন গেজেটের সহকারী সম্পাদক ক্ষেত্রমোহন ভট্টাচার্য্য মহাশয় ঐ গ্রন্থখানিকে বিদ্যাপতি বিরচিত বলিয়া লিখিয়াছিলেন। পাটনা হইতে আলাহাবাদ পর্য্যন্ত যে দেশ, হিন্দুস্থানী লোকেরা উহাকে কবিভূম বলিয়া থাকেন, যেহেতু অধিকাংশ হিন্দি কবিরা উহার মধ্যেই জন্ম গ্রহণ করেন। আমাদিগের বাঙ্গলার মধ্যে রাড় দেশকে কবিভূমি বলা যাইতে পারে, যে হেতু কাশীদাস, কবিকঙ্কণ ও ভারতচন্দ্র প্রভৃতি বাঙ্গলা ভাষার অতি প্রধান কবিরা ঐ প্রদেশে জন্ম গ্রহণ করেন।

বৈষ্ণব সম্প্রদায়স্থ লোকের দ্বারা যে বাঙ্গালা কাব্যের উন্নতি হইয়াছে তর্করত্ন এ কথা অতি যথার্থ বলিয়াছেন। কি বাঙ্গালা কি হিন্দি কি সংস্কৃত সকল ভাষাতেই বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের লোক প্রধান কবি, ভারতচন্দ্র, কাশীদাস, তুলসীদাস, সুরদাস, জয়দেব, ব্যাশ, বাল্মীকি প্রভৃতি সকলেই বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের লোক ছিলেন।

রামায়ণের বিষয়ে তর্করত্ন যে কৌতুকাবহ বিবরণ লিখিয়াছেন তাহা অতি যথার্থ। অধুনা যে বাঙ্গলা রামায়ণ সর্ব্বসাধারণের মধ্যে প্রচলিত, উহা পুরাকালের মুদ্রিত রামায়ণ হইতে বিস্তর বিভিন্ন। হংস যে রূপ নীর হইতে ক্ষীরকে বিভাগ করে, সেই রূপ অভিনব কাব্যাংশ হইতে কীর্ত্তিবাসের রচনার অংশসকল বিভাগ করা আমাদের পক্ষে সহজ নহে। বাল্মীকি রামায়ণের ছন্দকাণ্ডের ষোড়শ সর্গ যাহা অঙ্গদ দূত প্রবেশ বলিয়া আখ্যাত, বাঙ্গলা রামায়ণে তাহারি নাম অঙ্গদ রায়বার; উহা ভিন্ন ভিন্ন মুদ্রিত রামায়ণে ভিন্ন ভিন্ন রচনা দৃষ্ট হয়। ঐ সকল অংশ বিজ্ঞ কাব্য রসজ্ঞ পাঠকবর্গের কারণ উদ্ধৃত পূর্ব্বক নিম্নে প্রকাশ করা গেল।

পঞ্চদিন উভয় সৈন্যের সমাবেশ।
পরস্পর কেহকারো নাহি করে দ্বেষ॥

শ্রীরাম বলেন জান দেখি বিভীষণ।
কি কারণ নাহি রণ করে দশানন॥

বিভীষণ বলেন প্রভু কর অবগতি।
উভয় সৈন্যের শব্দে স্তব্ধ লঙ্কাপতি ॥
তেঁই বিপক্ষের প্রতি নাহি দেয় হানা।
নিশ্চয় জানিতে দূত পাঠাও একজনা ॥
বিভীষণ সহ রাম যুক্তি করি সার।
হনূমানে ডাকিয়ে কহেন সমাচার ॥
আইস বাছা হনূমান পবন নন্দন।
লঙ্কায় জানিয়ে আইস কি করে রাবণ ॥
সভামধ্যে উঠিয়ে বলিছে জাম্বুবান।
একবার গিয়ে ছিল বীর হনূমান ॥
যেই যাইবেক হনূ লঙ্কার ভিতর।
হনূমানে দেখিয়ে কুপিবে লঙ্কেশ্বর ॥
মনেতে করিবে এই আইসে বারেবার।
ইহা বিনা রাম সৈন্যে বীর নাহি আর ॥
দক্ষিণ দ্বারেতে আছে অঙ্গদের থানা।
তাহাকে আনিতে দূত যাক একজনা ॥

(প্রচলিত রামায়ণ।)

পঞ্চদিন দুই কটকে হয় না হানাহানি।
রাম বলেন রাবণ রাজা যুদ্ধ দেয়না কেনি ॥
বিভীষণ বলেন গোসাঁই কর অবগতি।
দুই কটকের রোলে রাবণের স্থির নহে মতি,
বিপক্ষ লাগিয়ে রাবণ রণে নাদেয় হানা।
নিশ্চয় জানিতে দূত পাঠাও একজনা ॥
বিভীষণের সঙ্গে রাম যুক্তি করি সার।
হনূমান বলিয়ে যে পড়িল হাঁকার ॥
আইস বাছা হনূমান পবন নন্দন।
লঙ্কায় জানিয়ে আইস কি করে রাবণ ॥
সভার ভিতর উঠিয়ে বলিছে জাম্বুবান।
একবার পাঠায়েছিলে বীর হনূমান ॥
যেঁই যাইবেক হনুমান লঙ্কার ভিতর।
হনূমানে দেখিয়ে কূপিবে লঙ্কেশ্বর ॥
মনেকরিবে এই বানরা আইসে বারেবার।
ইহা বই রামের কটকে বীর নাহি আর ॥
দক্ষিণ দ্বারেতে আছে যে অঙ্গদের থানা।
তাহারে আনিতে দূত পাঠাও একজনা ॥

১৮০১ খৃষ্টাব্দে।
শ্রীরামপুর মিসন যন্ত্রে
মুদ্রিত।

পঞ্চদিন দুকটকে না হয় মিলন।
রাম বলে যুদ্ধ কেন না দেয় রাবণ ॥
বিভীষণ বলেন গোসাঁই কর অবগতি।
কটকের রোলে স্থির নহে বসুমতি ॥
কি কারণ রাবণ সংগ্রামে না দেয় হানা।
কারণ জানিতে দূত পাঠাও একজনা ॥

ক্রমশঃ।

সীতার বিলাপ।

ললিত ছন্দ।

লোটায়ে ধরণী বিনোদিনী এক,
বাল্মীকি মুণির আশ্রম পাশ।
শিরে করাঘাত করিছে কেবল,
হুতাশন সম ফেলিছে শ্বাস ॥
ক্রোধ ভরে হানি কঙ্কন ললাটে,
ছিঁড়ছে শ্যামল চিকুর দলে।
রুণু রুণু করি বাজিছে তাহাতে,
কনক পুর পদ যুগলে ॥
ক্ষণেক লুটিছে ক্ষণেক বসিছে,
কভু বা উঠিছে অধীরা হয়ে।
নয়ন যুগল হইতে সলিল,
পড়িছে ধরায় উরোজ বয়ে ॥
ছিড়িয়া পড়িয়া বিকীর্ণ হয়েছে,
ভূমেতে গলার মুকুতা হার।

কঙ্কন আঘাতে ললাট হইতে,
পড়িতেছে হায় রুধির ধার ॥
আশ্রম প্রভাবে একত্রে চরিছে,
কেশরী করভ শার্দ্দুল চয়।
তা দেখি আবার হতেছে বালার,
রমণী স্বভাব সুলভ ভয় ॥
কেশরী নাদিছে করভ ডাকিছে,
তাহা শুনি উঠে শিহরি বামা।
মূর্চ্ছিতা হইয়া পড়িছে ধরায়,
হতেছে স্মরণ বরণ শ্যামা ॥
মূর্চ্ছা অবসানে ক্ষণেক পরেতে,
আবার উঠিছে বাতুলা প্রায়।
কি হলো কি হলো উহু উহু বলি,
মাখিতেছে ধূলা সোণার গায় ॥
জীবনের ধন হৃদয় রতন,
প্রাণের বল্লভ কিছু না কয়ে।
বনে পাঠাইলে এই কথা বলি,
উঠিল আবার অধীরা হয়ে ॥
যাহারে সদত নয়নে নয়নে,
রাখিয়া যতনে করিতে স্নেহ।
তাহারে কেমনে এবে প্রাণনাথ,
দুর করি দিলে হইতে গেহ ॥
জানিতাম নাথ দয়ার আধার,
প্রেমের ভাণ্ডার হৃদয় তব,
এ হেন অন্তর মমতা বিহীন,
হইয়াছে এবে কেমনে কব ॥
যাহার তরেতে রোদন করিয়া,
বিজন কন্দর গহন বনে।
দিবস যাপন হয়েছে প্রভুর,
প্রাণের অনুজ লক্ষ্মণ সনে ॥
যাহার লাগিয়া বানর ভূপতি,
বালী মহাবীরে করি নিধন।
সুগ্রীব সহিত করিয়া মিতালি,
সাগর বাঁধিতে করিলে পণ ॥
শতেক যোজন জলধি উপরে,
ভাসায়ে উপল করিলে সেতু।
দেবতা ব্রাহ্মণগণের অরাতি,
রাক্ষস কুলের নিধন হেতু ॥
যার সমাচার লইবার তরে,
কনক সিংহলে করি গমন।
সমীরণ সুত ছারখার করি,
ফেলিল সুচারু মধু কানন ॥
কপিগণ সহ দুই ভাই মিলি,
সিংহলে ভীষণ সমর করি।
মেঘনাদ বীর সরমা নন্দন,
কুম্ভকর্ণ আদি যতেক অরি ॥
শমন সদনে পাঠায়ে তাদেরে
শেষেতে মারিয়া রাবণ রাজে।
উদ্ধারিয়া যারে পুষ্পক বিমানে,
চড়িয়া আনিলে অযোধ্যা মাঝে ॥
কি দোষে তাহারে বনবাস আজি,
দিলে দয়াময় হৃদয় নাথ।
আর কি কখন জীবন থাকিতে,
হইবে না দেখা তোমার সাথ ॥
দোহদ সঞ্চার যদি না হইত,
এখনি প্রবেশি জাহ্নবী জলে।
ত্যেজিতাম তনু হতো না তাহলে,
থাকিতে এ পাপ ধরণী তলে ॥
স্বপনেও নাহি জানিতাম কভু,
তোমার এমন কঠিন হৃদি।
জানিলাম এবে তোমার কি দোষ
আমার অদৃষ্টে নিদয় বিধি ॥

শ্রীবীরাঙ্গনা কাব্যোত্তর কাব্য।

চতুর্থ সর্গ।

(কৈকয়ীর প্রতি দশরথ।)

[মাইকেল মধুসূদন দত্ত প্রণীত শ্রীবীরাঙ্গনা কাব্যে চতুর্থ সর্গে ভরত মাতা মহিষী কেকয়ী দুহিতা স্বপত্নী পুত্র রামচন্দ্রের যৌবরাজ্যে অভিষেক অসহমানা হইয়া, ভরতের রাজ্যাভিষেক স্বরূপ রাজাঙ্গিকৃত বর প্রার্থনায় যে পত্র লিখেন, মহারাজ দশরথ তৎপাঠে শোকে দুঃখে ক্রোধে অধীর হইয়া তদুত্তর নিম্নলিখিত পত্রিকা খানি প্রেরন করেন। তৎপরে যে কি ঘটিয়াছিল, তদুল্লেখ বাহুল্য। যদিচ আদি কবি মহাত্মা বাল্মীকির রচনায় বনবাস প্রার্থনা বর্ণিত আছে, কিন্তু ইহাতে তাহার উল্লেখ নাই।

কি বলিয়া সম্বোধিব, "প্রণয়নি" এই
বাণী কেমনে বা লিখি; নৃশংসে, এক্ষণে
তোমার এ যথাযোগ্য সম্বোধনব টে।
ভাল লিখিয়াছ লিপি, সময় পাইয়া,
রটাতে কলঙ্ক এই খ্যাত সূর্য্যবংশে।
চিরকাল রঘুকুলে যুবরাজ শব্দ
ভজে জ্যেষ্ঠপুত্রেমাত্র, তুমি কর রামে
বাহ্যিকে স্নেহ ভরত অধিক, অন্তরে
অন্তর তাহা বুঝিব কেমনে? খলের
প্রকৃতি বুঝে কাহার ক্ষমতা! মুখেতে
মধুর অন্তরে বিষ! আমি তব রূপে
হ'য়ে মুগ্ধ, শুনি বাক্য যেন মাখা চিনি,
অন্তর না চিনি, যে কি বলিয়াছি কবে,
তাহে যে বধিবে তুমি এই প্রেম-দাসে,
না বুঝিনু চিতে কভু। দুষ্টবুদ্ধি দাসী
মন্থরার কুহকেতে এরূপ হইল
মতি;—তোমার চরিত্র না হেরি কখন
হেন, এই অনুমানি। সত্য বটে, যদি
সদা হীন সহ করে বাস বুদ্ধি হীন
হয়, সহবাসে ফলে সংসর্গজ দোষ
গুণ, তা না হ'লে শ্রেষ্ঠ বংশে জন্ম তব,
পদ্মরাগ আকরেতে কাচের উৎপত্তি
অদ্ভুত এ কথা। রাম, লক্ষ্মন, ভরত,
শত্রুঘ্ন, এ চারি পুত্র, সম স্নেহ ভাগী
সবে, সন্তানে কখন কিবা স্নেহ হয়
ন্যূন? কিন্তু নারী মম বহু আছে, তবু
মুগ্ধ তব রূপে, ভালবাসি সর্ব্বাপেক্ষা
তোমা, তাই ছলে বলে কেকয়ীর পতি
মোরে, মাইষীরা সবে। হায়, মাথাখেয়ে
প্রণয়ের বশে, কবে করেছি প্রতিজ্ঞা,
যাহে বদ্ধ এবে আমি, যথা বলী
"বলি দিব দান যাহা যাচ" বামনেরে
মায়াপাশে হ'য়ে বদ্ধ না চিনি চক্রীর
চক্র। হায়, দেখি তোর ছল বহে চক্ষে
জল ঝর ঝর! তব মানস কি হ'ল
করিতে নষ্ট এবৃদ্ধ পতিরে? বলেছি
"শ্রীরামে আগামী কল্য যৌবরাজ্য দিব,"
তাই শুনি কোশলস্থ প্রজাকুল মাতি
আনন্দেতে, সাজাতেছে নিজ নিজ গৃহ
সবে। হয় প্রিয়, রাম রঘুকুলমণি

নিজ গুণে। আনিতেছে সবে উপহার
নানা, ভরিবারে কোষ। উড়িতেছে ধ্বজ
কৌষেয় রঞ্জিত, দিব্য রতনে খচিত,
গৃহে গৃহে। বন-পুষ্প তুলি পৌর জন
গাঁথি মালা সাজাতেছে প্রতি গৃহ দ্বার।
বাজিছে বাজনা, করে স্বস্ত্যয়ন সব
রঘুকুল পুরোহিত। যত দীর্ঘতপা
মুনিগণ অগ্নিকল্প আসিছে সভাতে।
বল কি বলিয়া বলি করিব এক্ষনে
যুবরাজ ভরতেরে? রাম তব পদে
কি দোষে দুষিত? সদা জননী অধিক
আজ্ঞা পালে। আমি তব নিকটেতে কিবা
করিয়াছি অপরাধ? এ মনন কেন
হ'ল তবে? মহাপাপ স্বপতি নাশিতে।
পাপেপিশতে! বুক ফাটে,স্মরিলে একথা,
কবে সবে "সূর্য্যবংশোদ্ভব দশরথ"
রাজা, নারী বশ অতি, ধর্ম্মে নাহি ভয়
চিরকাল প্রচলিত রঘুকুল প্রথা
জ্যেষ্ঠ পুত্রে রাজ্যদান অন্যথা করিল"।
জ্যেষ্ঠ পুত্র রাজ-পদ অধিকারি কয়
শাস্ত্রকারে, বল কোন দোষে আজি তাহা
করিব অন্যথা? যার গুণ সদা গায়
অরি সাহ্লাদে, কভু পরোক্ষেতে কেহ
নাহি দুষে যারে, কোন দোষে দুষী এবে
করিব তাহারে? কোন রাজ নীতি বলে
বিনা দোষে করি তারে দুষী? রাজসুতে!
"মিথ্যাবাদী পক্ষপাতী নারীবশ রাজা"
এবচন কোন প্রাণে শুনিব শ্রবণে?
দুষ্ট বুদ্ধি মন্থরার বাণী ত্যাজ, কর
সাধুমতি। দাসী নীচ কুলোদ্ভবা, তার
পাপে নাহি ভয়, তাই ধরেছে পৃষ্ঠেতে
পাপফল কুব্জ। তুমি মম প্রণয়িনী,
ত্যাজ একামনা, যাহা ইচ্ছা যাচ তাহা
অর্পিব এখনি। তব এ বচনে কভু
ভরত কুমার নাহি হ'বে হৃষ্ট চিত।
জ্যেষ্ঠাগ্রজ রামে সে যে মান্য করে অতি।
সূর্য্যবংশে জন্ম তার, নাহি হবে মতি
অন্যায়াচরণে, তব প্রতি হ'বে ক্রোধী।
কর বিচারিয়া কার্য্য সুহাসিনী, যাহে
রয় দুই পক্ষ! কেন কর আশা, তব
রটাইতে কলঙ্কিনী নাম; একি হ'বে
ভাল? ঘুষিবে ঘোষনা "স্বপতিঘাতিনী
কৈকয়ী পাপিনী, ছলে নাশিল ভর্ত্তারে,
কেহ না হের বদন ওর, পাপীজনে
যে হেরে, তাহার হয় পাপ," এবচন
কিগো কর্ণেতে লাগিবে ভাল? ত্যজি নাম
প্রিয়ংবদা, বিষম্বদা কেন লইবারে
হ'ল ইচ্ছা, রঘু বংশ কাল ভুজঙ্গিনী!
নবীন-নীরদ-নিন্দি বরণ শ্রীরামে
দিব্য-বাসধর, রাজ-ভূষণে ভূষিত
রাজ-ছত্র শিরোপরি, সিংহাসন-স্থিত
করিব মানস; এই লোক মাঝে তাহা
শুনিয়াছে সবে, কালি তাহা নাহি হ'লে
নীল-পদ্মনিভ মুখ হ'বে কলুষিত।
হেরিলে সে মুখ শুষ্ক অমনি পলাবে
এদেহ-পিঞ্জর হ'তে প্রাণ বিহঙ্গম।
পৌরজন সবে কবে সকরুণ স্বরে—
"স্বপতিঘাতিনী ছলে কৈকয়ী রাক্ষসী,
উপল-নির্ম্মিত-হিয়া, কুটিলা দুর্ম্মতি।"
এ পুরি কাঁদিয়া কবে প্রতিধ্বনি ছলে
"স্বপতি-ঘাতিনী হ'ল কৈকয়ী রাক্ষসী,
উপল-নির্ম্মিত-হিয়া, কুটীলা দুর্ম্মতি"।
যত রাজগণ স্বীয় দেশে গিয়া ক'বে—
"স্বপাতি-ঘাতিনী ছলে কৈকয়ী রাক্ষসী,

উপল-নির্ম্মিত হিয়া, কুটিলা দুর্ম্মতি "।
ক্রোধভরে মুনিগণ, সগম্ভীরস্বরে,
কহিবে আশ্রমে স্বীয় সহচর দলে,
"স্বপতিঘাতিনী ছলে কৈকয়ী রাক্ষসী,
উপল-নির্ম্মিত হিয়া কুটিলা দুর্ম্মতি"।
শুনি, শ্রুতিধর পাখী তপস্বি পালিত,
গাইবে সুস্বরে বসি আশ্রম বীটপে
" স্বপতিঘাতিনী ছলে কৈকয়ী রাক্ষসী,
উপল-নির্ম্মিত হিয়া, কুটিলা দুর্ম্মতি।"
ব্যাধ কুল মৃগবধে বাঁশরীর স্বরে,
কুরঙ্গ মানস মোহি গাইবে করুণে,
" স্বপতিঘাতিনী ছলে কৈকয়ী রাক্ষসী,
উপল-নির্ম্মিত হিয়া কুটিলা দুর্ম্মতি।,,
রাখাল বালকে গীত গাইবে হরষে
" স্বপতিঘাতিনী ছলে কৈকয়ী রাক্ষসী,
উপল-নির্ম্মিত হিয়া কুটিলা দুর্ম্মতি ।,,
বীণা বাদী বীণাস্বরে গাইবে সুস্বনে—
" স্বপতিঘাতিনী ছলে কৈকয়ী রাক্ষসী,
উপলনির্ম্মিত হিয়া কুটিলা দুর্ম্মতি।"
গায়কেরা পিকস্বরে গাইবে সতত
"স্বপতিঘাতিনী ছলে কৈকয়ী রাক্ষসী,
উপল নির্ম্মিত হিয়া, কুটিলা দুর্ম্মতি।,,
এসকল শুনি তব কি ফল ফলিবে ?
ধিক্ ধিক্ তোরে, যত পড়ি লিপি, হয়
ক্রোধোদয়, হায়, ভাবি মাধবী বল্লরী
ভ্রমে, লয়েছিনু বিষ বল্লীর আশ্রয় !
মন্দাশয়ে, ত্যজ মন্দ আশা, পরিহার
যাচি, রাখ নিজ মান, করিয়ে করুণা
মোর প্রতি ! আমি বৃদ্ধ তব সত্য পাশে,
অধীন এখন, যাহা ইচ্ছা কর, হয়
রাখ রঘুকুল, নয় নাশ দয়াশূন্য
হ'য়ে। আর কি লিখিব লেখনী, হইতে
হস্ত, পড়ে খসি, চক্ষু হতে জলঝরে।
করিতেছে কুলগুরুগণ উচ্চারণ
বেদ, অদ্য নিশা গতে রামে রাজ্যভার
শপি হইব সুস্থির, মনে ছিল আশা,
অধিবাস তারি আজি, গাইছে গায়ক,
নাচিছে যতেক নটী, আহ্লাদ সাগরে
ভাসিছে সকলে, তাহা তোমার অধীন,
হয় রাখ, নয় নাশ, যাহা ইচ্ছা তব।
হয় বিবেচনা, তব হ'তে নারীকুলে
হবে যে কলঙ্ক, সবে কবে-" মিথ্যা বাণী
অবলা সরলা," " নারীর অপেক্ষা
খল কে আছে জগতে, শাক্ষিতার তুমি"।
আজি হ'তে কেহ আর তোমার কারণ,
মন প্রাণ স্ত্রীলোকেরে না শঁপিবে কভু।
ঐ বাজিছে শঙ্খ ঘণ্টা কিসের কারণ ?
অনুমানি; নাশিবারে আমার জীবন।
কৈকয়ী এ নাম হ'লে মানস মাঝারে,
উঠি চমকিয়া, যথা মৃগ সিংহী নামে।
দেহশূন্য বল, কণ্ঠ বাস্পেতে রুধিল,
চক্ষু হ'তে জল ঝরে, পত্র করে আদ্র,
যাহা লিখিবারে মন, তাহা আর নাহি
পারিনু লিখিতে, সার কথা এই বলি—
শ্রীরামে না রাজ্য দিলে দুঃখ পাব মনে,
হরিষে বিষাদে মম প্রাণ বাহিরিবে।
পতি বধে মহা পাপ করোনা করোনা
অনুতাপ হ'বে পরে জানিও নিশ্চয়।
ইতি শ্রীবীরাঙ্গনা কাব্যোত্তর কাব্যে কৈকয়ী
পত্রিকোত্তর নাম চতুর্থ সর্গ ।

কাঁচরাপাড়া প্রকাশিকা ।

মাসিক পত্রিকা ।

"নির্ম্মৎসরাঃ সুকৃতিনঃ খলুযে বিবিচ্য, কর্ণে গুণস্য কণমপ্যবতংসয়ন্তি ।
যেষাং মনো ন রমতে পরদোষবাদে, তে কেচিদেব বিরলা ভুবি সঞ্চরন্তি ॥"

১ম ভাগ । } ১২৮১ সাল—বৈশাখ । { ৬ষ্ঠ সংখ্যা ।

কুসুমিকা ।

প্রণয়ে কি না হয় ?

অগ্নিকাণ্ড—ইহারা কি দস্যু ?

পাঠক মহাশয়, চলুন একবার কোরণ নগরটি দেখিয়া আসি। আমাদের নায়ক রণজয় যখন অর্ণবপোত হইতে চলিলেন, তখন আর এখানে থাকিয়া কি করিব ! আর যখন সমুদ্রযাত্রা করিয়াছেন, যখন বীরপুরুষের অভিনয় দেখিতে এত দুর অগ্রসর হইয়াছেন, তখন শেষ দেখা চাই !—একটু সাহস তো ভাল ! চিরকালই তো স্ত্রীপুত্রের মায়ায় বদ্ধ থাকিলেন !

কোরণ নগর আজ সুসজ্জিত ! এতো শ্রী কেন ? ঐ যে সমুদ্রতটে রক্তবর্ণ পতাকা-সুশোভিত সমুদ্র যান সকল রহিয়াছে, ও গুলি কি বাণিজ্য পোত ? তাহাহইলে চতুর্দ্দিকে আগ্নেয়াস্ত্র সজ্জিত কেন ?—না, সায়েদরাজ সমুদ্র যাত্রা করিবেন তাহারই সজ্জা ! ঐ গুলি দেখিয়াই রণজয় বিপক্ষ সৈন্য সংখ্যা করিয়াছিলেন ! যুদ্ধ সজ্জা !—সৈন্যগণ কোথায় ? দেখুন, স্থানে স্থানে অবশ্যই আছে ! সায়েদরাজ স্বধর্ম্মশাস্ত্র কোরাণের বাক্যে আপনাদিগের জয় নিশ্চয় করিয়াই অদ্য সৈন্যদিগকে উৎসাহ প্রদানার্থ আমোদ করিতেছিলেন ! ঐ দেখুন, প্রশস্ত শিবির ! বহুসংখ্যক সৈন্য আমোদে মত্ত, এক জনও প্রহরীর কার্য্যে নিযুক্ত নাই ! সকলে বাল্মীকি রামায়ণের কালনেমীর ন্যায় লঙ্কা ভাগ করিতেছে ! কেহ সুন্দরী রমণী লাভ, কেহ অসংখ্য ধন লাভ, কেহ বন্দিশত্রুদিগের প্রতি নিষ্ঠুরতা করিবার কল্পনা করিতেছে ! কোন কোন উদ্ধত সৈনিক অহঙ্কারসূচক শব্দে—"অনেক দিন নর

শোণিতাভাবে তরবারি অপরিস্কৃত রহিয়াছে, এই এক পরিস্কৃত করিবার উপায়!"—বলিয়া স্বীয় বীরত্বের উপন্যাস করিতেছে!

সায়েদ কোথায়? ঐ তো একটি সুদৃশ্য হর্ম্ম! চলুন দেখি,—এই যে কয়েক জন রক্ষক স্বকার্য্য নির্ব্বাহ করিতেছে! এই স্থানেই বোধ হয় সায়েদ আছেন! এই বাটীটি নানা আলোকে সুসজ্জিত, প্রথম কক্ষেই এক খানি বহুশিল্প-পরিচয়প্রদায়ক অমূল্য রত্নরা[illegible]-খচিত সুদৃ[illegible] সিংহাসনে বহুমূল্য পরিচ্ছদাবৃত এক জন উপবেসন করিয়া আছে[illegible]! [illegible] কি সায়েদ?—হবে! পার্শ্ব দেশে তদপেক্ষাকৃত কিঞ্চিন্ন্যূন পরিচ্ছদ বিভূষিত চারিজন উপবিষ্ট! অতি নিকটে একখানি সুবর্ণগ্রথিত প্রস্তরাসনে সুরার ন্যায় কি রহিয়াছে! সায়েদ যে মুসলমান,—একি?—সুরা—না সরবৎ! সুরাই বটে, ঐ যে একটি সুন্দরী ষোড়শী মধ্যে মধ্যে প্রদান করিতেছে! সুরেশ্বরী না হইলে এতো মান কার? ইনিতো মুসলমান, যে হিন্দুজাতির সুরাপানে মরণান্ত প্রায়শ্চিত্ত, তাহারাই বড় ছাড়ে। সুরে,—তোমার মহিমা কার সাধ্য বুঝে, তুমি নর্দ্দামা শয্যাকারিনী, তুমি রাজপুরুষহৃদয়চারিনী, তুমি নব্য-সভ্যতা-ভাণদায়িণী, তুমি ব্যভিচারদোষ-জননী, তুমি অচেতন-সহচারিনী, তুমি অবক্তব্যবাণীপ্রসবিনী, তুমি অশেষরোগকুল সৃষ্টিকারিনী, তথাপি সভ্যজনহৃদয়চারিণী!

সায়েদ রাজের বয়স যৌবন সীমায় পদার্পণ করিয়াছে বটে, কিন্তু মনে যৌবন রসতরঙ্গ নিরন্তর ক্রীড়া করিতেছে! প্রাচীন কবিরা যৌবনেই রসের প্রবলতা বর্ণনা করিয়াছেন, আমরা কি তাহা অস্বীকার করিব? কখনই নয়। তবে আমাদের মতে যৌবনে তরল রস,—দেখিতে অনেক,—সার কম; কিন্তু বয়সে পরিপাক!—যেটুকু থাকে ঘন,—সার!—যাহার গলে,—তাহার পক্ষে যৌবন কোথায়? আমাদের পাঠক মহাশয়গণের মধ্যে যিনি যৌবনসীমা অতিক্রম করিয়াছেন তিনিই জানেন, একথা কতদুর সঙ্গত! যাঁহার আবার যুবতী ভার্য্যা,—তিনিতো সেই রসেই হাবুডুবু!—মহাকবি জয়দেবের—"দেহিপদপল্লব মুদারং"—তাঁহার মুখস্থ! রসিকের চূড়ামণি, চিরকালই বসন্ত। সায়েদ আমাদের কতক অংশে সেই দলের লোক, কিন্তু অভিমানী, অথচ এক এক সময় গম্ভীর! বর্ণ গোলাপ পুষ্পের সদৃশ, কিন্তু পর্য্যুষিত গোলাপ যেমত সঙ্কুচিত ও ঈষৎ মলিন ইহারও সেই রূপ! ঐ দেখুন, বদনমণ্ডলের ত্বক ঈষৎ কুঞ্চিত! গুম্ফ ও শ্মশ্রু সমবিন্যস্ত, বোধ হয় কৃষ্ণতা পরিহার করিয়াছে, কিন্তু নিরন্তর রঞ্জিত হেতু অবোধগম্য! চক্ষুঃ আকর্ণও নয়, ক্ষুদ্রও নয়। শিরা সমূহ আরক্ত. দৃষ্টি অহঙ্কারব্যঞ্জক! নাসিকা সুদৃশ্য, কিন্তু টিকল নয়! কপোল সাতিশয় রক্ত বর্ণ, বোধ হয়, রাগ রঞ্জিত! গঠন কিছু দীর্ঘ, কিন্তু স্থূল থাকায় তাহা হঠাৎ বোধ হয় না! অন্যান্য অবয়ব পরিচ্ছদাবৃত, অঙ্গুলি সুগঠিত! হস্তের প্রায় সকল অঙ্গুলিতেই বহুমূল্য-রত্ন-গ্রথিত অঙ্গুরীয়, পার্শ্বে

এক খানি বহুবিধ রত্নাচ্ছাদিত কোষবদ্ধ অসি! সম্মুখে দুইটি সুন্দরী রমনী কোকিলকণ্ঠে সঙ্গীত করিতেছে! সায়েদ মধ্যে মধ্যে মস্তক সঞ্চালন করিয়া তাহাদিগকে চরিতার্থ করিতেছেন! এমত সময়ে একজন দূর হইতে রীতিমত রাজভক্তি দেখাইতে দেখাইতে পার্শ্ব দেশে করপুটে দণ্ডায়মান হইল। সায়েদ পার্শ্বস্থের প্রতি লক্ষ্য করিবা মাত্র তিনি কহিলেন,—"সংবাদ?" আগন্তুক "জনাব,—ইথাকাদ্বিপের দস্যুদিগের নিকট হইতে একজন বন্দী সন্ন্যাসী আসিয়াছে, অনুমতি হইলে রাজদর্শন করে!" বলিবামাত্র সায়েদ পার্শ্বস্থের প্রতি কটাক্ষ করিলেন। পার্শ্বস্থ সঙ্কেতমাত্র-"ত্বরায় লইয়া আইস"—বলিলে আগন্তুক প্রস্থান করিল। পার্শ্বস্থ চারিজন রাজ সভাসদ, কিন্তু নিকটস্থ যাহার প্রতি সায়েদ দুইবার লক্ষ্য করিলেন, তিনি যে প্রধানপদাভিষিক্ত মন্ত্রী তাহা বলাই বাহুল্য! তাঁহাদের এই কথোপকথনের সময়ই রাজসঙ্কেতে গীত বন্ধ হইল। সায়েদ কহিলেন,—"মামুদ, বোধ হয় ইহার দ্বারা দস্যুদিগের আভ্যন্তরীক অবস্থা জানা যাইবে।" পাঠক মহাশয়, স্মরণ রাখিবেন, পার্শ্বস্থ মন্ত্রীর নাম মামুদ। মামুদ বিনয়াবনত মস্তকে নম্রস্বরে বলিলেন,—"মহারাজ, যাহা বিবেচনা করিয়াছেন, যথার্থ বটে, কিন্তু এই সন্ন্যাসী যদি প্রকৃত বন্দী হয় তবেই জানা সম্ভব। শুনিয়াছি, দস্যুরা সাতিশয় চতুর, সতত গূঢ় চর দ্বারা সন্ধান লয়।

এই সময় সন্ন্যাসী ও পূর্ব্ব আগন্তুক সম্মুখে উপস্থিত। সন্ন্যাসী প্রথমতঃ রীত্যনুসারে অভিবাদন করিল। তাহার আকার মলিন, কিন্তু দেখিলেই বোধ হয়, ইহ জগতে তাহার সম্বন্ধে ভয়ের বস্তু কিছুই নাই! উপবাস ও ঈশ্বরোপাসনায় মলীন। সায়েদ বলিলেন,—"আপনিই কি ইথাকা দ্বিপের দস্যুগণের বন্দী?" "মহারাজ, এই হতভাগ্যই দস্যুদিগের বন্দী।" সন্ন্যাসীর এই কথায় সায়েদ বলিলেন,—"দেখিতেছি, আপনি সন্ন্যাসধর্ম্মাক্রান্ত, আপনি কি জন্য বন্দী হইলেন?" "মহারাজ, দস্যুদিগের নিকট সন্ন্যাসী কে? আমি কতিপয় সনাতন মহম্মদ-ধর্ম্মাক্রান্ত বনিকের সহিত 'স্ক্যালনেভো' খাঁড়িতে যাইতেছিলাম, দস্যুরা বাণিজ্য পোত লুণ্ঠন ও বনিকদিগের সহিত আমাকে বন্ধন করে। আমি মৃত্যুর জন্য ভীত হই নাই, কিন্তু চিরকালের নিমিত্ত যে স্বাধীনতা রত্ন অপহৃত ও বিধর্ম্মিগনের সহবাসী হইতে হইয়াছিল এই আমার দুঃখ! মহারাজ, তজ্জন্যই আমি নিরন্তর পলাইবার চেষ্টা করিতাম। অবশেষে মহম্মদের কৃপায় এক রাত্রে এক খানি মৎস্যজীবীর নৌকা দস্যুদিগের পোতের নিকটস্থ দেখিয়া লম্ফদ্বারা তাহাদিগের আশ্রয় গ্রহণ করি, অধুনা মহারাজের আশ্রয়ে নির্ভীক হইয়াছি!" সন্ন্যাসীর এই কথার শেষে সায়েদ বলিলেন,—"আপনি কি বলিতে পারেন দস্যুরা কি রূপে স্বীয় অন্যায়োপাত্তবিত্ত ও আবাস রক্ষার জন্য যুদ্ধ সজ্জা করিতেছে?

আমাদিগের যুদ্ধোৎযোগ তাহারা জানিতে পারিয়াছে, কি না?” সন্ন্যাসী কহিলেন,—“মহারাজ, আমি এক জন সামান্য বন্দী মাত্র ছিলাম, নিরন্তর স্বাধীনতার জন্যই ব্যগ্র থাকিতাম, আমার দ্বারা এক জন গুপ্তচরের কার্য্য হওয়া অসম্ভব, কিন্তু এই পর্য্যন্ত বলিতে পারি যে দস্যুরা আসন্ন বিপদ তাচ্ছল্য জ্ঞান করিয়া আছে, তাহা আমার পলায়নেই অনুভূত হইতেছে? যদি রক্ষকেরা সতর্কের সহিত স্বকার্য্য সাধন করিত, তবে কি অপনার আশ্রয় লওয়া ঘটিত? আমার পলায়নেও তাহারা যে রূপ আলস্য করিয়াছে, অপনার গমনেও তদনুরূপ করিবে! মহারাজ, আমার শরীর নানা কষ্টে অবশ, এবং ক্ষুৎ-পিপাসায় কাতর, অনুমতি করুন, অভয় দান দিন, অধীন এক্ষণে বিদায় গ্রহণ করুক! জগদীশ্বর আপনাদিগের মঙ্গল করুন।” সায়েদ কহিলেন,—“ধার্ম্মিক, অতো অধৈর্য্য হইও না! আমি অনুমতি করিতেছি, তুমি এখানে উপবেসন কর, তোমাকে অরো আমার জিজ্ঞাস্য আছে, তাহার প্রকৃত উত্তর দেও! যদি অত্যন্ত ক্ষুধার্ত্ত হইয়া থাক,—এখনি তোমার জন্য আহারীয় সামগ্রী আমার অনুচরেরা আনিয়া দিতেছে, যখন এতো লোকের আহার হইতেছে, তখন কখনই তোমার আহারের জন্য কষ্ট পাইতে হইবে না! আমি গোলযোগ ভালবাসি না, সকল সুস্পষ্ট বল!” এই সময় সন্ন্যাসীর মুখে কাল্পনিক ভয়ের উদয় হইল, বাস্তবিক তিনি সায়েদের সভাকে অত্যন্ত তাচ্ছল্য করিতেছিলেন। “মহারাজ,—এসকল খাদ্য আমার নয়!” সন্ন্যাসীর কৃত্রিম ভয়বিকৃতস্বরের এই কয়েকটি কথা শুনিয়াই সায়েদ কহিলেন,—“কেন,—তুমি কি বিবেচনা করিয়াছ এসকল বিধর্ম্মীদ্বারায় পাচিত”; “না—মহারাজ, কিন্তু ফলমূলই আমাদিগের খাদ্য, স্থরস সমূহ সেবনে বিষয় বাসনার বৃদ্ধি হয়!” সন্ন্যাসীর এই উত্তর শুনিয়া সায়েদ বলিলেন,—“আচ্ছা, তোমার ইচ্ছা না হয় আহার করিবার প্রয়োজন নাই—এক্ষণে কয়েকটি প্রশ্নের উত্তর দিয়া নির্ভয়ে যাত্রা কর। দস্যুরা কয় খানি যুদ্ধতরী সুসজ্জিত করিয়াছে?”——

সায়েদ রাজের বাক্যের অসমাপ্তিতেই চতুর্দ্দিকে হাহাকার ধ্বনি উত্থিত হইল। সমুদ্রতীর আলোকময়! হঠাৎ একজন দূত দ্রুত পদে রাজসমীপে আসিয়া উপস্থিত হইল, তাহার অস্পষ্ট ভয় বিকৃতস্বর সায়েদ শুনিলেন,—“দস্যুরা সমস্ত যুদ্ধপোতে অগ্নি দিয়াছে এবং অসংখ্য সৈন্য অকস্মাৎ চতুর্দ্দিক হইতে আক্রমণ করিয়াছে!” এই সময় সায়েদ ও তৎপারিষদেরা দূতের দিকে দৃষ্টিপাত করিতে লাগিলেন, এবং কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া স্তম্ভিত ভাব অবলম্বন করিলেন। সায়েদ ক্ষণকাল মধ্যেই দেখেন সন্ন্যাসী তথায় নাই, তাঁহার ক্রোধানল প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল ও সুগভীর শব্দে “সন্ন্যাসী কোথায়? সন্ন্যাসী কোথায়?—তাহাকে বন্ধন কর,

সেই-সকলের মূল”—বলিয়া ইতস্ততঃ দৃষ্টিপাত করিতে লাগিলেন। আর
অপেক্ষা করিলেন না, স্বীয় তরবারি নিষ্কোষিত করিয়া উঠিলেন। পার্শ্বস্থেরা
বংশীধ্বনিদ্বারা সৈন্যগণকে যুদ্ধ করিতে সঙ্কেত করিল, দ্বারদেশ হইতে
দেখেন আর সে সন্ন্যাসী নাই, এক জন প্রবল বীর, যুদ্ধ-সজ্জায় আবরিত,
অসি নিষ্কোষিত, অশ্বোপরি সংস্থিত! কতকগুলি সৈন্য লইয়া যমস্বরূপ ভয়ব্যস্ত
সৈন্য সংহার করিতেছে! তিনি এক জন সৈনিকের একটি অশ্বে আরোহণ করিয়া
নিকটস্থ সকলকেই যুদ্ধের আজ্ঞা দিতে লাগিলেন; কিন্তু কেহই তাহার কথা শুনিল না,
সকলেই ইতস্ততঃ পলায়ন করিতে লাগিল! চতুর্দ্দিকে ভয়ানক রবে—“শিব-শম্ভু”
শব্দ প্রতিধ্বনিত হইয়া নগর যেন কম্পিত হইতে লাগিল! সায়েদ আগন্তুক
অশ্বারোহীর সহিত যুদ্ধার্থ স্বয়ং অগ্রসর হইতে লাগিলেন, তখন আর সায়েদের
সৈন্যমাত্র নাই, সকলেই ভয়ে পলায়মান! যে দুই এক জন অসমসাহসীক সামান্য
পদাতিক তাঁহার অগ্রসর হইয়াছিল, সকলেই অচিরে আগন্তুকের ভয়ানক যুদ্ধে
নিহত হইল। নগরটি স্বপক্ষ শোণিতাসক্ত! চতুর্দ্দিকে হাহাকার ধ্বনি ও আগ্নে-
য়াস্ত্রের এবং অগ্নি নির্ব্বাপণের ধুম! আর ভাল দেখা যায় না! মামুদ বলিলেন,—
“আর অগ্রসর হওয়া কর্ত্তব্য নয়, সায়েদ সুতরাংই সাহসকে বিসর্জ্জন দিয়া পলায়ণ
করিলেন।” আগন্তুক তাহা লক্ষ্য করিতে না পারিয়া দ্বারদেশে উপস্থিত
হইয়া সম্মুখস্থ বিপক্ষ পক্ষীয়দিগকে নষ্ট করিয়া পূর্ব্ব সভায় উপস্থিত হইলেন।
আগন্তুকটি কে?—সন্ন্যাসীবেশ, রণজয়?—তা আর বলিতে হইবে কেন?
চতুর পাঠক মহাশয়েরা বোধ হয় পূর্ব্বেই বুঝিয়াছেন; কিন্তু এখন সন্ন্যাসীর
মূর্ত্তিও নাই, পূর্ব্বের মূর্ত্তিও নাই, মুখাকৃতি কান্ততা শূন্য! রণজয় একটি বংশি ধ্বনি
করিয়া সঙ্কেতে জানাইলেন,—“তোমরা সাহস সহকারে যুদ্ধ করিতেছ, কর!”
তিনি ক্রমশঃ অন্তঃপুরের দিকে অগ্রসর হইতে লাগিলেন, হঠাৎ সেই সময়
সমরসিংহ কতিপয় যোদ্ধাসহ উপস্থিত হইয়া নতশিরে রণজয়ের নিকটস্থ হই-
লেন। যুদ্ধকালে কি সকলের আকৃতিই বিভিন্ন হয়? সমরসিংহের মুখও ভয়ানক!
অধুনা আমাদের দেশের লোক হইলে এরূপ মূর্ত্তি দেখিলেই মূর্চ্ছাপন্ন হয়!
রণজয় সমরকে বলিলেন, “সমর,—যথেষ্ট করিয়াছ, কিন্তু এখনও যথেষ্ট বাকি
আছে! সায়েদ বদ্ধ না হইলে সকলই বৃথা! আচ্ছা, তরীতে অগ্নি প্রদান
করিলে নগরে এখনো কেন অগ্নি না দেও, আর বিলম্ব কেন? কোরণ ভস্ম
করাইত ভাল!”—বলিবা মাত্রেই রাজপুত্র সৈন্যচয় কোরণস্থ যাবতীয় গৃহে
অগ্নি প্রদান করিতে সমুদ্যত হইলেন। রাজপ্রাসাদে আগ্নেয় দ্রব্য দ্বারা অগ্নি
প্রদত্ত হইল, এবং মুহুর্মুহু ভয়ানক আগ্নেয়াস্ত্রে ভগ্ন হইতে লাগিল! প্রাসাদটি
কম্পিত ও অগ্নিব্যপ্ত!—এই সময় বাটীর অভ্যন্তর হইতে বামাদলের করুণস্বর

উত্থিত হইল! সেই স্বর রণজয়ের হৃদয়ে দয়ার সঞ্চার করিয়া দিল, রণজয় অস্থির হইলেন! তিনি বারংবার সৈন্যগণকে চিৎকার শব্দে বলিতে লাগিলেন—"বোধ হয়, এতো দিনে রাজপুত্র বংশে কলঙ্ক রোপণ হইল! যদি আমাদের এই ব্যাপারে একটিও ভীরুস্বভাবা অবলার মৃত্যু হয়, তবে আর পাপের ইয়ত্ত্বা থাকিবে না!"—বলিবামাত্রেই সকলে রমনীকুলের উদ্ধারের নিমিত্ত যত্নবান্ হইতে লাগিল! রণজয় অপেক্ষা করিলেন না! অগ্নির ভয়ানক উত্তাপ লক্ষ্য না করিয়া দাহ্যমান পথদ্বারা অন্তঃপ্রকোষ্ঠে প্রবেশ করিলেন। তৎসহ আরো কতিপয় বীর প্রবেশ করিয়াছিলেন। রণজয় দেখেন, একটি সুসজ্জিত গৃহে চারি জন অস্থিরা রোরুদ্যমানা আসন্নমৃত্যুনিশ্চয়া অবলা, তন্মধ্যে এক জন অপেক্ষাকৃত বহুমূল্য অলঙ্কার ও পরিচ্ছদে অলঙ্কৃতা! রণজয় তাহাদিগকে সংক্ষেপে আশ্বাস বাক্যদ্বারা সামান্যরূপে শান্তনা করিলেন, এবং বলিলেন,—"ভয় নাই, রাজপুত্র জাতিদ্বারা অবলাদিগের কিছুমাত্র হানির সম্ভাবনা নাই! এখনো রাজপুত্রেরা মহম্মদীয়ের ন্যায় অধর্ম্মাচারী হয় নাই!" তাহারা ভয়বিহ্বলা ও সঙ্কুচিতা দেখিয়া পুনরায়—"রক্ষার্থ স্ত্রীলোকের অঙ্গস্পর্শ পাপকর নয়,"—বলিয়াই দ্রুতপদে উদ্ধারের জন্য দুই জনকে লইয়া আসিতে লাগিলেন, এবং সমরসিংহ আর দুই জনকে লইয়া অগ্নিমধ্য হইতে নিরাপদে বাহিরে পৌঁছিলে, রণজয় সাদরে বলিলেন,—"তোমাদের কোন বিশ্বাসীর নিকটস্থ গৃহ আছে? এ লজ্জার সময় নয়, শীঘ্র বল, তথায় রাখিয়া আসা হইবে!" এক জন মধ্য বয়স্কা নম্রস্বরে বলিলেন,—"অতি নিকটেই আমাদের এক আত্মীয়ের বাটী, যদি তাহারা অগ্নিদগ্ধ না হইয়া থাকেন, তবে তথায় আশ্রয় লাভ করিতে পারিব!" বলিবা মাত্রই রণজয় সমরসিংহকে আদেশ করিলেন,—"সতর্কে ত্বরায় ইহাদিগকে নিদৃষ্ট স্থানে রাখিয়া আইস,—দেখ যেন সনাতন ধর্ম্মে কলঙ্ক স্পর্শ না হয়?" যাইবার সময় তদপেক্ষা বহুমূল্য ভূষণ ভূষিতা রমনীটি তিন চারি বার রণজয়ের মুখে দৃষ্টিপাত করিয়াছিল! সে দৃষ্টি পাতের অর্থ কি?—যিনি কখন সে ভাবে পতিত হইয়াছেন, তিনিই জানেন! সে দৃষ্টি সরলতাময়, তথচ এক এক জনের হৃদয়ে ভয়ানক কুটিলতার কার্য্য করে! যাঁহাদিগের অন্তর সরল, তাঁহারা সে ভাব দেখিয়া কি স্থির থাকিতে পারেন! কিন্তু আমাদের কঠিন হৃদয় রণজয়ের পক্ষে কি হয়, তাহা বলা যায় না! যুদ্ধক্ষেত্রে বীরপুরুষের কখন কি সে ভাব ঘটিয়া থাকে? কি জানি, কিন্তু ভাগ্যক্রমে রণজয় তাহা লক্ষ্য করেন নাই। যখন আর রণজয়কে দেখা যায় না, তখন সেই কামিনী মধ্যম বয়স্কার দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া বলিল "রোসনুজা, ইহারা কি দস্যু?"

উচিতবটে নাটক।

তৃতীয়াঙ্ক—প্রথম গর্ভাঙ্ক।

গোপালপুর—সুরেশের বাটী।

উজ্জ্বলা। তা বাবা শীঘ্র এস—বেলা হ'য়েছে!

সুরেশ। হাঁ এলাম ব'লে!—(উজ্জ্বলার প্রস্থান) আচ্ছা ভায়া মধুবাবু আমার এখানে যে,—অবশ্য কোন একটা প্রয়োজন আছে বোধ হয়।

ভগবতী। আরে শোননি বুঝি,—গ্রাম 'রিফরম' হবে! তারি আজ 'কমিটি!' তাই বুঝি তোমাকে নিমন্ত্রন কর্ত্তে এসেছেন!

সুরেশ। আমাদের গ্রামের যে রকম শোচনীয় অবস্থা তাহাতে দেশের উন্নতির চেষ্টা করা অতি কর্ত্তব্য হয়েছে, কিন্তু ভাই, সে চেষ্টায় যে কোন ফল দর্শাবে বোধ হয় না! এক অবনতির প্রথম কারন জনহীন,—গ্রামের চোদ্দ আনা লোক "মেলেরিয়াতে" কাল কবলে নিপতিত হ'য়েছেন, যাঁহারা আছেন তাঁহারাও যদি দেশে বাস করেন, তবু মঙ্গলের সম্ভাবনা. কিন্তু গ্রামে যে রূপ জলকষ্ট তাতে সম্পত্তিশালী লোক মাত্রেই বাস কর্ত্তে অনিচ্ছুক।

নেপথ্যে। সুরেশ বাবু, সুরেশ বাবু!

সুরেশ। মধুবাবু নাকি, বাটীর ভিতর আসুন না! (মধুসুদনের প্রবেশ।)

মধু। এই যে ভগবতী বাবু ও এখানে।

সুরেশ। আসুন,—বাটীর ভিতর আস্‌তে দোষটা কি? তবে ভগবতী ভায়া মধু বাবুকে একবার তামাক খাইয়া দেও!—

মধু। থাক, বলি ভগবতী বাবু কি আপনাকে সব বলেছেন।

সুরেশ। হাঁ শুন্‌লাম, কিন্তু সভায় কি কার্য্য হবে?

মধু। গ্রামের যাতে উন্নতি হয়!

সুরেশ। কথাটি অতি সহজ, কিন্তু কার্য্যে পরিণত হওয়া কঠিন। প্রথমতঃ যে দেশে ঐক্যতার লেশ মাত্র নাই, সে দেশের উন্নতি হওয়া সহজ নহে। আমাদের দেশের কিছু মাত্র ঐক্যতা নাই, তাহাতে গ্রামের অবস্থা অতি হীন! যাহারা আছে তাহারা কাহাকেও মানে না, সকলেই অহঙ্কারে মত্ত!

মধু। যথার্থ কথা, আমিও এ সকল জানি, সভায় তো কেহ যাবেই না, তা যদি কেহ যায় তো কেবল বকাবকি হ'বে! মুখে অনেকেরই উৎসাহ

আছে, কার্য্যে কিছু মাত্র ঘটে না! যাহ'ক, আপনি যাবেন? আমি এখন চল্লাম!

সুরেশ। তা আমায় বল্‌তে হ'বে না, কিন্তু আজ আমার হরিহরপুরে যা'বার কল্পনা আছে, যদি তথায় না যাওয়া হয়, তবে "মিটিঙে "জয়েন্ কর্চ্চি! (মধুর প্রস্থান।)

ভগবতী। আমি এখন আসি, খাওয়ার পর আবার সাক্ষাৎ হচ্চে! আজই কি যা'বেন?

সুরেশ। তাই ভাব্‌ছি—যত শীঘ্র হয় ততই ভাল। তুমি কিন্তু খাওয়ার পরই এস, স্নান তো কর্ব্বে না?

ভগবতী। না, শরীরটা আজ ভাল নাই, স্নান আজ আর কর্ব্ব না!

(ভগবতীর প্রস্থান।)

সুরেশ। (স্বগত) মা কি বুঝ্‌তে পার্ব্বেন। না, তাকে যদি হস্তগত কর্ত্তে পারি, তবে মাকে ফাঁকি দিতে কত ক্ষণ! না হয়, জান্‌লেনই বা, তাতে ক্ষতি কি? নরাধমকে উপযুক্ত ফল দেবই দেব!—এতে পাপ কলঙ্ক অভরন জ্ঞান কর্ত্তে হয়, অপমান হ'তে হয় সেও স্বীকার! গ্রামের লোকেরা জান্‌তে পাল্লে পায়ে ধর্ব্বো, অর্থ ব্যয় কর্ব্বো, টাকায় কি না হয়!—ছুঁড়ীকে এখন লোবানী দেখাইয়া হস্তগত কর্ত্তে পাল্লে হয়! পথেই চেষ্টা কর্ব্ব! মহেশপুরে যাবার সময় একটা ঘর ভাড়া করে যেতে হ'বে! একরাত সেখানে থেকে চেষ্টা কর্ব্ব! তা'তে হস্তগত না হয় বল প্রকাশ, কিন্তু ছুঁড়ীর যে রকম রীত চরিত্র তাতে যে কার্য্য সিদ্ধি হ'বেনা বোধ হয় না!—গোটাকতক টাকা সঙ্গে করে লয়ে যেতে হ'বে!

নেপথ্যে। সুরেশ,—নাবে না?

সুরেশ। হাঁ যাই। (স্বগত) উঃ! সংসার কি ভয়ানক, আমি আমার শ্বশুরেরপ্রতি কখনই সন্দিহান হই নাই, তাহার চরিত্র যে এরূপ হবে স্বপ্নেও বিশ্বাস করি নাই, কিন্তু মনুষ্যের চরিত্র কি চমৎকার,—বৃদ্ধবয়সে বিবাহের অনুরোধে সমাজকে ভয় না করিয়া, ধর্ম্মকে ভয় না করিয়া, অনায়াসে স্ব কন্যাকে কলঙ্কিনী ও পবিত্র সতীত্ব ধর্ম্ম ত্যাগিনী করিল! দেশাচারকে যাহারা মান্য না করে, লোক নিন্দায় যাহারা ভয় না করে,—তাহারা সকল পাপের আকর! (নিস্তব্ধ ও চিন্তা) দুরাত্মা,—নরাধম! পাপের ফল পাবেই! সমাজ ভয়, ধর্ম্ম ভয় আমিও ত্যাগ কল্লাম! দৃঢ় সঙ্কল্প! আমি দুরাত্মার পাপের ফল দেবই দেব,—"মন্ত্রের সাধন কিম্বা শরীর পতন" যাহক,—আর ভেবেই বা কি হ'বে,—এখন যাই। (প্রস্থান।)

বাঙ্গলা ভাষা ও সাহিত্য বিষয়ক প্রস্তাব।

একবার সীতার তত্ত্ব তুমি দিলে এনে!
কি বলে রাবন রাজা যদি আইস শুনে॥
শ্রীরামের কথা শুনে জাম্বুবান কয়।
হনুমানকে বারে বারে যাওয়া উচিত নয়॥
রাবন বলিবে এই বানরা আইসে প্রত্যাশাতে।
এই বই বীর নাই সুগ্রীবের সাতে॥
বালীর তনয় আছে কোন কর্ম্মে ম্লান।
অঙ্গদে পাঠায়ে দেহ বলিবে চতুর্গুণ॥
জাম্বুবানের কথা শুনে অঙ্গদ বীর কয়।
বৃদ্ধ পাগল হলে তার বুদ্ধি লোপ হয়॥
হনূমান বল বান যদি বলিছেন খুড়া।
নিরর্থক পচাল পেড়ে মরিস্ কেন বুড়া॥
হনূমান বলবান দুর্ব্বল সবাই।
তবে কেন বসে মোরা দেশেচলে যাই॥
নিশ্চয় জেনেছেন যদি আমরা কিছু নই।
দেখিব মর্দ্দানী সবার দিন দুই চারি বই॥
বুঝিলা জানকীনাথ অঙ্গদের ক্রোধ।
করুণ কচনে তারে করেন প্রবোধ॥

১৪ আষাঢ় ১২৪৫ সাল
কলিকাতা বটতলা
জ্ঞানদীপক যন্ত্রে মুদ্রিত।

১৮০১ খৃষ্টাব্দে শ্রীরামপুরে মিশন যন্ত্রে যে রামায়ন মুদ্রিত হয়, এবং যে রামায়ণের উল্লেখ মার্সম্যান সাহেব তাঁহার বাঙ্গলার ইতিহাসে করিয়াছেন উহাই সেই রামায়ন। ঐ রামায়ণ পরিবর্ত্তিত ও পরিবর্দ্ধিত হইয়া শ্রীরামপুরে দ্বিতীয় বার যাহা মুদ্রিত হয় তদ্দৃষ্টেই পূর্ণচন্দ্রোদয়ে উত্তম কাগজে ও উত্তম অক্ষরে সচিত্র রামায়ণ প্রচারিত হইয়াছিল, অধুনা বাজারময় সেই রামায়ণই দেখাযায়, উহা জয়গোপালী রামায়ন, যে হেতু উহা জয়গোপাল তর্কালঙ্কার প্রণীত। আমাদিগের কাব্যপ্রিয় বন্ধু যত্ন গোপাল বাবু তাঁহার পদ্যপাঠে যৎকিঞ্চিৎ পরিবর্ত্ত করিয়া নাম বাহির করিয়াছেন, কিন্তু পরিবর্ত্ত সম্বন্ধে তর্কালঙ্কার ভট্টাচার্য্য মাহাশয়কে পথ প্রদর্শক ও পরমবিশারদ বলিতে হইবেক, যে হেতু প্রকাণ্ড সপ্তকাণ্ড রামায়ন তৎকর্ত্তৃক আদ্যোপান্ত পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। অঙ্গদ রায়বার নামক এক খানি স্বতন্ত্র ক্ষুদ্র পুস্তক আছে, উহাতে কবিচন্দ্রের ভণিতি দৃষ্ট হয়। কলিকাতায় বটতলার মুদ্রিত প্রাচীন পুস্তকে উহাই দেখিতে পাওয়া যায়, তদ্দৃষ্টে বোধ হয় উহা কোন সংগ্রহ কার দ্বারা প্রক্ষিপ্ত হইয়া থাকিবে; ঐ ক্ষুদ্র পুস্তক খানির হস্তলিপি আমাদিগের কাব্যানুরাগী পরম বন্ধু শ্রীযুক্ত বাবু কৃষ্টগোপাল ভক্ত মহাশয়ের নিকটে আছে। কৃত্তিবাস ও কবিচন্দ্র উভয়ে অত্যন্ত প্রাচীন কবি সুতরাং অঙ্গদরায়বার যে কে রচনা করিয়াছেন তাহা আমরা নিশ্চয় বলিতে পারি না।

কেহ কেহ বলেন রামায়ন পরিবর্ত্তিত হইয়া ভাল হইয়াছে, যে হেতু উহাতে ছন্দোবন্ধ প্রভৃতি রীতিমত দেখা যায়না, আমাদের মতে সে কথাটি কার্য্যকর নয়, আমাদিগের এক জন বিজ্ঞ বান্ধব শ্রীযুক্ত বাবু রাধিকাপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায় যথার্থ বলিয়াছেন, যে "ড্রাইডেনের" ভাষায় "চসর" পড়িতে প্রীতি জন্মে না।

রামায়ণের সম্বন্ধে পরিশেষে আমাদিগের ন্যায়রত্ন নর্ত্তকছন্দের বিষয়ে যাহা অনুভব করিয়াছেন তাহা যথার্থ তিনি যে উক্ত গ্রন্থ পরিশ্রম স্বীকার পূর্ব্বক আদ্যোপান্ত পাঠ করিয়াছেন ইহা অতি আনন্দের বিষয়, কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে তিনি অনেক বাঙ্গালা সৎকাব্য এককালে পাঠ করেন নাই, সুতরাং অনেক সৎকবিদিগের নামোল্লেখ পর্য্যন্তও করেন নাই। নর্ত্তক ছন্দটি মহাকবি বসুনন্দন গোস্বামী ভট্টাচার্য্য বিরচিত মহা কাব্য রাম-রসায়ন হইতে বটতলার প্রসিদ্ধ বর্ণ-যোজক কৈলাসচন্দ্র বন্দোপাধ্যায় দ্বারা প্রক্ষিপ্ত হইয়াছে। রামরসায়ন অদ্বিতীয় বাঙ্গালা মহাকাব্য। আজ কাল অমিত্রাক্ষর কাব্য লইয়া অনেকে বড় ব্যস্ত, সুতরাং মিত্রাক্ষর মহাকাব্যের কে খোঁজ রাখে? বাঙ্গালা কবিদিগের মধ্যে কেহ কবিকঙ্কণ কেহ কাশীদাস ও কেহ ভারত চন্দ্রকে সর্ব্ব প্রধান কবি বোধ করেন, এ বিষয় এক কথায় মিমাংসা হইতে পারে না, সুতরাং এস্থলে মৌনাবলম্বন করা শ্রেয়ঃ। আমাদিগের ন্যায়রত্ন বাঙ্গালা কাব্যের বিচার করিতে বসিয়া কাশীদাসের বিষয়ে মহাভ্রমে পতিত হইয়াছেন, যে হেতু তিনি কাশীদাসের কবিত্বের পরিচয় দিতে প্রস্তুত হইয়া যে পদ্যটি উদ্ধৃত করিয়াছেন উহা কাশীদাসের সম্পূর্ণ রচনা নহে, উহা জয়গোপালী মহাভারত, যাঁহাদিগের বাঙ্গালা কাব্যের দোষ গুণবিচার করিবার ক্ষমতা আছে তাঁহাদিগের নিমিত্ত ন্যায়রত্নের উদ্ধৃত অংশ ও কাশীদাসের যথার্থ রচনা নিম্নে প্রকাশ করা গেল।

দ্রৌপদীর রূপ বর্ণন।

পূর্ণ শশধর, হইতে প্রবর,
কে বলে কমল মুখ।
গজমতি ভূষা, তিলফুল নাশা,
দেখি মুনি মন সুখ॥
নেত্রযুগ মীন, দেখিয়ে হরিণ,
লাজে দোঁহে গেল বন।
চারুভুরু লতা, দেখিয়া মন্মথা,
নিন্দে নিজ শরাসন॥
প্রবাল শ্রীধর, বিরাজে অধর,
পূর্ব্বীয় অরুণ ভালে।
মধ্যে কাদম্বিনী, স্থির সৌদামিনী,
সিন্দুর চাঁচর চুলে॥
তড়িত মণ্ডল, গণ্ডেতে কুণ্ডল,
হিমাংশু মণ্ডল আড়ে।
দেখি কুচকুম্ভ, লজ্জায় দাড়িম্ব,
হৃদয় ফাটিয়ে পড়ে॥
কণ্ঠ দেখি কম্বু, প্রবেসিল অম্বু,
অগাধ অম্বুধি মাজে।
নিন্দিত মৃণাল, দেখি ভুজ ব্যাল,
প্রবেশিল বিলে লাজে॥
মাজা দেখি ক্ষীণ, প্রবেশে বিপিন;
করিহর হরি লাজে।
করে কোকনদ, পাইল বিপদ;
নখতেজে দ্বিজরাজে॥
কনক কঙ্কণ, করে ঝন ঝন;
চরণে নূপুর হংস।
জঘন সুন্দর, বিহার কন্দর;
স্বর্ণ কাঞ্চি অবতংস॥
রাম রম্ভা তরু, চারু যুগ্ম উরু,
দেখি নিন্দে হাত হাতি।

উদর সুকৃশ, মাজা মৃগ ঈশ,
নিতম্ব যুগল ক্ষিতি॥
নীল সুকোমল, শরীর অমল
কমলে গঠিত অঙ্গ।
ভারের কারণ, হীন আভরণ;
সহজে মোহে অনঙ্গ॥
কমল বদন, কমল নয়ণ,
কমল গঞ্জিত গণ্ড।
দ্বিকর কমল, কমলাঙ্ঘ্রি তল;
ভুজ কমলের দণ্ড॥
মন্দ মন্দ বায়. যোযনেকযায়,
অঙ্গের কমল গন্ধ।
হইয়ে উন্মত্ত, ধায় চতুর্ভিত;
কোমল মধুপ বৃন্দ॥
কুরুকুল ধ্বংসে, কমলার অংশে;
সৃজিল কমল জাত।
কমল বিলাসী, বন্দে কহে কাসী;
কমলাকান্তের সুত॥
ন্যায়রত্নের উদ্ধৃত
জয়গোপালী অর্থাৎ
প্রচলিত মহাভারত।

পূর্ণ শশধর, অতি মনোহর,
বিকচ কমল মুখ!
সবে করে আশা, তিলফুল নাসা;
দেখি মুনি মন সুখ॥
ভূষা গজমতি, উজ্জ্বল দীপতি;
এলোকের মনোরম।
আর অলঙ্কার, কি কব তাহার,
হয় সেই নিরূপম॥
নেত্র যুগ মীন, দেখিয়া হরিণ;
লাজে গেল দূর বন।
চারু ভুরুলতা, দেখিয়া মন্মথা;
নিন্দে নিজ শরাসন।
পক্ক বিম্ববর, জিণিয়া অধর,
অরুণ শোভিয়ে ভালে।
মধ্যে কাদম্বিনী, স্থির সৌদামিনী,
সিন্দুর চাঁচর জালে॥
তড়িত মণ্ডল, কর্ণেতে কুণ্ডল;
হিমাংশু মণ্ডল ঘরে।
দেখি কুচবর, দাড়িম্ব কাতর,
হৃদয় ফাটিয়া মরে॥
কণ্ঠ দেখি কম্বু, প্রবেশিল অম্বু;
অগাধ অম্বুধি মাজে।
নিন্দিত মৃণাল, ভুজ দেখি ব্যাল,
প্রবেশে বিবরে লাজে॥
মাজা দেখি ক্ষীণ, প্রবেশে বিপিন;
কেশরী দুঃখিত মন।
কর কোকনদ, শরদ বিশদ,
নখেতে সোম কিরণ॥
কনক কঙ্কণ, করেতে শোভন;
নূপুর যে ঝন ঝন।
জঘন সুন্দর, বিহার কন্দর;
তুলনা রহিত জন॥
রামরম্ভাতরু, চারু যুগ্ম উরু;
দেখি নিন্দে শুণ্ড করী।
উদর উত্তম, নাহয় উপম;
নিতম্বে বসন পরি॥
নীল সুকোমল, শরীর অমল;
কমলে গঠিত অঙ্গ।
ভারের কারণ, অল্প আভরণ;
সহজে মোহে অনঙ্গ॥
কমল বদন, কমল নয়ন;
কমল গঞ্জিত গণ্ড।

দ্বিকর কমল, দ্বিপাদ নির্ম্মল ;
ভুজ কমলের দণ্ড ॥
মন্দ মন্দ বায়, যোজনেক যায় ;
অঙ্গের কমল গন্ধ ।
হইয়া উন্মত্ত, ধায় শত শত ;
মধুলোভে মকরন্দ ॥
আসল কাশীদাসী মহাভারত ।
(অধুনা অপ্রচলিত ।)
(ক্রমশঃ ।)

নব বর্ষ ।

দয়াময় জগদীশ চরণে প্রণমি
হায়নের অগ্রে এই দীনা প্রকাশিকা
উদিল, সন্দেহে ভয়ে চাহি কৃপাবারি
সহৃদয় সভ্য নব্য পাঠক নিকটে !
যাচে যথা চাতকেতে নীরদ নিকটে
নীর বিন্দু নভস্থলে সবিনয়ে ভ্রমি !
কে জানে ছিল কপালে,—এই নব বর্ষে
পুনরায় দেখাদিবে উৎসাহিগণেরে
করি উৎসাহ প্রদান,—দয়ালু পাঠকে
আহ্লাদ প্রদানি ! এবে প্রণাম আশিরে,
আসি আশিসাল,—হায় কত যে করিল
ভারতেরে অসন্তোষ,—ভেবেছিনু মনে,
কুক্ষণে পশিনু এই নবীন বয়সে !
.ত যে যন্ত্রণা ! ঘোর দুর্ভিক্ষ রাক্ষসী
ভয়ানক মূর্ত্তি ধরি কাঁপাইল নরে !
এখন যে ভয়ে কাঁপি আশঙ্কায় সদা
একাশিরে সবিনয়ে মঙ্গল আরতি
করিকরিতেছে সেই ঈশের কীর্ত্তন !
কে না বলিবে আশিরে সর্ব্বনাশী এবে ?
ঈশ্বরনাপিত-কন্যা, পাপিনীর তরে
পুলিশের হ'ল চির কলঙ্ক রটন !
দুরন্ত মহান্ত নাশে সতীর সতীত্ব
ছলে বলে,—নবীনেরে কাঁদায়ে ভারত,
নবীন বয়সে দিল সাগরের পার !
সব সয় প্রাণে,—কিন্তু আমার জননী
ভারত মাতার সে যে অলঙ্কার হীন
কুন্তল হইতে (এক মাত্র ছিল যাহা
উজলিয়া সতমরন্তক সম) চারু মণি
শ্রীদ্বারকানাথ,—হায় হরিল কাঁদায়ে
সকলে,আঁধারি ক্রোড়,যথাহীন জ্যোতি
ত্যজিলে দ্বারকাপুরী দ্বারকা রঞ্জন ।
তথাপি নমিতে হ'বে তাঁহারে আমার
আমার জনম হ'ল তাঁর অধিকারে !
আসি বলি আশি যবে লইল বিদায়,—
দূর-দূর-দূর,—শব্দ মাত্র পান সেই
কালে ! আমি কিন্তু ক্ষুব্ধ হনু চাহি তাঁর
মুখ !—কি তাঁর কঠিন হিয়া !—নাহি
চাহি প্রজাকুল হিত,—শূন্য করি শূন্য
সহ হ'ল অন্তর্ধ্যান ! রত্নগর্ভা ভূমি
জীবন বিহীনে হ'ল লক্ষ্মীশূন্য এবে !
নববর্ষে পশি পুনঃ কাঁপি ডরে আমি !
কি জানি কি হয় শেষে আমার কপালে !
পারিব কি দেখা দিতে প্রতিমাসে এবে
যে পাঠক-কৃপাবলে আমার জীবন !—
যাঁহাদের অনুগ্রহে উচ্চ আশা করি
এক দিন ভাবি মনে, অচিরে হইবে
দীর্ঘ আকার আমার,—যাঁহারা যতনে
মম শত অপরাধ নাহি গণি স্নেহে
হেরেছেন সদা, করি উৎসাহ প্রদান,
তাঁহাদের কৃপা হ'লে অবশ্যই হ'বে
পরিপূর্ণ বাঞ্ছা মম ! চির কৃতজ্ঞতা
পাশে বদ্ধ রহিলাম সেই গুণে এবে !
বিঘ্নহর শিবময় স্মরণ শরণ
অনাদি অনন্ত বিভু চরণে প্রণমি
যাঁর নাম স্মরি দেখা দিনু বঙ্গভূমে !!

অনাবৃষ্টি ।

কি হ'ল কি হ'ল দেশ যায় যায় যায় হে,
যায় যায় যায় !
একেতো আহারবিনে,কাঁদিতেছেযতদীনে
তাহে এবে প্রাণ সম জল নাহি পায় হে,
জল নাহি পায় !
জীবন বিহীনে নর কত কাল রবে হে,
কতকাল রবে ?
ভানুকর খরতর, তাহে দগ্ধ নিরন্তর,
চিরদিন বঙ্গবাসী কত আর সবে হে,
কত আর সবে ?
নবীন নীরদমালা গগনে হেরিলে হে,
গগনে হেরিলে,
হয় হরষে মগন, নাহি বারি বরিষণ,
জলদে কি জল দিবে নির্জীব হইলে হে,
নির্জীব হইলে !
'হাজল যোজল' শব্দ সর্ব্বত্রই হয় হে,
সর্ব্বত্রই হয় !
জলাশয় জল হীন, জলাভাবেমরে মীন,
আর ক্ষণ জল বিনে জীব নাহি রয় হে,
জীব নাহি রয় ।
গত বর্ষে জল বিনে লক্ষ্মী হীন দেশ হে,
লক্ষ্মী হীন দেশ !
এবারও সে আকার, জল বিনে হাহাকার,
আকাশে এখনো নাহি বর্ষে বারি লেশ হে,
বর্ষে বারি লেশ !
পাপেতে এসব ফলে শাস্ত্র কারে কয় হে,
শাস্ত্র কারে কয় ।
কি হ'ল দুরন্ত কলি, তবু মানবেরে ছলি,
বলায় সকলে এতো কিছু পাপ নয় হে,
কিছু পাপ নয় !
জগদীশ দয়াময় হইলে বিমুখ হে,
হইলে বিমুখ ।
কিসে আর বাঁচে প্রাণ,নাহ'লে জীবনদান,
ভারতের এক কালে গেছে সব সুখ হে,
গেছে সব সুখ
একে সদা রাজ করে বঙ্গজেরে দহে হে,
বঙ্গজেরে দহে !
তাহে ভানু খরকরে, এবে সদা দগ্ধ করে,
আমাদের প্রাণে বল কত আর সহে হে,
কত আর সহে ।
বঙ্গজের সুখ রবি হ'ল অন্তর্দ্ধান হে,
হ'ল অন্তর্দ্ধান !
কোথা ওহে দয়াময়, ভারতে হ'য়ে সদয়,
রক্ষাকর কৃপাময় করি জল দান হে,
করি জল দান !
রত্ন-গর্ভা বলি যার বাড়ালে সম্মান হে,
বাড়ালে সম্মান ।
তাহার সন্তানগণ, করে অশ্রু বরিষণ,
অন্নাভাবে শেষে নাথ,ত্যজিবে কি প্রাণ হে,
ত্যজিবে কি প্রাণ ।
একবর্ষ অতি বৃষ্টি নাশে শষ্যকুল হে,
নাশে শষ্য কুল !
এবে নাহি জললেশ, জলাভাবে শুষ্কদেশ,
জল বিনে বৃক্ষকুল হইল নির্ম্মূল হে,
হইল নির্ম্মূল ।
দয়াময় নামে হ'বে কলঙ্ক রোপণ হে,
কলঙ্ক রোপণ,
কবি বিভো কৃপা দৃষ্টি, রক্ষা কর তব সৃষ্টি

তোমা বিনে কেবা আর করিবে তারন হে,
করিবে তারন।
ফেটে ফেটে জলাশয় অভিমানে রয় হে,
অভিমানে রয়;
পিপাসায় জল আশে,পশুকুল কুলে আশে
জল নাহি পেয়ে শেষে অন্তরেতে দয় হে
অন্তরেতে দয়!

একে বঙ্গ স্বসন্তান দোষে সদা জ্বলে হে
দোষে সদা জ্বলে,
এবে পুনঃ দহে প্রাণে,রক্ষা কর কৃপাদানে
দুই জ্বালা নাশ নাথ দান করি জলে হে,
দান করি জলে!

শ্রীবীরাঙ্গনাকাব্যোত্তর কাব্য।

পঞ্চম সর্গ।

সূর্পনখার প্রতি লক্ষ্মণ।

(মহাত্মা মাইকেল মধুসূদন দত্ত প্রণীত শ্রীবীরাঙ্গনাকাব্যে পঞ্চম সর্গে সূর্পনখা সুমিত্রা-হৃদয়-রঞ্জন লক্ষ্মণকে যে পত্রিকা খানি প্রদান করেন, লক্ষ্মন নিম্নলিখিত পত্রিকা দ্বারা তদুত্তর প্রদান করেন। মহাত্মা লক্ষ্মন ইন্দ্রিয় জয়ী ভ্রাতৃ পরায়ণও তেজিয়ান্ ছিলেন, তাঁহার স্বভাবগুণে যেরূপ পত্র লেখা সম্ভবে, তদ্রূপই এই পত্রিকাখানি লিখিত হইল।

রে নির্লজ্জে, সূর্পনখে, কি কুক্ষণেআজি
পশেছ এ তপোবনে, লজ্জা, মান, দিয়া
বিসর্জ্জন, মজিয়াছ, স্মর শর বশে!
হারাইয়া জ্ঞান, দিতে জলাঞ্জলি, হায়
সতীধর্ম্মে! শুনিয়াছি, মুনিগন মুখে
রক্ষঃকুল মুনি হ'তে হয়েছে উৎপত্তিঃ
তবে কেন,পাপেপ্সিতে,হেনবুদ্ধি তব?
রঘুবংশোদ্ভব আমি, শক্রদলে নাহি
ডরি, পশিয়াছি বনে, রঘুকুল-জাত
অরিন্দম, নাশে শত্রুদলে, যথা মৃগরাজ
মৃগ-দলে দলে। নহে ধন অভিলাষী,
সাগর অম্বরা পৃথ্বী অধিপতি নৃপ
রঘুবংশোদ্ভব, খ্যাত দশরথ, যাঁর
করস্থিত অসি হেরি, ডরে ক্ষত্র চয়,
ইন্দ্রসখা, তিনি মম পিতা। অবিশ্বাসী
নারীজাতি,মন্দমতি; (সাক্ষীতার তুমি)
মম কৈকয়ী জননী, সত্য-পাশে বাঁধি
নৃপে, পাঠালেন বনে, অব্দ চতুর্দ্দশ,
কমল লোচন রঘুবংশ-বর রামে।
বৈমাত্রেয় অনুজেরে সুঁপি রাজ্য ভার,
পশিলেন বনে, বীর কৌশল্যা নন্দন,
ধরি গুরু আজ্ঞাশিরে; যেবা নাহি মানে
গুরু বাক্য, তার শ্রেষ্ঠ সৌদামিনী প্রায়
জন্মিয়া মরন। আমি তাঁহার অনুজ,
জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা পিতৃকল্প, শাস্ত্রের লিখন,
তাই ত্যজি জননীর নিরুপম স্নেহ,
আর কসিতসুবর্ণ লাঞ্ছিত বরনা,
মত্তপিকরবনিন্দি সুমধুর স্বরা,
পতি পরায়না, সাধ্বী, দেবতা নিন্দিতা
কেশরী-লাঞ্ছিত ক্ষীণ মধ্যদেশা, নত
স্তনভরে, লতা যথা উর্ম্মিলা দেবীরে!
নবীন নীরদ-নিন্দিবর। শ্রীরাম,

সহ লক্ষ্মী স্বরূপিনী জানকী সুন্দরী,
তাঁর ভার্য্যা, মাতৃসমা ভাবি মনে, সেবি
প্রাণপনে। আসিয়াছি মঞ্জুল কাননে
তাই জটাচীর-ধর, ত্যজি রাজ ভূষা;
রাজ পুত্র হ'য়ে যথা মুনির কুমার।
এবে বনচারী, তবু জানি একানন
হিংস্রের আকর, সদা একরে ভাতিছে
ধনুঃ, শানিত কৃপান বান। রক্ষিতেছি
নিদ্রাহীন, যথা রক্ষে শিবিরেতে দ্বার
রাত্রিকালে। তোরা হিংস্র জাতি,সদা-মন
মুনি যজ্ঞ নাশে, তাই বলি, শুন মুগ্ধে,
ত্যজি বন পলায়ন করহ সত্বর!
আশামনে, কামরূপে,হেরি রূপ হবে
হায়, বদ্ধ এলক্ষ্মণ গনিকা প্রণয়ে,
তাহা হ'লে, কেন বল, ত্যজিয়া উর্ম্মিলা
পশিবে নির্জ্জন বনে যতী-মুনি প্রায়?
যে আশয় আশা বনে,ত্যজ সেই আশে,
ইচ্ছিয়াছ মুগ্ধে, মোরে যৌবন লাবণ্য
করায়ে দর্শন, প্রেম দৃঢ় পাসে বাঁধি
সাধিবে মনেরি সাধ? যথা ব্যাধচয়
বাগুরা বিস্তারি, পক্ষীকুলে বধে ছলে
দেখাইয়া শালীকণা লোভ; কিন্তু, বল
পারে কিসে ছলে বদ্ধ করিবারে কভু
বিনতানন্দনে? তব ধন্য মন আশা!!!
হায় রে পেচকী চায় রাজহংস পতি!
এ দুরাশা ত্যজ আশু, কভু নাহি হ'বে
সৌমিত্রি মোহিত রূপে। নীচ জন বটে
কামিনীর কমনীয়কান্তি দরশনে
মজে, তোরা তারি কাছে রূপ-মদ-মত্তা
গৌরবিনী! তাহাদের ছলি মন কর
পূর্ণ আশা। কিন্তু শুন লক্ষ্মণেরে সেই
ছলে ছলিতে শকতি স্ত্রীকুলেতে কার?
এ যে যথা ইচ্ছে করী করিবারে করে
করি কিলাল-নিধিরে নিস্কমল। তাকি
কখন সম্ভবে? তবে আশার অসাধ্য
না হি কিছু, কিন্তু বৃথা আশানাশে প্রাণে
মৃগতিষ্ণিকার প্রায়, নির্ব্বোধ জনেরে।
হিতবাণী শুন বলি, "ত্যজ এই আশা,
পবিত্র সতীত্ব ধর্ম্ম, কর যতনে
সতত পালন, পর পুরুষেরে হেরে
কাম বশে, কামেপ্সিতে, কুপথে কখন
ক'রোনা গমন! ধৈর্য্য আবরণে সদা
আবরিয়া মন, কর সাধু ব্যবহার।"
এই আমি সাধু মন্ত্র দিনু কর্ণ মূলে,
পাল যতনে হ'বে মঙ্গল নিশ্চয়।
কাম বশে মূঢ় জন বুদ্ধিহীন হয়,
তাই লিখেছ এ—বাণী, জানি এলক্ষ্মণ
সর্ব্বত্যাগী ভ্রাতৃ অনুগত, মুনি ধর্ম্মে
শুপিয়াছে মন ত্যজি বাহ্য ধন আশা।
তাই ক্ষমিলাম তোরে; মুগ্ধে,লিখিয়াছ
কি সাহসে বল "ত্যজি ভ্রাতৃ পাশ, যাব
সুখ অভিলাষী হ'য়ে লঙ্কাধাম? তুই
রক্ষ কুলোদ্ভবা, বল রাক্ষসীর কবে
সাধু ব্যবহার? কিন্তু এ লক্ষ্মণ কাছে
এরূপ ব্যাহ্বাবে হ'বে নাশ বানাঘাতে।
উপলক্ষ মাত্র পিতৃ সত্য হেতু রাম
পশিলেন বন, শ্রেষ্ঠ মনস্থ তাঁহার
দুরন্ত রাক্ষস কুল করিবেন নাশ,
যার অত্যাচারে, মুনিগন নিরন্তর
ডরে, নাহি পারে যজ্ঞ করিবারে হয়ে
সুস্থির কাননে; ঊনষোড়শ বৎসর
বয়ক্রমে, বিশ্বামিত্র আশ্রমেতে পশি
নাশি দুরন্ত তারকা, করিলেন বলে
মুনি যজ্ঞ নাশ ভয় দুর। ছিল সেই

দলে তোর ভ্রাতৃচর দুরন্ত মারিচ নিশাচর, সে-জেনেছে বাণ-তেজঃ তথা। পঞ্চবটী রম্য স্থান অতি, কিন্তু এবে তোদের শঙ্কায়, মুনিগণ নিরন্তর ভীত চিত্ত; নিবারিতে তাহা এবনেতে আসা। অনুজ তাহার আমি, সদা ভার মম প্রতি রক্ষিবারে নিবিড় কানন দুরন্ত রাক্ষস দল হ'তে। তাই বলি হিত বাণী, ত্যজিয়ে এ বন কর গতি অন্যবনে, যদি আছে বাঁচিবার সাধ। অবলা রমণী-জাতি, যদিচ রাক্ষসী তুই, কিন্তু নাহি ইচ্ছা নারী বধি, তাহে যশঃ কিবা হবে? কিন্তু যে কুরীতি তব কবে হ'বে লয় মম করে। ভীরু অতি জননী জানকী, তিনি রক্ষঃকুলে হেরি হন ভয়েতে বিহ্বলা, ভ্রম তুমি সদা এইবনে, কিন্তু যদি এ আশ্রমে কভু কর বিচরণ, আর হেরেন জানকী, তবে অনর্থ ঘটন হইবে নিশ্চয়। এপাপ মানস ফল পাবে সেই দিন, ক্ষুরপ্র অস্ত্রেতে কাটি নাসিকা শ্রবন খেদাইয়া দিব তোরে এই বন হ'তে, পঞ্চশর-বশা তুই, সে কারনে বলি বারংবার,—ত্যজ শীঘ্র এই বন, ল'য়ে প্রাণ মান। কর স্মর-শরে বশ, সদা ভেব মনে—" এ লক্ষ্মন যতী ব্রহ্মচারী, —ব্রহ্মচারী নিকটেতে প্রেমযাগ কবে? অরসিক জন কাছে রসের বচনে ফল কিবা? মহাদেব কাছে সম্বরারি অপমান যথা; রস-তরঙ্গ অস্থানে সহ্য নাহি হয়" সেই মত তব মম প্রাপ্তির এ আশা; তাহে দুঃখ কিবা? নাহি জেনে মন প্রাণ শুপে কষ্ট এই রূপ হয়, তাই সুধীগনে বলে—"সহসা না কর্ম্ম করো কোন জন,*" অতএব মনে বল হ'তে বিস্মরণ পূর্ব্ব ভাব সব।

ধর হিত উপদেশ, কুলটা সদৃশা রীতি নাহি ধরো কভু; রেখ সদাচার সদা মানস মাঝারে, স্ত্রী-জন-ভূষণ লজ্জা ভয় অলঙ্কারে শোভিও সতত, পরপুরুষের মুখ-সৌন্দর্য্য হেরিয়া নাহি হ'য়ো বিমোহিতা; নাহি এই রূপ লিপি, দূতী পদে বরি অধৈর্য্য অন্তরে লেখনী হইতে দিও বাহিরিতে, যাহে যায় মান হ'তে হয় কুল-কলঙ্কিনী। সদা গণিকার মত নানা বেশ ধরি হাব ভাবে, নাহি ইচ্ছ নায়কমানস ছলিবারে। রমণীর ভয়াবহ বনে সদা স্বেচ্ছাচারিণীর ভাবে নাহি ভ্রম ভ্রমে। যাহে কুলপদ্ম-হিমানী-সদৃশা নাহি হও, তাহে থেক সাবধান। মনে সদা রেখ—নারীজাতি অসতীর সম পাপ নাহি ত্রিভুবনে!! অসতী বদন হেরিলে সাধু মানব হয় কলুষিত। যাহে নাহি কয় লোকে কলঙ্কিতা, তাহা সযতনে নিরন্তর করিও পালন। পর পুরুষের হেরে সৌন্দর্য্যের রাশি নাহি মীনধ্বজ-বশে শুপ মন প্রাণ। হিতবাণী তবপক্ষে এই প্রত্যুত্তর লিপি, ক'রো যত্ন সদা এবাক্যের প্রতি।

ইতি শ্রীবীরাঙ্গনা কাব্যোত্তর কাব্যে সূর্পনখা পত্রিকোত্তর নাম পঞ্চম সর্গ।